প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৯৬০

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : গোপাল কুণ্ডু, জানাল প্রেস, ৫১/১০ রানী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা ২

ভূমিকা

আমার প্রথম কবিতার বই যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখনো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইনি। তারপর আরো কয়েকখানি কবিতার বই বেরিয়েছে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, পছন্দ-অপছন্দেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নানা বয়সে নানা বিষয়ে লেখা কবিতাগুলি থেকে বেছে এ-বইতে যা দেওয়া হলো, সেগুলি আমার এখনকার বিচারে, কোনো-না-কোনো দিক থেকে আমার প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা বলে গণ্য করা চলে। এ-বিষয়ে পাঠকদের সঙ্গে সবক্ষেত্রে আমার মতের মিল হবে এমন আশা করি না। তবু, আমার বিশ্বাস, এ-বই থেকে পাঠকেরা আমার কবিতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন। তা হলেই এ-বইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে।

অজিত দত্ত

সূচিপত্র

ছায়ার আলপনা [১৯৫২]

জানালা [১৯৫৯]

রূপান্তর (অনুবাদ কবিতা)

* চিহ্নিত কবিতাগুলি এ-পর্যন্ত কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত হয় নি।

পরিমল রায়

স্মরণে

কুসুমের মাস

তুমি ফুল ভালোবাসো ? লাল ফুল ? চোখে যাহা লাগে ?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত ?
তুমি ভালোবাসো ফুল ? শেফালিকা সৌরভ-আনত ?
যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে ?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকূল ?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্চহাসি ?
তুমি ভালোবাসো ফুল ? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী ?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল ?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রালুব্ধ রাতের বাতাস ॥

দুর্লভ রাত্রি

এখন বাহিরে চলো। পাতাগুলি হাওয়ায় চঞ্চল
যেখানে, সেখানে চলো। মেঘে আজ হারায়েছে শশী।
চলো যাই বাগানের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি,
বাতাসে উড়ুক চুল এলোমেলো, উড়ুক আঁচল।
তোমার চোখের 'পরে আঁধার করিবে ছলছল,
তোমার চোখের মতো উছলিবে কাজল-সরসী,
তোমার পায়ের শব্দে কালো জলে উঠিবে হরষি',
জোনাকির ছায়াগুলি পরীদের মতো অবিকল।

বাহিরে চাহিয়া ভাখো। আজ রাত্রি চমৎকার! নয়?
হয়তো এমন রাত্রি এ-জীবনে আসিবে না আর।
জানুক সকল লোকে, এতটুকু করি না কেয়ার,
কত ভালো লাগে আর ঔদাস্তের মিথ্যা অভিনয়!
নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
কুসুমিত অবকাশ দু'জনার কাছে আসিবার॥

একটি স্বপ্ন

তুমি এলে এতদূর! এতদূর এসেছো কখন?
কেমনে চিনিলে পথ রক্তহীন এমন অমায়?
ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়।
তোমারেই ভাবি রোজ এক,-একা থাকি যতক্ষণ।
খুলে রেখে আসিয়াছ দু'হাতের মুখর কাঁকন?
এমন ছায়ার মতো আসিতে কি হয় নিরালায়!
এখনি ফিরিতে হবে? এলে শুধু দেখিতে আমায়?
এলে যদি এতদূর এ তোমার খেয়াল কেমন!

কথা রাখো, আজ আর এ-আঁধারে যেয়োনাকো ফিরে।
তুমি আজ ক্লান্ত বড়ো, বেশি কথা না-ই কহিলাম।
তবু তুমি যেয়োনাকো, এখানেই করো-না বিশ্রাম!
এমন নিঃঝুম রাত্রে যায় কেউ ঘরের বাহিরে?
একটুকু বসো আর, দেখিছ না ঘরের তিমিরে
তোমার কেশের গন্ধে ভাসিছে কী গভীর আরাম!

গুরুজনদের মাঝে

গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবার অছিলায়
কহিলাম, 'এক গ্লাশ জল দেবে ? পেয়েছে পিপাসা'।
যারে কহিলাম সে-ই বুঝিল কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দু'টি লাল হয়ে উঠিল লজ্জায়।
বোকা মেয়ে ! জানে না তো গুরুজন-লোকের সভায়
কী ক'রে লুকাতে হয় হৃদয়ের এত ভালোবাসা।
যে-রক্তিম প্রেমে ওর পরিপূর্ণ প্রাণের পিপাসা,
একটি ঝলক্ তারি লেগেছে গালের কিনারায়।

ঘোর রাতে কতদিন করেছি তো অনেক আদর,
নিরালায়, চুপে-চুপে। কত চুমা খেয়েছি কপালে,
কম্পিত চোখের 'পরে , কত বার কত যে খেয়ালে
কত ভাবে দেখেছি তো নিটোল, নিখুঁত রূপ ওর।
তবু এই লাজটুকু লাগিল কী অদ্ভুত সুন্দর,
গুরুজনদের মাঝে আলো-ভরা প্রকাশ্য বিকালে॥

আকাঙ্ক্ষা

নাহি জানি তথাগত বুদ্ধের বচন সত্য কিনা—
পুনরায় জন্মলাভ আছে কিনা অদৃষ্টে আমার ,
চার্বাকের তিক্ত বাণী, 'ভস্মীকৃত এ-দেহের আর
পুনরাগমন নাই' সত্য কিনা সে-কথা জানি না।
এ-জীবন কাটে যদি অর্থ যশ কিম্বা মান বিনা,
তাহাদের তরে আমি জন্মলাভ চাহি না আবার,
নতুন বস্ত্রের মতো নব দেহ লয়ে বারম্বার
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করি' পৃথিবীতে আসিতে চাহি না।

আমি শুধু এ-জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভ'রে
তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার শিশুর মতো স্নেহ ;
কাব্যে আহরিতে চাই সেই কথা, যাহা আর কেহ
কভু কহে নাই (অন্যে তব কথা জানিবে কী ক'রে ?) ;
এ-জীবনে তুমি থাকো— তারপর মরণের পরে
মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক্ এ-জন্মের দেহ ॥

নাস্তিক

ঈশ্বর মানি না আমি, মানি শুধু মনের আদেশ ;
অস্তিত্ব-বিহীন সেই আস্তিকের মস্তিষ্ক-নিবাসী
মোর বিভীষিকা নহে। আমি নহি দাসত্ব-বিলাসী
জীবনেরে জানি আমি মরণের পাত্র-অবশেষ।
সত্য, আমি স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ; কোমলতা-লেশ
নাহি মোর ; সত্য, আমি নাস্তিক দাম্ভিক তিক্তভাষী ।
মানুষের মূর্খতায় বিদ্রূপে হাসিতে ভালোবাসি,
উপহাসি হৃদয়ের অর্থহীন বিষণ্ণ আবেশ ।

তবু যবে ফিরে আসি সন্ধ্যা যাপি' তোমার সকাশে,
অন্যমনে সত্তাহীন ঈশ্বরেরে দেই ধন্যবাদ ।
বিদ্রূপ-প্রদীপ্ত চোখে ভালো লাগে অশ্রুর আস্বাদ ;
অকস্মাৎ মনে হয়, পৃথিবীর অপূর্ব আকাশে
প্রেম ছাড়া কিছু নাই ; সেদিন নিশীথ-রাত্রে আসে
আমার কঠিন প্রাণে সুশীতল মধুর বিষাদ ॥

প্যারাডাইজ লস্ট্

একদিন স্বর্গ হ'তে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্যলোকে— কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল!
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব-নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।
দেখিলাম পৃথিবীর লাল ফুল, কালো বিভাবরী,
সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল,
অন্তহীন জনস্রোত। দেখিলাম, সমস্ত নিখিল
চলেছে অস্থির-পদে অপূর্ব বিচিত্র বেশ পরি'।

অকস্মাৎ জাদুমন্ত্রে সে-মিছিল স্তব্ধ ক'রে দিয়া
গৌরবে রানির মতো, মহীয়সী, তুমি এলে ধীরে;
মুগ্ধনেত্রে চাহিলাম। তোমার দু'চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র-সম সপ্তস্বর্গ ডুবে গেল মুহূর্ত কাঁপিয়া;
পুণ্য-দেহ হ'তে মোর শুভ্র পাখা পড়িল খসিয়া
নিভে গেল দেবত্বের জ্যোতিশ্চক্র দীপ্তানন ঘিরে॥

জ্বরে

যখন এ-পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা করি অনুভব
তখন পরীর মতো লঘুদেহে বায়ু ভর করি';
তুমি আসো মোর পাশে নিশীথের ছায়া পথ ধরি',
তুমি ছাড়া অর্থহীন জীবনের লক্ষ কলরব।
সহস্র বান্ধব মাঝে তুমি মোর একান্ত বান্ধব,
নিদ্রা রূপে তুমি মোর সাথে থাকো সুদীর্ঘ শর্বরী,

ফুলের গন্ধের মতো তুমি আছ সারা মন ভরি,
[illegible] জীবনে তুমি ঈশ্বরের মতন দুর্লভ।

আজ তুমি এসো কাছে দেবত্বের অপার দয়ায়!
দ্যাখো আজ কেহ নাই স্নিগ্ধ হাত মাথায় রাখিতে,
দু'দণ্ড বসিবে কাছে এমন কে আছে পৃথিবীতে?
তোমার মতন দেবী, দয়াময়ী জগতে কোথায়?
অসুখ-জর্জর দেহ, ঘুম নাই চোখের পাতায়,
একবার এসো কাছে আজি এই বিষাদ নিশীথে॥

বার্তা

আমার জগৎময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর,
মূর্চ্ছার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে,
তোমার অঙ্গভঙ্গে মৃদুগতি তোমার চরণে
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার।
আমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি' নামিয়াছে আমার ভুবনে—
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুঞ্জরণে,
তুমি ছাড়া এ-জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।

এ-কথা কহিবো আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাবো আমি এই সত্য সমস্ত ধরায়;
এ-কথা পাঠাবো দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে,
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায়॥

এলিজি

আমি ডাকিলাম তারে নিশান্তের হাওয়ার ভাষায়,
চমকিয়া চাহিল সে মোর পানে শুধু একবার ;
তারপর ধীরে-ধীরে আঁখি নত করিল আবার,
শঙ্কিতা কুমারী যথা প্রত্যাসন্ন বিবাহ-নিশায়।
সন্ধ্যার সিন্দুর আঁকা দেখি তার সুন্দর সিঁথায়—
মূর্খ আমি— তবু, হায়, বুঝি নাই ইঙ্গিত তাহার ;
আবার ডাকিনু যবে, বাঁকাইয়া লঘুদেহভার
চাহিল সে মোর পানে আধো-স্নেহে আধো-ভর্ৎসনায়

ধীরে ধীরে ঋজুদেহা দাঁড়াইল উঠি' তারপর,
গৌরবে রানির মতো, মহিমায় দেবীর মতন।
কহিল সে, 'বধূ আমি', তারপর করিল বরণ
অকলঙ্ক মরণেরে— অপূর্ব সে মৃত্যু-স্বয়ম্বর !
সে আজ কোথাও নাই ; শূন্য গৃহ, অরণ্য, প্রান্তর,
তাহারে দেখিছে আজ একমাত্র মহান্ মরণ ॥

শরৎ

আজিকে শরৎ বুঝি ? তাই আজ আকাশ সুনীল,
বাতাস মধুর। তাই মর্ম মোর হয়েছে উন্মনা।
নিঃশেষে মুছিয়া নিল মোর সব মধুর কল্পনা
পিঙ্গল পালকপুটে আকাশবিহারী শঙ্খচিল।
আজ শুধু নীলাকাশ আর স্নিগ্ধ শারদী অনিল
আছে যেন ; আমি নাই, নাই কোনো সুদূর বেদনা ;
নয়ন-পল্লবে নাই সুশীতল অশ্রু এক কণা ;
আজি যে শরৎ, তাই মন বুঝি হয়েছে শিথিল।

আমি যারে ভালোবাসি সে যদি থাকিত আজ পাশে,
তা হ'লে চাহিত সে-ও শরতের দূর নীলিমায়,
আজিকার নভোব্যাপী নীলিমার প্রগাঢ় মায়ায়
ভুলিয়া মিশিয়া যেত তারো মন শুভ্রশীর্ষ কাশে।
তা হ'লে বসিয়া দোঁহে উদাসীন দু'জনার পাশে
ভুঞ্জিতাম একসাথে শান্ত মৃত্যু শারদ-ছায়ায় ॥

প্রার্থনা

জীবন জীবনহীন, রুদ্ধ প্রাণ, অবরুদ্ধ আশা,
বর্ণহীন দ্যুতিহীন দিনগুলি বিরস মলিন,
এই মৃত্যু, হে ঈশ্বর, আর কত? আর কতদিন?
আর কত দীর্ঘ দণ্ড হেন তিক্ত মুক্তির পিপাসা?
নির্জীব সুখের তরে উঞ্ছবৃত্তি, শান্ত ভালোবাসা,
আলস্য-নিষ্ফল চিত্ত, প্রাণ-পদ্মা বৈচিত্র্যবিহীন,
হেন পুষ্প-কারাগারে আর কত রুধিয়া কঠিন
খেলিবে আমার সনে তুচ্ছ পণে জীবনের পাশা?

কৈশোরে দেখেছি স্বপ্নে যে-বিচিত্র বিস্তীর্ণ ধরারে;
সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গিরিশিরে গন্ধর্ব-নগরী,
সে-বিশ্ব ফিরায়ে দাও! রেখো না আমারে রুদ্ধ করি'
দাসত্বসঙ্কীর্ণনেত্র মূঢ়তার কৌতুক-আগারে।
নয়নে ফোটে না তারা মেঘকৃষ্ণ বন্ধ্যা অন্ধকারে,
উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া সঙ্গীত আসে না কণ্ঠ ভরি' ॥

শুভক্ষণ

আজিকে কবিতারসে চিত্ত মোর হয়েছে মন্থর,
মধুপূর্ণ মধুচক্র-সম সেই রসে ভরপুর,
অধরে লেগেছে যেন একবিন্দু সুরভি কর্পূর—
মুহূর্তেক মধুগন্ধা, স্বাদহীন তিক্ত তারপর।
অকরুণ শুষ্ক চিত্ত আজি যেন নবজলধর,
চিতায় জ্বলিল কিবা বিধবার সিঁথির সিন্দুর ;
এখন লাগিছে ভালো ম্লান জ্যোতি শিশির বিন্দুর
চন্দ্রালোকে বিচ্ছুরিত— এই দণ্ডে পৃথিবী সুন্দর।

এখন আসিতে যদি মোর পাশে সশঙ্ক লজ্জায়
লঘুপদে নতনেত্রে, অয়ি মৃতা স্পর্শলোকাতীতা,
তা হ'লে মুঠিতে বাঁধি' তব হিম ক্ষুদ্র কম-পাণি
উচ্চারিতে পারিতাম সেই মোর অনবদ্য বাণী
এই ক্ষণে মনে মনে রচিনু যে-মধুর কবিতা
তোমারে স্মরণ করি' অপরূপ রুচির ভাষায় ॥

কবিতা

যথা যবে মুগ্ধা মাতা নত হয় শিশুর আননে,
অঞ্চল খসিয়া পড়ে, ব্যগ্র ওষ্ঠ বিস্রস্ত অলক,
তেমনি আমার মনে কবিতার নবীন জাতক
সমস্ত সত্তারে মোর মুগ্ধ মত্ত করিছে এ-ক্ষণে।
আত্মহারা চিত্ত এ-কী খেলা খেলে কবিতার সনে,
আপন সৃষ্টির রূপ আপনিই দেখে নিষ্পলক,
হৃদয়ে উদ্ভাসি' ওঠে কী-অপূর্ব আনন্দ ঝলক
জীবনের সখ্য-ভেদ যুদ্ধ-শান্তি পড়েনাকো মনে।

দুর্গম পথের পান্থ যথা ক্লিষ্ট দেহ কোনোমতে
উষ্ণ-পান্থশালা মাঝে শয্যাতলে একান্তে এলায়ে
অর্ধেক তন্দ্রায় ভুঞ্জে সত্তাব্যাপী গভীর আরাম,
তথা দিবসের কর্ম-পরিক্লান্ত মলিন জগতে
প্রাণ যাপি', এ-মুহূর্তে আত্মামাঝে নিজেরে মিলায়ে
মনের উষ্ণতা স্পর্শে এ-আনন্দ আমি লভিলাম ॥

প্রেম

মা-র কোলে মাথা রাখি নিরুদ্বেগ রাজশিশু-প্রায়,
যদি মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়ি ধীরে ধীরে,
ফুল ফল নীলাকাশ সব যদি ঘুমের তিমিরে
হয়ে যায় একাকার— সে কী মুক্তি ! কী প্রশান্তি তায় !
পত্রের মর্মর আর ভ্রমরের গুঞ্জন, যেথায়
সব শব্দ লুপ্ত হয়, সেই দূর মহাসিন্ধু-তীরে
বাতাসে চরণ ফেলি' একদিন যাই যদি ফিরে,
শেফালি-সুগন্ধি, কুহু-ঝঙ্কারিত মধুর নিশায় !

শুধু যদি পৃথিবীতে ফেলে রেখে যেতে নাহি হতো
শীতল হাতের স্পর্শ, এলায়িত চুলের সুবাস,
শিথান-কোমল বুক, কালো আঁখি অশ্রু-ভারানত,
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু, মুখ-পরে কবোষ্ণ নিঃশ্বাস।
যদি প্রেম নাহি হতো লক্ষ-লক্ষ পৃথিবীর মতো—
যদি প্রেম নাহি হতো তারা-ভরা সহস্র আকাশ !

সে-খোঁজে কী কাজ

কাহার তমসা-ঘন নয়নের স্নেহের সিঞ্চনে
আমার অন্তর-বনে ফুটিল এ কবিতা-মুকুল—
সে-খোঁজে কী কাজ, বন্ধু? তোমাদের অবসর-ক্ষণে
যদি তারে লাগে ভালো, সেই সত্য আর সবি ভুল।
শরতের শেফালিকা যদি ফোটে তোমার কাননে
কোন্ নীহারিকা হতে নীহারাশ্রু তারে জন্ম দিল—
সে-খোঁজে কী কাজ?

আমার জীবন যদি তোমাদের সুন্দর নয়নে
দিয়ে যায় কোনোদিন আনন্দের দীপ্তরেখা আঁকি',
তাহারে গ্রহণ কোরো ফুল্লমুখে, শুধায়ো না মনে
সে-আনন্দ জোগায়েছে জীবনের কত বড় ফাঁকি।
তোমার প্রিয়ার শুভ্র বাহু-ঘেরা সোনার কঙ্কণে
তাহারে মানালে ভালো, কত বহ্নি দহিল সে সোনা-
সে-খোঁজে কী কাজ?

জরাস্বপ্ন

এই যেন সত্য হয়, একদিন তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু— জরাশ্লথ, দুর্বল, পাণ্ডুর,
নিষ্প্রভ নয়ন মেলি', অর্ধস্ফুট কম্পিত ভাষায়
উচ্চারিতে পারি যেন সমকণ্ঠে 'আজো ভালোবাসি'।

এ-দেহ কুৎসিত হবে, আকুঞ্চিত কপাল কপোল,
বিস্বাদ অধর ওষ্ঠ, ক্লান্ত দেহ, তরল-তারকা,
যৌবন ঝরিয়া যাবে, শুধু যেন থাকে যৌবনের
একমাত্র অবশিষ্ট এই কথা— 'আজো ভালোবাসি'।

তুলনা

পুরুষ পরুষ অতি, রুক্ষ অঙ্গে নাহি
বিন্দুমাত্র স্নিগ্ধতা-দিগ্ধতা ; বাহু বাহি
হৃদয়ের তরলতা নির্ঝরের মতো
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া বিশ্বে অবিরত
সলীল-চপল-নৃত্যে ঝরি নাহি পড়ে।
উহাদের বক্ষ-পরে দ্রাক্ষা নাহি ধরে
গুচ্ছে গুচ্ছে ; অ-রক্তিম কর্কশ কপালে
ভ্রমরের মতো চূর্ণালক নাহি দোলে
পরশ-প্রত্যাশী ; বৃথা চক্ষু উহাদের
কটাক্ষ-ঈক্ষণহীন। পুরুষ দেহের
প্রতি অঙ্গ লীলাহীন, প্রত্যঙ্গ কঠোর ;
দ্বিপ্রহর সম তপ্ত দগ্ধভাল ওর
আপনার দাহনে আপনি ভস্মশেষ,
পুরুষ পরুষ অতি, কুৎসিত বিশেষ।

আর তুমি? তুমি রূপকন্যা ধরণীর,—
চরণ-নখরপ্রান্তে সহস্র মণির
প্রদীপ্তি জ্বলিছে। তব মৃদু পদাঘাতে
অশোক-মঞ্জরী ফোটে ; পুষ্পোপম হাতে
জড়ায়ে ধরিবে বলি দগ্ধ হয় সোনা ;
সহস্র কীটের নীড়ে তব বাস বোনা
তোমার ও তনু তনু ঘিরি রবে বলি।
ধরণীর মরূদ্যানে ফোটা পুষ্প-কলি
ব্যর্থ হতো তুমি না রহিলে ; না হাসিলে
শুচিস্মিতে, কুন্দ ফুটিত না। এ-নিখিলে
তমি চিরমহীয়সী, মধুরা, মোহিনী,
স্বর্গ আর মৃত্যুলোকে চিরদ্বিচারিণী,

হে রমণী, মর্ত্য কাঁদে তোমারি বিরহে,
পরুষ পুরুষ তব প্রেমযোগ্য নহে।

মালতী ঘুমায়

বৈশাখী হাওয়ার বেগে তারাগুলি কাঁপিতেছে
ক্ষীণ-শিখা প্রদীপের মতো,
—এখন বাহিরে রাত কত ?
নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
(মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমা খায়),
বাতাসে আসিছে ভেসে দূর হতে অস্পষ্ট গুঞ্জন,
(ঘুম এসে নয়নে জড়ায়)।
পত্রের মর্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।
(ঘুম কি ভাঙিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

একরাশ কালোচুল উতরোল এ-বাতাসে
একেবারে হ'ল এলোমেলো ;
—এবার বৈশাখী ঝড় এলো !
কাঁপিছে দালান কোঠা সমুদ্রের জাহাজের মতো,
(বাতাস সরায়ে দিলো লঘু হাতে বুকের আঁচল)
এখনি ঝাপটে ছিঁড়ে উড়িয়া পড়িবে তারা যত।
(শুভ্র বাহু, পাটল কপোল)।
বাতাসে আসিছে ভেসে জল-কণা ঘরের ভিতরে,
সমস্ত আকাশ এসে জানালার কাছে ভিড় করে।
(নেমেছে চুমার মতো ঘুম ওর পলকের 'পর)
—এলো কাল-বৈশাখীর ঝড় !

ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী অকালে জেগেছে আজ,
রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
(জেগে যেন ওঠে না মালতী !)
পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,
(সাবধানে সবগুলি জানালা দিয়েছি বন্ধ ক'রে),
এ কী হুলুস্থুল কাণ্ড ! আকাশে যে গ্রহ রহিল না।
(আমি আছি বসিয়া শিয়রে)।
লক্ষ দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডেরে ছিঁড়িয়া ফেলিছে কুটি-কুটি,
তুলিয়া ধরেছে তারা বিদ্যুতের মশাল দেউটি ;
আমি জানি, কার খোঁজে নাগদৈত্য ছুটিতেছে রাগে।
(ভয়, যেন মালতী না জাগে)।

ওই শোনো দুড়্ দুড়্ লক্ষকোটি নাগদৈত্য
ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে ত্রাসে,
—মত্ত ঝড় শ্রান্ত হয়ে আসে।
শাখার উন্মাদ নৃত্য ধীরে-ধীরে হয়েছে মন্থর,
(বিদ্যুৎ গিয়েছে ছুঁয়ে মালতীরে কম্পিত চুমায়),
ঝাপটে ঝরিছে পাতা, স্বচ্ছ হয়ে আসে দিগন্তর,
(অপরূপ ! মালতী ঘুমায়)।
শঙ্কিত ডানার নিচে পৃথিবীরে লুকাইয়া কোলে
আশঙ্কায় কাঁপে রাত্রি, দু'টি তারা ভয়ে আঁখি খোলে।
(স্বপ্নে উঠিয়াছে কেঁপে মালতীর আরক্ত অধর)
—শ্রান্ত হয়ে এল মত্ত ঝড়।

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে
শুভ্রদল শেফালির মতো,
—এখন বাহিরে রাত কত ?
দেবতা নিক্ষেপি' বজ্র তাড়ায়েছে অমঙ্গল যত,
(পৃথিবী হয়েছে হিম মালতীর ঘুমের লাগিয়া)।

এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মতো,
(আমি আজ থাকিব জাগিয়া)।
ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
ঘুমায় পাথার-পুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল,
(জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দু'টি হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

ব্যর্থ কবি

আমি নহি সেই জাতি, সকলে পছন্দ করে যারে,
কূপে খণ্ডাকাশ-সম কালো চোখে দেখি নাই ধরা।
আমি নহি সেই কবি, যার স্নিগ্ধ নয়ন-আসারে
ধরণী জুড়াল হিয়া, অশ্রু নহে আমার পসরা।
আমি সে-ভিক্ষুক নহি, প্রেম যার কৃপণের কড়ি,
একদা লভিয়া দয়া তারি স্মৃতি পূজে আমরণ ;
সে-দীনতা মোর নহে, যার বশে উঞ্ছবৃত্তি করি'
কণিকা-জোনাকি দিয়া আলোকিব আঁধার-স্বপন।

আমি সেই অভিমানী, সঙ্গীরে যে দিয়াছে ফিরায়ে
মুহূর্তের অহঙ্কারে,— ঘৃণ্য কৃপা যে চাহে নি কভু ?
সে আমি— হেলায় প্রাণ দিয়েছে যে আকাশে ছড়ায়ে,
মৃত্যুনীল ঊর্দ্ধ হ'তে আয়ুভিক্ষা করে নি যে তবু।
আমি সেই ব্যর্থ কবি, যারে শুধু শুনেছে দেবতা
নীরবে দিগন্তে বসি', আশা-বধূ যেথা অবনতা॥

এমনি বাঁচিয়া রবো

এমনি বাঁচিয়া রবো। পদতলে উদার মৃত্তিকা,
ঊর্ধ্বে নীলোজ্জ্বল ব্যোম প্রশান্তির মহাছত্র সম,
বলিরেখাঙ্কিত ভালে জীবনের জলদর্ক-টিকা,
এমনি বাঁচিয়া রবো প্রাণবন্ত নির্ভীক নির্মম।
ছিন্নজীবী স্নিগ্ধপ্রাণ বহিবারে নাহি অভিলাষ,—
আমারে করিবে তৃপ্ত কোথা হেন নগেন্দ্র-নন্দিনী ?
আমার মহান্ চিত্ত আবরিছে ধরার আবাস,
আমার নির্ভীক প্রাণ স্বর্গের সীমান্ত আনে জিনি।
তথাপি বাঁচিয়া রবো, সঙ্গীহীন, দৃপ্ত, একরথ ;
জীবন ভুঞ্জিতে হবে মুক্তপক্ষ জলধির সাথে।
পর্বতের শিলাজানু ভেদ করি বিরচিয়া পথ
একাকী পশিতে হবে প্রাণদন্তী জ্যোতিষ্ক সভাতে।
বলদৃপ্ত পদাঘাতে শিহরিবে আকাশমণ্ডল,
মন্থন ভুলিয়া যাবে সুধালোভী দেবদস্যুদল।

গৌরবে বাঁচিয়া রবো লক্ষবাহু বনস্পতি-সম,
উদ্বেল পত্রের ছন্দে উষ্ণ বায়ু লভিবে স্পন্দন,
জটায় উন্মুক্ত গঙ্গা, করনিম্নে জীবন-আশ্রম,—
এমনি বাঁচিয়া রবো আবরিয়া গগন-প্রাঙ্গণ।
কপালে এনেছি লিখে জীবনের মহা-অহঙ্কার,
প্রকৃতি প্রণয় যাচি পদতলে লুটায় বিলাপি',
কাঁচ-সম তুচ্ছ করি বিলাসের স্বর্ণ ভৃঙ্গার,
মাটির মদিরা-ভাণ্ড ওষ্ঠ-স্পর্শে ওঠে কাঁপি কাঁপি।
লক্ষ লক্ষ হাসি-কান্না পদতলে পিপীলিকা-প্রায়
ক্ষণধ্বংসী তুচ্ছতায় বয়ে চলে চির-অনুক্ষণ,
আমার চরণনিম্নে জন্মমৃত্যু নিত্য মূরছায়,
তবু জাগে ঊর্ধ্বশির সমুন্নত আমার জীবন।

পলে পলে প্রাণ জাগে, দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যু মৃত্যু লভে,
বক্ষপট ভরি ওঠে অনন্তের প্রীতির গৌরবে।

নারী— তুচ্ছ নারী লয়ে যাবে দিন ? কটাক্ষের কণা,
কভু বিন্দু হাস্যমধু, তারি তরে উঞ্ছবৃত্তি করি
জীবন যাপিতে হবে ? মহেশেরে করিবে উন্মনা
তুচ্ছ উর্বশীর দেহ ? এ-জীবন সুদীর্ঘ শর্বরী,
রমণী হরিতে পারে দণ্ড দুই, আর সারারাত
নক্ষত্র-সখার সনে, রাত্রি সনে, পৃথিবীর সাথে
মোর যত দ্বন্দ্ব-প্রেম, যত ঘাত, যত প্রতিঘাত,
যত আত্মনিবেদন সব আমি চাহি যে মিশাতে !
মোর কণ্ঠে যেই ভাষা, মোর বক্ষে যেই প্রেম আঁকা
সেই ভাষা কে বুঝিবে ? সেই প্রেম কে বহিতে পারে ?
বাসুকি কাঁপিয়া ওঠে থরথর, শিহরায় রাকা,
রজত-সিকতা 'পরে বৃষ্টি মুক্ত ঝরে ভারে-ভারে।
মর্তে পদতল মোর, অমৃত আমার করতলে,
আমার বক্ষের নৃত্যে ঊর্মি জাগে সাগরের জলে।

আমি একা জাগি রবো ঊর্ধ্বলোকে, আরো ঊর্ধ্বলোকে
নয়নের রশ্মি যেথা প্রণিপাতে পড়িবে মূরছি।
অনন্ত বিস্ময় হবো আমি মর্ত-মানবের চোখে,
নিদ্রিতা কন্যার চোখে হৈম স্বপ্ন আমি দিব রচি।
নিঃসীম সমুদ্র পারে সঙ্গীহীন বসিয়া সন্ধ্যায়
মানব ভাবিবে মনে, সমুদ্রের মতো যার প্রাণ
অর্ক সম আঁখি যার নাহি জানি সে আজ কোথায় !
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে শুনি যেন তারি মহাগান।
একাকী গবাক্ষে বসি সুচরিতা ভাবিবে উদাসী,
প্রেম নহে, পূজা, সে কি পহুঁছিবে তাহাদের দেশে ?
আমার উদার জ্যোতি ধেয়াইবে পথিক প্রবাসী,
মোর হাস্য বিচ্ছুরিবে হিমাদ্রির শুভ্র জটাকেশে।

আমি হেথা চিরদিন সঙ্গীহীন দৃপ্ত জ্যোতিষ্মান
এমনি বাঁচিয়া রবো বক্ষে বহি অফুরন্ত প্রাণ।

রুদ্রলীলা

নৃত্যমত্ত বাসুকির কম্প্র ফণা-'পরে
ক্ষুদ্র মণিকার প্রায় বিষদগ্ধা ধরণী শিহরে।
ফণার নর্তন-ভঙ্গে উঠিয়াছে তরঙ্গ-পর্বত
দীর্ণ করি' জীর্ণ তরী চূর্ণ করি' ভগ্ন জলরথ;
অরুণের শেষরশ্মি— উন্মাদ সাগর নিল তারে
বাসুকির বিষতপ্ত পাতালের নিদ্রিত কিনারে।
নাগের নিঃশ্বাসে হায়, সবে-পাতা খেলা যায় চুকি'-
উচ্ছ্বসিয়া উল্লসিয়া নৃত্য করে উন্মত্ত বাসুকি।

বাসুকির ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষদীপ্তা নীলা,
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা— সে-ই তার লীলা।
কালকূট বহ্নিতেজে মহাকাশ দগ্ধ হয়ে যায়
মুক্তি-মরীচিকা-তীর্থ বালুতপ্ত মরুভূমি-প্রায়।
মানবের বক্ষ দোলে সর্পের গরল-বহ্নি তেজে,
দোলে পৃথ্বী বাসুকির ফণাশীর্ষে ক্ষুদ্র মণি সে যে॥

ছায়া

কাল রাতে একলা আঁধার পথে শহরতলীতে
দেখলুম অদ্ভুত মেয়ে এক।
সেখানে অশথ ঝোপ নিঃঝুম ছবির মতন,
এতটুকু হাওয়া নেই, জোছনাও ফোটে নি তখন,

দেখলুম আকাশের ময়লা আলোতে
আবছা ছায়ার মতো মেয়ে এক।

যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
উড়ছে হাল্কা চুল, উড়ছে হাওয়ার মতো, আবছা।
যদিও জোছনা নেই তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
পাপড়ির মতো তার চোখের পলক নত, আবছা।
নিঃঝুম জটবাঁধা অশথের ঝোপের ছায়ায়
ওড়নার মতো তার মুখখানি অর্ধেক ঢাকা,
দেখেছি অলক তার, দেখেছি পলক তার, আর
দেখেছি শরীর তার বাঁকা।

কালকে আবছা রাতে দেখেছি যে অদ্ভুত শহরতলীতে,
বিছানায় শুয়ে তাই ঘুম নাই চোখে এতটুক ;
যদিও ছিলো না হাওয়া, যদিও ওঠে নি চাঁদ কাল,
যদিও দেখি নি তার মুখ ॥

মালতী

চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি ; মালতীর দ্বারতটে আজ
ফুটিয়াছে পুঞ্জে-পুঞ্জে জবা আর মদালসা হেনা !
নয়নে কাজল তার, বুকে তার বাসরের সাজ ;
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
হৃদয়ের পাম্থশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা,
কালি যে কয়েছে রাত্রে, 'প্রিয়ে লতা, অপরূপ তুমি',
আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় আসিবে সে, হৃদয়ের দেনা
নিঃশেষে শুধিয়া যাবে আলিঙ্গিয়া, রক্তাধর চুমি' ;—
কালি রাত্রে কানে-কানে কয়ে গেছে আসিবে সে ;
জানে তাহা মুগ্ধা মর্ত্যভূমি !

আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় মালতী দুলালো হীরা-দুল,
সিন্দুর-বিন্দুর 'পরে সাজাইল সোনালিয়া টিপ,
অলক দুলায়ে দিল, খোঁপায় গুঁজিল লাল ফুল,
সোনার প্রদীপ-ভাণ্ডে গন্ধতেলে জ্বালিল প্রদীপ।
চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ— বিকশিত নীপ—
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে,
দর্পণে হেরিল ছায়া বারম্বার, দেহ-মোহ-দ্বীপ
বিমুগ্ধা ধরণী-বক্ষে বিরচিল অসীম কৌতুকে,
অপরূপ মালতী সে— অধরে অমৃত তার, চুম্বন-কামনা তার বুকে।

চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শিল সে আপন অধর,
এইখানে চুমিবে সে— মালতী কাঁপিল সুখ-লাজে।
মালতী স্পর্শিল বক্ষে, স্থাপি সেথা আপনার কর,
হাসিয়া রাঙিল আর কহিল, 'এখনো এলো না যে!'
অগুরু-গুগ্‌গুল-গন্ধে বিথারিয়া দিল গৃহমাঝে
সুরভির স্রোতস্বিনী ; আর বার দর্পণে নেহারি'
ভাবিল সে, 'হেন রূপ এখনো সে নেহারিল না যে,
কালি যে কয়েছে, তুমি অপরূপ!' কুন্তল বিস্তারি'
সৌরভ-মন্থর বায়ে, মালতী ভাবিল মনে ; মালতী সে রূপক্লিষ্টা নারী।

প্রহর কাটিয়া গেছে। গেছে, তবু এখনো আকাশে
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তেমনি উজ্জ্বল মদালস,
এখন না জানি কোন্ অর্ধস্ফুট কোরক বিকাশে,
সৌরভ-আশ্লেষে যার দেহ হল মদির অবশ।
আজিকে রজনীব্যাপী গোধূলি-লগ্নের মধুরস
আকাশে ক্ষরিবে ; আজি মধুরাত্রি না হইতে শেষ
অধরে লভিতে হবে তপ্ত তার অধর-পরশ ;
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন কাঁপে, বুকে দোলে অনন্ত আশ্লেষ।

মালতীর গৃহাঙ্গনে পুঞ্জে-পুঞ্জে ফুটেছে চম্পক,
অনিন্দ্যা রজনীগন্ধা আর সন্ধ্যামালতীর ফুল,
ফুটিয়াছে রক্তাশোক লতার চরণ-অলক্তক ;
জ্যোৎস্না-বর্ণা মালতীর দেহ আজ সৌরভে আকুল,
বিস্রস্ত বায়ুর স্রোতে লক্ষ পরী এলায়েছে চুল,
স্ফুরিতেছে বাম আঁখি তাহাদের ডানার বাতাসে,
আননে লাগিছে এসে পরীদের শিথিল দুকূল,
ঝরিছে শিশির-বিন্দু তাহাদের অতিলঘু শ্বাসে।
মালতীর গৃহোদ্যানে সুপারির দীর্ঘ ছায়া ধীরে খর্বতর হয়ে আসে।

হেন চৈত্র-চন্দ্রিকায় আলোকের আবরণ-তলে
কুরূপা কোথায় কাঁদে কে জানে তা, কে করে সন্ধান ?
হেন মধুময় রাত্রে কত দুঃখ নামিল ভূতলে
কে তাহা গুণিবে আজ, কে শুনিবে পাতা-ঝরা গান ?
রূপসী মালতী আজ সব রূপ করেছে আহ্বান
আপনার দেহ-গেহে ; আজি রাত্রি শেষ নাহি হ'তে
বিশ্বের সে শ্রেষ্ঠ রূপে বিনিঃশেষে করিবে সে দান
রূপহীন পুরুষের রূপমুগ্ধ যৌবনের স্রোতে :
মায়া-লতা মালতী সে, তনুতে অমৃত যার, মৃত্যু যার নয়ন-আলোতে।

রূপক্লান্তা মালতী এ-রূপভার বহিবে কেমনে ?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্ছিতা মোহাবেশে
সপ্তঋষি স্পন্দহীন দীপ্তির নিগূঢ় আবরণে,
অনন্ত আঁধার দোলে মালতীর মধুলিহ-কেশে।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে নিঃশ্বাসের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
আজিকে ভরিতে হবে এই তনু চুম্বনে-আশ্লেষে,
রূপসী মালতী তাই সাজিয়াছে আজি চৈত্র-রাতে !
এমন সৌন্দর্য-ভার কেমনে বহিবে একা মালতী এমন পূর্ণিমাতে !

মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না,
রাত্রি-মধুচক্র হ'তে বিন্দু-বিন্দু ঝরিছে প্রহর ;
হৃদয়ের পাহুশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা—
সেই জন হেরিল না মালতীর মধুর অধর।
সে যদি না আসে আজ, মালতীর সৌন্দর্য-লহর
কে হেরিবে ? কে কহিবে, 'অপরূপ তুমি, প্রিয়ে লতা' ?
সে-জন না আসে যদি, তবে আজ কার বক্ষ-'পর
স্তন-নতা মালতী সে প্রেম-ভরে হবে অবনতা ?
সে যদি না আসে আজ, হেন রাত্রে কানে-কানে কে কহিবে প্রিয় মধু-কথা ?

সে যদি না আসে আর আজিকার হেমাঙ্গী নিশিতে,
ষোড়শ-বসন্ত-ঘেরা পুর্ণিমায় পুণিত যৌবন
তথাপি বৃথায় যেতে নাহি দিবে কভু অলখিতে,
রূপমূল্যে লবে পূজা, মালতী করেছে আজ পণ।
চম্পক-সুরভি-দিগ্ধ স্নিগ্ধ রাত্রি করেছে উন্মন,
মালতীর দ্বার-তটে পুঞ্জে-পুঞ্জে বিকশিত হেনা,
আজিকে লভিতে হবে বিমুগ্ধের মধু-আলিঙ্গন,
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
চুম্বনে-আশ্লেষে আজ নিঃশেষে শুধিতে হবে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

পলে-পলে কেটে গেল অতিদীর্ঘ অর্ধেক রজনী,
চৈত্র-পুর্ণিমার চাঁদ এখনো উজ্জ্বল নেশাতুর,
আবেগে হয়েছে গাঢ় মালতীর নয়নের মণি,
সৌরভ-আশ্লেষে তার মুগ্ধ দেহ মদির বিধুর।
আজিকে রজনী-ব্যাপী কামনার সুরভি কর্পূর
আকাশে ঝরিবে ; আজ আসিবে না তাহারা কি কেহ
কামনা করেছে যারা রূপসীর চুম্বন মধুর—
কামনা করেছে যারা রমণীর রমণীয় দেহ ?
এমন পুণিমা রাত্রে রূপসী-প্রেয়সী-হীন যাহাদের শূন্যকক্ষ গেহ ?

আজিকে এমন রাত্রে হেন নর নাহি কি জগতে,
জীবনে যে লভে নাই রূপসীর সঙ্গসুখ-সুধা ?
আর যার কামক্ষুব্ধ অভিশপ্ত যৌবনের স্রোতে
তৃণ-সম ভেসে গেছে রূপময়ী মধুরা বসুধা !
পঞ্জরের প্রান্তে যার উদ্বেলিছে আলিঙ্গন-ক্ষুধা—
তারা কেহ হেরিবে না মালতীর ইন্দুনিভানন ?
কেহ ভুঞ্জিবে না তনু-লতা তার— মধুরা মধুদা,
ষোড়শ-বসন্ত-রাত্রি যে-তনুরে করেছে উন্মন ?
বৃথা কি কাঁপিবে বক্ষে চুম্বন-বেপথু-মধু— স্তনযুগে উষ্ণ আলিঙ্গন ?

সৌন্দর্য-কামনা যার, তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহ-গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান,
ষোড়শ-বসন্তে আর নামিবে না পূর্ণিমার জ্যোতি,
আজি রাত্রে তনু-সুরা নিঃশেষে করিতে হবে পান।
রূপসী মালতী আজ তনুলতা করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে ;— আজি রাত্রে তথাপি তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান,
অমৃত তুলিতে হবে দেহ মথি' মত্ত রাত্রি যাপি'।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন দোলে, আলিঙ্গন বক্ষে ওঠে কাঁপি।

উড্ডীন ঋতুর লঘু স্বর্ণ-পর্ণ ভাসিছে হাওয়ায়,
মালতীর উষ্ণশ্বাসে হৈমাকাশে জাগিছে হরষ ;
মালতী ভুঞ্জিবে সুখে পুষ্পশয্যা পুষ্পিত নিশায়,
নিবিড় আশ্লেষে তনু করিবে সে শিথিল, অবশ।
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাত্রে ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ-রস
অনুচ্ছিষ্ট নাহি রবে, মালতী করেছে আজ পণ :
আজি রাত্রি না নিবিতে মালতীর অধর-পরশ
লভিবে সে— কাম যার রূপসীর অধীর যৌবন।
মালতীর ছায়া-চোখে বাসরের স্বপ্ন জাগে, বুকে কাঁপে ছায়া-আলিঙ্গন

মদির হেনার গন্ধে ক্লান্ত রাত্রি ধীরে ঢলে পড়ে ;
তথাপি পূর্ণিমা-চাঁদ রাত্রিশেষে তেমনি উজ্জ্বল।
প্রদীপ নিবিয়া গেছে,— যায় যাক্, নিশীথ-বাসরে
চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রে পুষ্প-শেজে প্রদীপে কী ফল ?
কুন্তল-কুসুম হতে ঝরে গেছে দু'টি রক্ত-দল,
বিমুগ্ধ পুরুষ আসি' তুলে লবে, হায় মুগ্ধ প্রিয় !
চোখে যদি নিদ্রা আসে, মোছে যদি চোখের কাজল,
স্বপ্নে যদি ম্লান হয় এণাক্ষীর কটাক্ষ-অমিয়
এমন মধুর রাত্রে, রূপমুগ্ধ হে কুমার, অপরূপ নারীরে ক্ষমিয়ো।

মালতীর মায়াগৃহে চূত-শাখে ফুটেছে মঞ্জরী,
দ্রাক্ষার স্তবক-সম ফলিয়াছে স্বর্ণাভ খর্জুর
উদ্যানে ক্ষরিছে মধু পুষ্প হ'তে বিন্দু-বিন্দু করি',
তনুমধ্যা মালতীর দেহ আজ সৌরভে বিধুর।
মালতীর জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত্রি হয়েছে আতুর
একটি চুম্বন-তরে, একটি গভীর আলিঙ্গন,
নিটোল যৌবন তার রূপ-মদ্যে আজি ভরপুর ;
আকাশে ও জ্যোৎস্না নয়, মালতীর সোনার স্বপন।
মালতী শুনেছে বাণী, আসিবে আজিকে রাত্রে তার জীবনের শুভক্ষণ।

এখনো আকাশে আছে মধুরাত্রি ; মালতীর চোখে
শঙ্কিত চুমার মতো শ্লথ নিদ্রা নেমে আসে ধীরে,
এলায়ে পড়িতে চায় উষ্ণ তনু মদির আলোকে,
বাসরের হৈম স্বপ্ন বাসা বাঁধে নয়নের নীড়ে।
নিদ্রার আশ্লেষে বাহু শ্লথ হয়, তনুলতা ঘিরে',
নেশায় নিঃশ্বসি' ওঠে পুঞ্জে-পুঞ্জে মদালসা হেনা,
ষোড়শ-বসন্ত-দিগ্ধ স্নিগ্ধ তার যৌবনের তীরে
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
আজিকার মধুরাত্রে বিনিঃশেষে শুধিবে সে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

গভীর আশ্লেষ-সম মালতীর সর্ব-অঙ্গ ভরি'
গাঢ় নিদ্রা নেমে আসে, তনুলতা শিথিল, মদির,
অর্ধ-নিমীলিত চোখে ম্লান হয় মধুরা শর্বরী,
আসন্ন মিলন-আশে বক্ষ তবু আকুল অধীর।
রূপসী মালতীলতা আপনার তনু-ব্রততীর
শিথিল অস্পষ্ট ছায়া আরবার হেরিল দর্পণে,
কহিল সে, 'না নিবিতে আজিকার মধু-রজনীর
হেমালোক— আসিবে সে, বক্ষ যার কাঁপে আলিঙ্গনে',
মালতী কহিল ধীরে : 'আজি রাত্রে আসিবে সে, আমি যবে রহিব স্বপনে।'

লেগেছে লতার চোখে স্বপনের শিরীষ-পরাগ,
সজল নয়নে তাই পুষ্প-পুঞ্জ ছায়া হয়ে দোলে,
বাতাসে ভাসিয়া আসে পথিকের দূর-অনুরাগ,
মুকুরের প্রতিবিম্ব মিশে যায় চোখের কাজলে।
অর্ধ-হেমালোকে আর অর্ধ-স্বচ্ছ স্বপনের কোলে
মিশে যায় বুভুক্ষিত তনু-সনে হেমাঙ্গী রজনী,
বক্ষে আলিঙ্গন যার, কামনা যাহার মর্ম-তলে
মালতীর দেহ-তরে উষ্ণ হিয়া সে দেবে নিছনি।
আজি রাত্রি না নিবিতে মালতী লভিবে বক্ষে বিমুগ্ধের মত্ত বক্ষধ্বনি।

লতার মদির চক্ষে নিদ্রা-ছায়া গাঢ় হয়ে আসে,
শয্যার মালিকা যেন সর্প-সম মোহ বিচ্ছুরিছে,
আসিবে যে তারি তরে কামনার অলস-বিলাসে
দেহ হ'ল নিদ্রাতুর, বায়ু-সনে স্বপন ক্ষরিছে।
এখনো পূর্ণিমা-চাঁদ মরক্ষরা, সে-আলোর নিচে
রূপসী মালতী-তরে না জানি কে আসে পথ বাহি',
না জানি সে-মোহদীপ্ত নয়নের গাঢ়তার পিছে
অশান্ত কামনা কত উদ্বেলিছে মালতীরে চাহি' !
সার্থক করিবে লতা অপরূপ রূপ তার সেই কামনায় অবগাহি'।

মালতীর ছায়া-চোখে ধীরে-ধীরে নিবে আসে আলো,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তথাপি মদির মদালস,
মালতীর আঁখি হ'তে পুঞ্জ-পুঞ্জ কুসুম মিলালো,
মৃত্যুর মোহন স্পর্শে তনু তার শিথিল অবশ।
জ্যোৎস্না-সিক্ত হৈমাকাশে নিবে আসে চৈত্র-মধুরস,
তথাপি এ আজিকার মধুরাত্রি না হইতে শেষ,
অধরে লভিতে হবে বিমুগ্ধের অধর-পরশ,
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ,
অপরূপ মালতী সে— অধরে চুম্বন যার, বক্ষে যার অনন্ত আশ্লেষ।

রজনী সে মালতীর রূপ-ভার বহিবে কেমনে?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্ছিতা মোহাবেশে,
অস্তগামী হৈম চাঁদ স্পন্দহীন দিগন্ত-গগনে,
অনন্ত আঁধার কাঁপে মালতীর মধুলিহ-কেশে।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে এ-বিশ্বের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
মালতীর তনু পূর্ণ মরণের মদির আশ্লেষে,
বাসরের সাজ তার তনু ঘেরি' আজি চৈত্র-রাতে।
রূপসী মালতী কভু ব্যর্থ রাত্রি যাপিবে না এমন মধুর পূর্ণিমাতে॥

পাশাবতী

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরন কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,

হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও—

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান ॥

পাতালকন্যা

কুমার শুনেছে রূপকথা ;
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

সাপের দেয়াল ছাদ, মণিকোঠা সাপের মণির,
লাল কালো ঝিক্‌মিক্ সাপদের শীতল বিছানা,
চুনির মণির মতো লাল চোখ কাল-নাগিনীর,
বাতাস বিষাক্ত সেথা, মানুষের সেথা যেতে মানা।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের 'পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলি,

সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে দুলি' ;
দশলাখ লাল-কালো ডোরাকাটা সাপদের মাঝে,
সোনার কন্যার শুধু মুখখানি বাহিরে বিরাজে।
কুমারের উদাসীন মন
সে-দেশে গিয়েছে উড়ে, তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

গভীর সমুদ্র-তলে প্রবাল-দ্বীপের সীমা ছাড়ি',
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নিচে সাপের দালান,
সাত-ডিঙা মধুকর যে-দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্র-তলে মরকত-মানিকের খান,
তারো দূরে, তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়,
ঝিল্‌মিল্‌ ফণার ছায়ায়।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ভুলাবে কোন জন ?

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন রাজকুমারীর ?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তার)
পৃথিবীতে কার আছে ? কার আছে এমন শরীর ?
এমন প্রবাল ঠোঁট আছে কোন সম্রাট-কন্যার ?
আর কোন কন্যা আছে যার খোঁজ কেহ নাহি জানে,
কুমার একেলা যাবে— পণ তার— যাহার সন্ধানে ;
তারি কাছে গেছে উড়ে কুমারের উদাসীন মন ;
তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

পরী

পরীতে বিশ্বাস কর ? দেখেছ কি মানুষ যখন
আঁধারে একাকী চলে পিছনে সে নাহি চায় ফিরে ?
পদশব্দ শোনে কার পিছে পিছে ছায়ার মতন ?
জানো কে পিছনে চলে মানুষের সে ঘোর তিমিরে ?
পরীতে বিশ্বাস কর ? পরী, যারা শীতল শিশিরে
সাঁঝ হ'লে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে,
আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে,
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে
একা একা ঘুরে থাকো, তবে তুমি দেখিয়াছ তারে,
তাদের গলার স্বর তবে তুমি শুনিয়াছ কানে।
যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো— 'কে আছ এখানে ?'
'কে আছ এখানে' বলে তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড় মাঠ বন।

এ-ধরা গভীর বন, নিশাচরী এখানে বিহরে,
অন্ধকারে পদধ্বনি নৃত্যমত্ত সহস্র পরীর,
এ-বনে পরীর মায়া মানুষের প্রাণ লয় হ'রে,
অমার হাওয়ার মতো তাহাদের ছায়ার শরীর,
বাতাসে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদেরি শ্লথ কবরীর
বিচ্যুত শেফালি ফুল উষালোকে ত্রস্ত পলায়নে—
চোখের মণির মতো তারা আছে আমার নয়নে।

মদের নেশার মতো তাহাদের বাসিয়াছি ভালো,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর,
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো

জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে-মরণ মধুর
অস্পষ্ট ওদের রূপে প্রাণ মোর তবু ভরপুর ;
হে নির্জন-সহচরী, আমি যাবো তোমাদের সাথে
স্বপ্নের অরণ্যপথে, সঙ্গীতের তারা-ভরা রাতে !

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে
পদশব্দ শোনো পিছে, যদি কভু ছায়ার মতন
ছায়াকল্প ছাখো এক পালক-কোমল অন্ধকারে,
জেনো তবে সেইখানে আছে মোর রাত্রির স্বপন।
বারবার ছুটে যাই ছিঁড়ে দিতে তন্দ্রা-আবরণ,
বারবার ঘুরি সেথা, যদি দেখা পাই কোনো ক্ষণে,
চোখের আড়ালে, তবু ওরা আছে মোর সারা মনে

রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর— তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোনখানে ?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন ॥

মাছেরা

কেঁপে কেঁপে ওঠে জল, কে তারে কাঁপায় ?
উপরে বাতাস, আর নিচে তার রূপালি মাছেরা।
রূপালি মাছেরা খেলে, কাঁপে জল সে-ডানার ঘায়,
ছোট বড় ঝক্‌ঝকে শত শত রূপালি মাছেরা।

চক্‌চকে আঁশে ঢাকা মাছগুলি ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাথা তুলে একবার দেখে নেয় সুনীল আকাশ,
তার পর ডুব দিয়ে চলে যায় প্রবালের দেশে—
ঝিনুকের শাদা কোলে সেই রাজ্যে মুক্তারা ঘুমায়।

ছোট মাছ বড় মাছ পাশাপাশি ছুটে চলে যায়,
নীলাভ ঢেউয়ের 'পরে, পাতালের নিথর শীতলে,
তাদের ডানার নিচে সপ্তসমুদ্রের নীল জল,
তাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া ॥

পুলিশ

নিঝুম নিশুতি রাতে যখন ঘুমায়ে থাকে কবি,
নবোঢ়া ঘুমায় যবে, নব-প্রেম-মুগ্ধা ঘুম যায়,
নক্ষত্র-খচিত-কেশা শর্বরীরে কে দেখে তখন ?
নিদ্রার গুণ্ঠন তুলি' ধরা পানে কে তখন চায় ?
তখন সে শিহরিত ছায়ার আড়ালে
চকোর ফুকারে যদি, দোয়েলায় দেয় যদি শিস্,
কান পেতে শুনে ভাবে দূরে কোথা হুইস্‌ল্ বাজে—
একমাত্র জাগরুক রাস্তার পাহারা পুলিশ।

দেখে না সে আকাশের জ্যোৎস্নার জরির ওড়্‌না
শ্লথ হয়ে খসে গেছে নতজানু নতকরপুটে,
দেখে না সে ফুলগুলি সহসা মেলিতে চায় ডানা
দিবসের নিদ্রা হতে তারার চুম্বনে জেগে উঠে।
জানে না সে ঘাসগুলি শিশিরে হয়েছে মখমল,
বাতাসে ঝরিছে পাতা, তার সে রাখে না কোনো খোঁজ,
তবুও নিশীথ রাতে নিদ্রিত ধরার প্রতিনিধি
পুলিশ একাকী জাগে রোজ।

শরতের শিশিরের কণাগুলি ঝল্‌মল করে
চুনির মণির মতো চাঁদের আলোর নিচে নিচে,
পুলিশ তাকায়ে ভাবে নিশ্চয় রক্তই হবে,
খুন ভেবে শশব্যস্ত হয়ে ওঠে মিছে ?
রাত্রির বিজন বনে পরীদল খেলা করে রোজ,
গাছের পাতারা ডেকে কথা কয়, পাখি দেয় শিস্,
তার মাঝে সারারাত চোরের ভাবনা ভেবে জাগে
রাস্তার পাহারা পুলিশ !

সনেট

একবার মনে হয়, দূরে বহুদূরে, শাল তাল
তমাল হিস্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান-দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে;
মোদের জানালা-পথে বয়ে যাক পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে,
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'॥

হিব্রুর ছায়ানুসরণে

১

তোমার মুখের চুমা পাই যেন, হে মোর সুন্দর!
মধুর তোমার প্রেম, সুরার চেয়েও মোহমন্ত্র।
হে মোর আত্মার সখা! কেমনে তোমার পরিচয়
ওদের বোঝাবো আমি? তুমি ভাষাতীত মনোহর!
তুমি যেন রাজরথে বিশাল উদ্দাম খরতর
অশ্বদল; তুমি যেন শান্ত সিন্ধু মুক্তার আলয়;

তোমার বাহুতে আমি পরাইব সোনার বলয়,
দোলাব মুক্তার মালা, আমি তব বুকের উপর !

চন্দনের মাল্য তুমি, আমার বুকের মাঝখানে
আমারে জড়ায়ে থাকো সারারাত নিবিড় গভীর !
হে সুন্দর, সুশীতল ! ঘাসে যেথা পড়েছে শিশির
তরল মুক্তার মতো, আমাদের শয়ন সেখানে ;
বটের নিবিড় ছায়া সেখানে গভীর শান্তি আনে,
মাধবীর ঘন ছায়ে সেথা হয় নিঃশ্বাস মদির !

২

বনের গোলাপ আমি, পদ্ম আমি শীতল দিঘির ;
সবার প্রেমের মাঝে মোর প্রেম বনের কমল ।
প্রিয় মোর বনস্পতি, শ্যামচ্ছায়া সুস্নিগ্ধ শীতল,
আপেল গাছের মতো ফলভারে আনত-নিবিড় ।
তাহার ছায়ায় আমি লভিয়াছি প্রশান্তি গভীর,
আমি জানিয়াছি কত মধুর-আস্বাদ তার ফল ;
'শারণে'র যত মেয়ে তার মাঝে আমি শতদল,
আমার প্রিয়ের মতো কেহ নয় মহানগরীর ।

মোরে সে রেখেছে বেঁধে ডান হাতে বক্ষের সম্পুটে,
আমার মাথার নিচে বাম বাহু রেখেছে সে তার ;
ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে ! শপথ আমার,
আমার প্রিয়ের ঘুম, দেখো যেন নাহি যায় টুটে ;
শান্ত জলে তারকার ছায়া সম উঠিয়াছে ফুটে
যে-স্বপ্ন আমার চোখে, ভাঙিয়ো না সে-স্বপ্ন সোনার ॥

একটি কবিতার টুকরো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না ;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি।
পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।

আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মতো
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত ;
সে-আকাশ তোমার অম্বর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর ॥

বাড়ব

কামনার সিন্ধুশৈল রুক্ষ কৃষ্ণ ভীষণ উষর—
বায়ুহীন শীর্ষে তার সঙ্গীহীন দাঁড়াইনু আসি ;
যতদূর দৃষ্টি চলে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলের রাশি
শ্যাম দেহ-দ্বীপ ঘেরি রচিয়াছে উত্তাল সাগর।
সৌরভের মহারোলে দেহ মোর কাঁপে থরথর ;
বাতাসে আমার মুখে কেশসিন্ধুকণা আসে ভাসি' ;
অনন্ত নাগের মতো লক্ষ মুখে নিতে চায় গ্রাসি'
আমারে সে কেশ-সিন্ধু— লুব্ধ, কৃষ্ণ, মহাভয়ঙ্কর।

অকস্মাৎ সিন্ধুবক্ষে জেগে ওঠে প্রলয়-কম্পন,
মুহূর্তে টুটিয়া পড়ে পদনিম্নে কঠিন-পর্বত
ভঙ্গুর স্ফটিকসম বিচূর্ণিত লক্ষ কণিকায়,—
সহসা আমার দেহ দগ্ধ করি' লেলিহ প্রভায়
আমারে গ্রাসিয়া লয় ভীষণ বাড়ব বহ্নিবৎ
কেশসিন্ধু গর্ভ হতে অগ্নিপ্রভ আরক্ত আনন ॥

আরেক রাত্রিতে

সবচেয়ে বড় গোলাপ যেখানে ফোটে
ওড়ে যেথা প্রজাপতি,
তমাল-শ্যামল ছায়া-সুশীতল যেথা
কুসুমিত বসুমতী,
পাতার আড়ালে পাখি করে কলরব,
হাওয়া ছুঁয়ে যায় চুল,
যেথা হ'তে কেউ কুড়ায়ে যায় না লয়ে
ছড়ানো শুষ্ক ফুল,
ম্লান জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় যেথা
চাঁপা ফুল হয় পরী,
বাতাস যেখানে স্তবগুঞ্জন গায়
শোনে যেথা শর্বরী,
ঋতু বসন্তে চঞ্চল কুসুমেরা
ডাকে যেথা ইশারাতে
তুমি আর আমি যাব সে মধুর দেশে
দোঁহে মিলি এক সাথে।

কিন্তু যেখানে গভীর অন্ধকারে
ভয়াবহ নির্জনে

ক্লান্ত জীবন নীরবে খেলিছে পাশা
কঠোর মৃত্যু সনে,
শুষ্ক বনানী রিক্তপত্র যেথা
জীর্ণ দেবতাবাস,
যেথা অচকিতে কপালে আসিয়া লাগে
মৃত্যুর হিম শ্বাস,
তারকা যেখানে চুপে চুপে কথা কয়
ভীতা কল্পনা সনে,
দৈত্যের মতো ভাবনার দল যেথা
খেলে প্রমত্ত মনে,
বিদ্যুৎসম ভয়াবহ মহাকাল
যেথা দিয়ে যায় দেখা,
সে-ভীষণ দেশে যখন ভ্রমিতে হবে
সেথা আমি যাব একা ॥

মিস্—

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো! ও কেবল ভূষণ তোমার
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি,
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে

ত্যাগো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে ;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হতে বহুতরদেরে
ঊর্ণায় টানিতে চাও, সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ ॥

ন খলু ন খলু বাণঃ

সংহৃত করো, সংহৃত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ, সংহরো তব শর।
তীক্ষ্ণ শায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহৃত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে ঋতু আছে।

গর্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা,
মুহূর্ত ভোলো বন্ধন-কৌশল,
চোখে থাক্ মোহ, হে মোহ-দুর্বিনীতা,
বহুছলময়ি, আঁখি হোক ছল ছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্মের দর্পণে
শায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর বুকে নিত্য অনশ্বর,

দর্পণ 'পরে বহু ছায়া সঞ্চরে—
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ 'পর।
বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে বাঁধিতে পারে?
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে?
দৃষ্টি-মোহন নভোচারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত ভ্রমণ শেষে?

দূরবর্তিনি, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে,
পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেক মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করো,
শূন্য গগনে বাণ হানি' কিবা ফল!

আত্মীয়

একে তো আত্মীয়, তাতে টাকা আছে কয়েক হাজার,
একে তো মাকুন্দ মুখ, তার পরে পড়িয়াছে টাক!
যেদিন তোমারে দেখি বন্ধ হয় সেদিন বাজার;
জীবনে বৈরাগ্য আসে তোমা পাশে যদি পড়ে ডাক।
অমুক পোদ্দার তার টাকা আছে লাখ দশ বিশ—
তার সাথে দহরম-মহরম কেন দেখা যায়?
সে যদি পেন্সিল দেয়— অমনি 'বাঃ! কি সুন্দর! ইস্!'
সে যদি হঠাৎ হাঁচে— 'অমুকদা এতোও হাসায়!'
এমনি অপূর্ব চীজ তুমি হলে আমার আত্মীয়
বিয়েতে দিতেই হবে একখানি নেমন্তন্ন চিঠি।

সন্ধ্যার বাজার তাতে বেঁচে যাবে তোমার যদিও,
যদিও তা খেয়ে তুমি প্রচারিবে আমারি ক্রটিটি।

পুরুষস্য ভাগ্যম্

পুরুষের ভাগ্যলিপি জানিতে পারে না দেবতায় ;—
তুমি সাহিত্যিক হবে স্রষ্টিকর্তা তা যদি জানিত,
তাহলে বস্তুত কিছু বস্তু দিত তোমার মাথায়,
তাহলে তোমাতে আর হরিজনে তফাৎ থাকিত।
আশ্চর্য ! হলে না মুদি, হ'তে তুমি যাহার সর্দার,
(বাল্যকাল হ'তে তুমি ভালো করে করিতে যদি তা)
প্রাচীন লেখকদের আধুনিক হে হুঁকোবর্দার,
তুমিও বিখ্যাত হলে সেই দুঃখে লিখি না কবিতা ॥

পদ্য

বদ্যিনাথও পদ্য লেখে,
আপন চোখে আসচি দেখে।
চোদ্দখানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তাঁরি
সামনে থাকে, তার উপরে
দু'জন ডি-লিট্ মাইনে ক'রে
কাছেই আছে : কখন কী যে
আটকে যাবে, বদ্যি নিজে
তাই কি জানে ? এই তো সেদিন
বদ্যি বলে, "মিল খুঁজে দিন
'নিস্‌নি' সনে" ; অমনি তারা

কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার ক'রে দেয় 'দুষ্কি', তবে
বস্তি মেলায় সগৌরবে ॥

বোধন

কালো এক বিহঙ্গ ডানায় বয়ে আনে অমঙ্গল,
শাদা আকাশের রৌদ্র মুহূর্তেকে হয় অন্ধকার।
নিঃশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায়, পুষ্ট দেহ অসাড় অচল,
এখন প্রলয় যদি আসে পরিত্রাণ নাই আর।
আতঙ্কে সুরঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর স্থবির।
হে তান্ত্রিক, শুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হ'তে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণ শস্যকণা
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণলঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা ॥

ভঙ্গুর প্রবাল

দম্ভের গলিত ব্রণ যত পচা, স্ফীতকায় যত,
স্পর্শে তার তত বিষ, পূতিগন্ধে তত মহামারী,
অন্যায়ের বিস্ফোটক দেশে দেশে জাগে সারি সারি,

ভয়ঙ্কর বীভৎস সে, কিন্তু সুগভীর তার ক্ষত।
উন্মত্ত কুঠার পিছে ধ্বংস আসে চাবুকের মতো,
সময়ের চোরাবালি তত টানে স্পর্ধা যত ভারি,
সূর্যেরে যে ছুঁতে যায় পুড়ে মরা ভাগ্যলিপি তারি—
পাপ মহাপরাক্রম, কিন্তু তবু আয়ু তার কত?

হিংসার শোণিতে সে কি মুছে নেবে সব শ্যামলতা?
মানুষের ধমনীতে কলঙ্ক কি রবে চিরকাল?
যদিও আজের মতো শুক্লা সন্ধ্যা নিষ্ফলা অযথা,
তবু জানি মৃত্যুহীন চাঁদের অতনু ইন্দ্রজাল।
স্পর্ধারে অবজ্ঞা ক'রে কানে কানে হৃদয়ের কথা
উজ্জ্বল অশ্রুর নীচে জীবনের ভঙ্গুর প্রবাল॥

পতঙ্গ

পতঙ্গের মরণের ডাক এলো
বৈশ্বানর, লেলিহান শিখা তোলো।

আকাশের জ্যোতির্লোকে ভ্রান্তি-বহ্নি—
যৌবনের ক্ষমাহীন মৃত্যুলোক,
ত্রিকালের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প
আমাদের আয়ু নিয়ে তৃপ্ত হোক।

হিংসাতপ্ত পৃথিবীতে মুহূর্তেক
তবু যদি পক্ষ মেলে পতঙ্গের,
পেয়ে থাকি দিগন্তের স্পর্শ-স্বাদ
জীবনের সে-সঞ্চয় অনন্তের।

যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির লগ্ন এই,
চরিতার্থ এ-যৌবন বলি তার,
আকাঙ্ক্ষার প্রণয়ের মহত্বের
তিলোত্তম, বলি আজ কবিতার।

তবু এই যজ্ঞফল সত্য হোক্
তৃপ্ত হোক রক্তলোভী স্বর্গলোক,
পতঙ্গের মরণের ডাক এলো,—
বৈশ্বানর মৃত্যু এই ধন্য হোক॥

বে-আব্রু

সেলাম করি সরকার!
মনের আব্রু ঘুচলো, এবার
চোখের আব্রু দরকার।

কতই কিছু স্বপ্ন ছিল
মনের মধ্যে বন্দী,
নতুন জীবন নতুন জগৎ
গড়ার অভিসন্ধি—
হুজুর, তুমি চোখ ফোটালে,
হাজার যুগের পুণ্য!
সকল জমা আজকে খারিজ
মনের খাতা শূন্য।

সেলাম করি সরকার!
মনের আব্রু ঘুচলো, এবার
দেহের আব্রু দরকার।

ফিরিয়ে দিলে মহাপ্রভু

প্রাচ্য দেশের শিক্ষা,
স্বর্গে যাবার পথের মোড়ে
শ্রেষ্ঠ সহায় ভিক্ষা।
ছাড়তে তবু মিথ্যে মায়া
মিথ্যে পাপীর কান্না,
সভ্যতা কয়, পাওয়ার আগেই
চাই চ্যাচানো 'আর না'।

সেলাম করি সরকার!
চোখের আব্রু ঘুচলো, এবার
মনের আব্রু দরকার।

ছোট্ট চোখে অমূল্য এই
একটুখানি দৃষ্টি,
এই দু'চোখে আর ধরে না
তোমার মহাসৃষ্টি!
সভ্যতার এ কীর্তি তুলুক
শূন্যে জয়ধ্বজা,
আমার দেখা ফুরোক, এবার
তোমরা দেখো মজা।

সেলাম করি সরকার!
দেহের আব্রু ঘোচালে, আজ
চোখের আব্রু দরকার॥

শান্তি

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি—
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

কোন্ প্রভাতের পাখির গানে কবে,
হারিয়ে যাবে আজকে দিনের আর্ত হাহাকার—
শরৎ আবার মেলবে ডানা ফুল-মেঘে ধব্‌ধবে,
আমার হৃদয় ফিরবে না তো আর !

আকাশ-ছেঁড়া সোনার তারার অক্ষয় বৈভবে
মনের আসন সাজিয়েছিলাম কবে।
তোমার ক্ষণিক-আবির্ভাবে ধন্য সে বেদীতে
রক্ত-লোলুপ যুগের দেবী এলেন প্রাপ্য নিতে।
তোমার পায়ে দেবার মতো যৎসামান্য পুঁজি
সকল তাকেই খাজনা দিয়ে নতুন ভিটে খুঁজি।

শস্ত্রপাণির বজ্রঘোষে স্বপ্ন নাহি বাঁচে,
নগদ লাভের হট্টরোলে স্মৃতির কী দাম আছে ?
তোমায় যদি বসাই এনে মনের সিংহাসনে
সর্বজনের মুক্তি হবে হয় না তা তো মনে ;
কালের যন্ত্র তাই বা কোথায় হলাম সত্যিকার ?
চিন্তা-মুরুব্বিরা করেন যথার্থ ধিক্কার।
তবুও যে মনের পর্দা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়,
চূর্ণ কেশের স্পর্শ আসে দক্ষিণা হাওয়ায়—
যুগান্তরের সন্ধিতে তার কোনোই মূল্য নাস্তি,
অবুঝ মনে এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি॥

জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই—
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়ত নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেক তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে কচিৎ-ই মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোকমুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে।
তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি'
দিয়ো একবার দর্শন— বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রুর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব স্মরি'।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদূর্যের মালার প্রতি
করিব না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষাবশে
ভাগ্যে তোমার করিব না রোষ, দণ্ডপতি !
বহুপ্রতীক্ষমাণা-বাঞ্ছিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই ॥

নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।
মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার ?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন ভায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়েমানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারিনেকো সামলে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নামলে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখতে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি করে সেখানে পারবে থাকতে

শখ-টখ যত সবই জেনো ছেলেমান্‌ষি
কুড়ির পরে কি ও-সব রাখতে আছে ?
জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পান্‌সি,
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কী ভাবে বাঁচে।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই ; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রূপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন—
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং— এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জানতে চাইনে, জানলে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না, কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে

ভোর হল মহেঞ্জোদারোতে

আরেকটি রাত্রি চলে গেল।
ভোর হল মহেঞ্জোদারোতে।

খনিত মাটির স্তর ; শতাব্দীর শব-ব্যবচ্ছেদে
পিরীভূত কঙ্কালের মেলে যদি চিহ্ন কোনো কিছু,
তাহারি নিগূঢ় প্রত্নতত্ত্বোচিত সূত্র অন্বেষণে
সারারাত্রি নিদ্রাহীন পণ্ডিতেরা মাথা করি নিচু।
ক্যাম্পে ক্যাম্পে জাগে।
এর পর ভীষণ-দর্শন
মোটা মোটা কেতাবের উজ্জ্বল কভার অন্তরালে
পুরোনো কবর থেকে মহেঞ্জোদারোর নির্বাসন

নতুন কবরে। অবশেষে ডিগ্রি-অর্থী মনোতলে
চরম ও চিরন্তন নিষ্ঠুর সমাধি।

পক্ষপাতহীন কাল!
আরেক হীরকময় শর্বরীর পরে
ভোর হবে।
আবার ধূসর— কিংবা বর্ণহীন লাইব্রেরির ঘরে
পাণ্ডুর, পণ্ডিতপ্রিয় পুরাতন পুঁথির উপর
অস্পষ্ট অক্ষর।
পুনরায় বিদ্বন্মন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা
মৃতকল্প আত্মা আর ঘুমন্ত মনের 'পরে
বুদ্ধি-শল্য-ব্যবচ্ছেদে আবিষ্কারি নব তথ্যকণা
উচ্চ ডিগ্রি লাভ!
হাস্যকর! ও-বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি,
ব্যবচ্ছিন্ন এই আত্মা, এমন-কি কীটভুক্ত আবর্জনা,
সবই যেন চেনা মনে হয় বহু শতাব্দী পরেও,
মনে হয়, কোন্ প্রেসে ছাপা তাও জানি।

প্রথম গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মের উত্তাপ আসে শীতের আবদ্ধ দরোজায়;
মৃদু তার করাঘাত, যেন রজনীর শেষ ক্ষণে
কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ লঘু ক্ষীণ ভীত আবাহনে
ডেকে যায়, ডেকে যায়, তারপর হঠাৎ হারায়!
এই তো জাগার ক্ষণ, এরপর তপ্ত আলিসায়
কাকের কর্কশ-কণ্ঠ, এরপর অবসন্ন মনে
অগ্নির অঙ্গুলি স্পর্শ, মধ্যাহ্নের কঠোর শাসনে
সহস্রের সমুদ্রের মাঝে যাবে হৃদয় হারায়ে।

যৌবনের ভালোবাসা কতোদিন মৃত্যুহীন যেন—
অবসন্ন, এলায়িত, খেলাক্লান্ত শিশুর মতন।
গ্রীষ্মের প্রথম তাপ! এনেছ কি উদ্বেল সফেন
বিশল্যকরণী সুরা, স্বাদে যার জাগে অচেতন?
পার্বতীর তপোতাপে গলেনি কি মহেশের ধ্যানও?
হৃদয়! ঘুমন্ত আর কতদিন? আর কতক্ষণ?

পলাতক

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ জ্বালিয়ে
গেল পালিয়ে।

গেল চাঁদ, গেল কোথা, কদ্দুর?
পেরিয়ে সমুদ্দুর,
পেরিয়ে আকাশভরা তারা—
পার হয়ে গেল চাঁদ চোখের পাহারা।
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পাড়িয়ে
গেল চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

কপালে চুমোর টিপে লিখন এঁকে
গেল চাঁদ কোথা জানে কে?
গেল কি সে পশ্চিমে তুষার দেশে?
গেল সে ভেসে?
সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে—
চাঁদা মামা টিপ লাগালে?
গেল চাঁদ, গেল পালিয়ে
আঁধার-কপালে টিপ দীপ জ্বালিয়ে।
গেল কি সে আমাদের আকাশ হ'তে

কালো এক ঝড়ের স্রোতে ?
রাত আরো কতই বাকি ?
মনের খুকুর ঘুম ভাঙবে না কি ?
কালো রাত কাটবে না কি ?

চাঁদের কপালে কেন টিপ জ্বালিয়ে,
চাঁদ চুপে গেল পালিয়ে ?
ক্লান্ত অবশ চোখ জাগে পাহারা
তন্দ্রাহারা,
ছন্দহারা
চোখের তারা।

আঁধার কপালে কেন টিপ জ্বালিয়ে
দুষ্টু চতুর চাঁদ গেল পালিয়ে ?

মাঝারি

পদ্য লেখাটা নয় নেহাৎ সোজা,
সোজা নয় মিল আর ছন্দ খোঁজা।
দুনিয়ার যত সুর, যত ছন্দ,
সবি চাই শোনবার মতো মন তো।
অরণ্যে, মাঠে আর পথে-বিপথে
সুরের পরীরা ঘোরে হাওয়ার রথে,
ভাগ্যে যাদের সাথে হয় পরিচয়
তাদেরি কেবল লোকে খাঁটি কবি কয়।
আর যারা আধো-জানা পায় ইশারা
মাঝারি কবির দলে গণ্য তারা।

একদিন মনে বড় ছিল গর্ব
পৃথিবীর সুর আমি গানে ধরবো।
মনে হয়েছিল বুঝি জেনেছি কত
বুঝি সবি বুঝে গেছি জলের মতো।
আজকে যখন এলো পরখের দিন,
দেখি সবি না-জানার আভাসে বিলীন।
জানিনি যে, যত রূপ যত প্রেম তার
সব সুর ছেপে ওঠে এত হাহাকার।
যে-গান শিখেছি গাওয়া, আজকে দেখি,
আধো তার দেবতার, আধেক মেকি।
তাই আজ চুপি চুপি স্বীকার করি,
মাঝারির বড় দলে আমিও পড়ি।

গোপনীয়

দু-হাতে যতটা ধরে, অতিরিক্ত বেশি কিছু নয়,
কিছুটা আহার্য বস্তু, কিংবা বড় জোর কিছু টাকা,
কিংবা ঢাল-তরোয়াল, বোমা আর স্যালুটে না-হয়
দু-হাত আবদ্ধ থাক্, তবু বুঝি কারে বলে থাকা।
কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে শূন্য হাত বটুয়াটি ফাঁকা,
মস্তিষ্কও তথৈবচ ; একমাত্র আছে বরাভয়
দানযোগ্য,— হেতু তার, শূন্য হাতে থাকে সেটা আঁকা
নিঃস্বতার গৌরবের সর্বজনমান্য পরিচয়।

অধুনা সম্বল তুমি, উগ্রচণ্ডী হে কেরানি-প্রিয়া,
প্রেমভাষণের, এসো, অপব্যয় কিছু হোক আজ,
বাড়ন্ত ভাঁড়ারে থাক বসানো বিশাল নিমন্ত্রণ ;
তোমাকে বক্তব্য কথা যোগ্য নয় অধুনা মুদ্রণ,

সম্প্রতি বোমার বেশই কবিতার একমাত্র সাজ,
বোমা-কণ্প্র মহাব্যোমে কেন মিথ্যা বেসুরো পাপিয়া ?

কোন্ পথে

শালের বনের ফাঁকে শাদা সরু পথ কোথা গেছে ?
কোন্ পথে উড়ে চলে বুনো হাঁস ?— সকল পথের
হয়েছে কিনারা, একদিন অরণ্যের নিচে নিচে
আমিও এসেছি দেখে চক্রবালে অবসান এর।

ও-পথে ওদের পিছে হৃদয়েরে দেখেছি পাঠায়ে
পৃথিবীর দশ দিকে— ক্ষেতে, মাঠে, সমুদ্রে, পাহাড়ে,
সব পথ, ধাঁধা যেন, ঘুরে ফিরে যায় শেষ হয়ে
চেনা এক গম্বুজের পাশে, চেনা সড়কের ধারে।

বুনো হাঁস সেই পথে উড়ে যায় ধোঁয়ার নেশায়
রোস্ট্ কি কাবাব হয়ে বিহঙ্গ জন্মেরে ধন্য করে ;
সেই পথে দেহাতের মেয়েদল চলে কারখানায়
পায়েচলা পথ ছেড়ে লোহা বাঁধা সন্ত্রাস্ত শহরে।
বনের আলের পথে, চাষার মেয়ের পিছে পিছে
আমার হৃদয় গিয়ে থামে শেষে চৌরঙ্গির পিচে ॥

সৈনিক, মৈনাক হও

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

সৈনিক, টিউনিক কোথা ? যুদ্ধোদ্যত কোথা বেয়োনেট ?
অধুনা শরণাপন্ন অন্তঃপুরে অঞ্চলের নিচে ?

রাইফেল কি ফেল বন্ধু ? কোথা যায় উগ্র সে কিরিচে ?
বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ ? আমাদেরো মাথা হেঁট।
মৈনাক যে ছিলো স্তব্ধ, জরদ্গব, পাথরে নিরেট,
তারে যে হেনেছ কশা তীক্ষ্ণবাক্যে, সে কি সব মিছে ?
স্পষ্ট সত্য বলি শোনো, শৃঙ্খলায় গুরুতর ব্রিচ্-এ
অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ সংগ্রামের নহে এটিকেট্ !

যখন আছিল শুধু দীর্ঘদিন, নিস্পন্দ প্রহর,
অরণ্য যখন ছিল স্বপ্নে মগ্ন, অন্ধ অচেতন—
মৈনাকেরে সেইদিন চেয়েছিলে বানাতে সৈনিক।
আজ পরিহাসলোভী পঞ্চশর প্রতিশোধ নিক্ ;
অরণ্য জাগ্রত আজ, শোনো তার মদির গুঞ্জন,
সৈনিক, মৈনাকবৎ এইবার বন্ধ করো ঘর।

নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্ করেছ কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে

লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

সাঁওতালি মেয়েরা

সাঁওতালি মেয়েরা বনের পথে
নেচে নেচে চলে যেন হরিণ-ছানা,
সাঁওতালি মেয়েরা কোন্ জগতে
ভেসে চলে যেতে চায় নেই ঠিকানা।
চুলে তারা গোঁজে ফুল, হাসে খিল্‌খিল্,
শুকনো পাতার পথে চলে খুশিতে,
মহুয়া বনের সাথে কী ওদের মিল!
বনের পরীরা যেন ওদের মিতে।

সাঁওতালি মেয়েরা বনের হাওয়ায়
উড়ে উড়ে চলে যেন বনের পাখি,
রোদ্দুরে, কখনো বা শালের ছায়ায়,
কখনো বলাকা যেন, কভু একাকী।
কখনো আমার মনে করে তারা ভিড়,
আবার কখনো আসে পা টিপে একা,
সাঁওতালি মেয়েরা কী যে অস্থির!
মনের খাতায় তাই যায় না লেখা॥

বর্ষা-ভাবনা

যদি সকাল হতেই নামে মেঘের ছায়া
    তার চোখের 'পরে
তবে বিদ্যুৎ-ভীত আমি মনের জানালা
    দিই বন্ধ করে।
আমি সেদিন নিজের মনে মনে
শুধু ছবি আঁকি নিরালা গোপনে,
আঁকি তাহারি চোখের ছবি
    যার চোখে কাল রাতে ছিল না বাদল,
যদি সকাল হতেই কালো মেঘের ছায়ায়
হয় আঁখি ছলছল।

আমি দেখেছি একদা ওই চোখের কালোয়
গাঢ় শরৎ নীলিমা,
আর হীরার আভার মতো স্বয়ম্ভূ আলো
যার নাই পরিসীমা।
আমি সে-নয়ন দেখেছি যে প্রাতে,
কত জ্যোৎস্নায় অমাবস্যাতে,

কভু   রুপালি নদীর মতো,
কখনো বা ছায়াপথে সীমাহীন আলো
তাই, যেদিন নয়নে নামে বাদলের ক্রন্দন
লাগে না তা ভালো।

যদি   সকাল হতেই শুরু দুঃখের বর্ষণ
প্রিয়ার চোখে
তবে   সংক্রমণের ভয়ে পলায়ন করি মোর
মানসলোকে।
শুধু   বর্ষণ-গোঙানিতে তিক্ত এ-মন,
আর   বাদলের কাঁদুনির মহা-আয়োজন,
আমি   তার চেয়ে চোখ বুজে হৃদয়-গুহায়
শত   জোনাকি জ্বালি,
যদি   সকাল হতেই তার নয়নে হেরি
কালো   বাদল খালি।

বিস্ময়

আয়না ঘুরায়ে যত মুখ দেখি তত জাগে বিস্ময়
হাজারো লোকের মিছিল সাজায়ে চলি।
বাম হতে দেখি হতাশা দু চোখে দক্ষিণে সংশয়,
বলিষ্ঠ আশা সম্মুখে ওঠে জ্বলি।
কখনো প্রেমের আবেশে মুগ্ধ ভুলে যাই পৃথিবীকে,
কখনো কাঁকরে বিছাই শয্যা নিজে,
লঘু আবেশের নেশা দুই চোখে কভু হয়ে আসে ফিকে,
নিজেরে জানি না সত্যিই আমি কী যে।

কত পাহাড়ের চূড়া গুঁড়ো হল গর্বিত পদভরে
তাসের ঘরের খেলায় কখনো মাতি,
চোখের তারায় কখনো বা ভাসে প্রেম, কভু ভয় করে
সমুদ্র দেখে নারীর চোখের সাথী।
কখনো বা ওঠে হৃদয়-সমিধে বিষাক্ত ঘৃণা জ্বলি,
কভু সে আগুনে আত্মারে করি দান,
হাজারো লোকের মিছিল সাজায়ে একা একা পথ চলি
পথের সঙ্গী গর্ব ও অপমান।

ইতিহাস

গহীন নিশ্ছিদ্র অরণ্যেরো পরপারে আছে পথ,
আছে পর্ণকুটীরের চুম্বন-সম্বল ভালোবাসা,
দুর্বল মুহূর্ত শেষে তাই মনে বলিষ্ঠ দুরাশা,
কামচারী দুর্নিবার তাই আজও কল্পনার রথ।
একদা যে স্বেচ্ছাঋণে বদ্ধ হয়ে করেছি শপথ
লিখে যাবো হৃদয়ের ইতিহাস— তৃপ্তি ও পিপাসা,
আশা জাগে হয়তো বা সে দুর্লভ দুষ্প্রকাশ ভাষা
কোনোদিন লেখনীতে ধরা দেবে প্রেমাস্পদাবৎ।

হৃদয়ের ইতিবৃত্ত! বোধাতীত, পরিবর্তমান!
যার হাতে হাত দিয়ে লঙ্ঘেছি দুর্গম, দীর্ঘ আয়ু
আমার সত্তার মাঝে সে তো আজ ওতপ্রোত মাখা,
সহস্রের আত্মা আজ আমারে যে শোনায় আহ্বান,
প্রাণ তাই বলোড্ডীন, সদ্যোজাত যেন সে জটায়ু,
চলেছি সম্মুখে শুধু এইমাত্র ইতিবৃত্তে রাখা॥

যক্ষ

যক্ষের গুহায় অন্ধকারে শ্বাপদের চোখ জ্বলে,
দূর হতে মনে হয় মাণিক্যের লোভনীয় জ্যোতি।
আমরা পতঙ্গসম তারি লোভে চলি দলে দলে
লুব্ধ চোখে ছদ্মবেশী হিংস্রতারে জানাতে প্রণতি।
তারপরে তীক্ষ্ণ দন্তে ছিন্নভিন্ন ফিরি শ্লথগতি
নিষ্ফল মৃত্যুর দিকে, বাঁচি যারা যক্ষের কবলে;
আমাদেরি রক্তে ক্রূর লুব্ধতার শক্তি বেড়ে চলে,
পরবর্তী বলি চায় আমাদেরি নির্দোষ সন্ততি।

অস্পষ্ট আভাস শুধু আসে এক ভবিষ্য বলীর,
লোভস্ফীত শ্বাপদের বিষদন্ত যার মুষ্ট্যাঘাতে
চূর্ণ চূর্ণ হবে সর্ব মানবের কল্যাণের তরে।
দিগন্তের কৃষ্ণতা কি তারি রথচক্রের ধূলির?
মুক্তির পূর্বাশা সে কি প্রভাতের আরক্ত আভাতে
ভাস্বর হবে না আমাদের ক্লিষ্ট জীবনেরো পরে?

কাঠ

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ—
স্তম্ভিত অরণ্য স্তব্ধ!

অশ্বত্থ শাল্মলী ন্যগ্রোধ মহীয়ান্
লুণ্ঠিত গর্বিত-শির,
স্বর্গস্পর্শী প্রায় শক্তির অভিমান
হৃত আজ বনস্পতির।
শতাব্দী-চেষ্টায় কৃষ্ণপক্ষ 'পর

দ্বিতীয় পৃথ্বী গড়ি' মর্ত্যে
মানব-অবজ্ঞাত বিচিত্র সুন্দর
শ্বাপদ যে পালে পরিবর্তে,
বন-শরশয্যায় সেই বন-ভীষ্মের
অপূর্ব এ আত্মদান,
স্বার্থপরের হীন সংগ্রামে বিশ্বের
মহত্ত্ব লুণ্ঠিত-মান।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ—
বিস্মিত অরণ্য স্তব্ধ!

অন্যায় যুদ্ধের অন্তিম হত্যা কি
মহত্তের গর্বিত আত্মার
মুক্তির রাজ্য কি বিন্দু রবে না বাকি
হিংসার পথে জয়যাত্রার?
আম্র-তমাল-ছায়া প্রসুপ্ত বনচর
ব্যাঘ্র-বরাহ গজরাজ,
পশুপতি সিংহ ও ভল্লুক অজগর
পরাস্ত হিংসায় আজ।
লাঞ্ছিত স্বাধীনতা, ভগ্ন শূন্য নীড়,
সৌন্দর্যের অবসান,
স্রষ্টা আত্মদাতা মহীরুহ দধীচির
লৌহ-দানব হয়ে মান।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ—
শঙ্কিত অরণ্য স্তব্ধ॥

আশা

একদিন মনে হয়েছিল বুঝি নীলে ও শ্যামলে
আমার সত্তারে গ্রাসি' মনের ঘটাবে পরাজয়,
বুঝি পথপ্রান্তে শুয়ে ক্লান্ত আত্মা স্বপ্নের আশ্রয়
বেছে নেবে চিরতরে চন্দ্রমার জাদুর কৌশলে।
প্রেমের মর্যাদা বুঝি দুর্বল মনের অন্তস্তলে
সুদূর পূজায় মাত্র কোনোদিন হবে অপচয়,
মনে হয়েছিল বুঝি মহাকাল-অধীন হৃদয়,
আত্মা বুঝি বয়সের দুর্জ্ঞতারে অনুকারি' চলে!

সবি ভুল! আজো আমি সুস্থ-আত্মা বলিষ্ঠ চরণ,
এখনো নামেনি মাথা মেরুদণ্ড বেঁকেনি এখনো
মনের মঞ্জুষা আজো দস্যু হ'তে রেখেছি বাঁচায়ে,
শিখেছি পথের বার্তা রৌদ্রে ঝড়ে কভু আম্রছায়ে,
সূর্য যেন কাছে আজ, চিনি যেন শর্বরীর মনও,
সম্মুখে উত্তুঙ্গ আশা, জানি হবে সম্পূর্ণ পূরণ॥

বিশ্রাম

সহস্র সহস্র জন্ম চলে গেল। শতাব্দীর পর
এলো মহা-মন্বন্তর, সে তো আজ হল কত কাল!
কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, পলাশীর রক্তের অক্ষর
জলের লেখার মতো মুছে গেল। স্মৃতির জঞ্জাল
দূর হোক্ চিত্ত হ'তে, অতীতের মিথ্যা ইন্দ্রজাল
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে এসো, এইখানে বাঁধি পুনঃ ঘর।
এ-মুহূর্তে ভুলে যাও তুমি আর আমি জাতিস্মর—
চেয়ে ছাখো, সূর্য আনে নবজন্মে নতুন সকাল।

ঊনবিংশ অক্ষৌহিণী শবদেহ অতিক্রম করি'
রক্তাক্ত চরণ, এসো, মেলে দিই হিমসিক্ত ঘাসে,
লক্ষ বর্ষ পরে যেন, এসো করি কুসুম চয়ন।
আবার নয়নে ঊষা, জ্যোতিকেশা কন্যা বিভাবরী,
পরিস্নাত হয়ে এসো, অনন্ত পথের এক পাশে
অফুরন্ত জীবনের একখণ্ড করি আহরণ॥

প্রণতি

রক্তচক্ষু দানবেরো সাথে কিছু আছে পরিচয়,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার বিভীষিকা করেছি খণ্ডন।
জানা আছে কিছু কিছু লোভেরও ঘৃণিত নিমন্ত্রণ,
সে-আহ্বানও কতবার ফিরে গেল মানি পরাজয়।
জীবনের পথে চলে জেনেছি দুর্লঙ্ঘ্য কিছু নয়,
পাপের ভীরুতা ঢাকে শক্তির ভানের আবরণ,
আত্মার সংঘাতে তার দেখেছি শঙ্কিত পলায়ন,
লোভে কি শঙ্কায় তাই উচ্চ শির নত আজও নয়।

শুধু যবে পাপবিদ্ধ পৃথিবীতে মহত্ত্বের জ্যোতি
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানবের তমিস্র আকাশে,
নিঃসম্বল জীবনের সর্বস্ব দানের কী প্রয়াসে
ফুটায়ে আত্মার পদ্ম চলে পান্থ অনিরুদ্ধগতি,
তখন গর্বিত শির নত করি জানাতে প্রণতি—
সামান্য জয়ের দম্ভ ধূলিসম মিলায় বাতাসে।

না-না-না

দস্যি ছেলের দস্যিপনা, আব্দারেদের কান্না—
আর না!
চুপটি করে একটু যদি ভাবছি লিখি কাব্য,
হল্লোড়ে আর চিৎকারে কী সাধ্যি লেখায় নাব্‌বো!
মগজ যেন ভীমরুলি চাক, চক্ষে দেখি শর্ষে,
গুণ্ডাগুলোর শয়তানিতে মুণ্ডু ঘোরে জোরসে।
শান্ত মনের দিঘির জলে ঢিল ছুঁড়ে দেয় হরদম,
মনের খাতার লেখার পাতায় ছিটোয় কালো কর্দম।

বিজ্ঞেবোঝাই ডিগ্রিবীরের নামের লেজুড় গয়না—
সয় না!
বাক্যবীরের তীক্ষ্ণভীষণ মর্মভেদী তর্কে
প্রাণ কেঁপে যায়, বুদ্ধি ঘোলায়, কাব্য পালায় ভড়্‌কে।
লম্বা কথায় জট বাঁধে, আর চওড়া কথায় সিন্ধু,
খুশির আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকে, রয় না আলোর বিন্দু।
গ্রন্থকীটে ডিম পেড়ে যায় লক্ষ পুনরুক্তির,
মনের ফোটা ফুলবাগানে লাঙল চালায় যুক্তির।

বুক্‌নি-চটুল চাকরি-সুধীর হাজার টাকা মাইনে—
চাই নে!
দশটা-পাঁচের বন্ধ ডোবায় চোখ-রাঙানির পঙ্কে
বছর বছর শ্যাওলা বাড়ে লক্ষকোটির অঙ্কে,
পানায় ঢাকে জোচ্ছনা-রোদ, মন খাবি খায় বন্দী,
পয়সা গুনে কাটলে সময় ছন্দে কখন মন দি?
মনের পাখির হাল্কা ডানা চালবাজি আর দম্ভে
যতোই ভারি হয় ক্রমশ ততোই ওড়া কমবে।

নবজাতক

কালস্রোতে ভেসে গেল জীবনের পুঞ্জিত জঞ্জাল—
স্নেহার্দ্র স্মৃতির তটে লগ্ন ছিল যত মিথ্যা প্রীতি,
সখ্যতার ভাণ আর তারুণ্যের মোহান্ধ স্বীকৃতি
প্রাণের বন্যায় ধুয়ে সবই মুছে নিল মহাকাল।
জীবনের দ্রুতগতি রুদ্ধ ক'রে ছিল যে শৈবাল
যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, জানি এ-ই জীবনের রীতি,
সঞ্চয়ে যা গুরুভার, ত্যাগে নিত্য লঘু ক'রে স্থিতি,—
প্রাণের আবেগ তাই বাধামুক্ত, শক্তিতে উত্তাল।

অপূর্ব গতির হর্ষ, জন্ম হতে ফিরি জন্মান্তরে
গ্রহ হতে অন্য গ্রহে মেলে দিয়ে দৃষ্টির প্রসার,
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে জাগে অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ।
পথে পথে অভিজ্ঞান রেখে চলি ত্যাগের স্বাক্ষরে,
বর্জনের উপার্জনে পূর্ণ করি পাথেয় যাত্রার,
বারংবার মৃত্যুরূপে আসে জীবনের আশীর্বাদ॥

যাত্রা

আশার কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরের দূর যাত্রী আমি,
দুস্তর প্রস্তর-পথে দুঃসাহসে চলেছি সম্মুখে।
সুলভ ফেনিল মদ্যে এখানে জমে না নেশা বুকে,
খ্যাতির মুদ্রার জানি এ যাত্রায় নেই কোনো দাম-ই,
এ পথে বিদ্রূপরূপে তুষারের স্রোত আসে নামি'
নিবাতে আত্মার তাপ,— নন্দীভৃঙ্গী হাসে সকৌতুকে,
এ যাত্রায় নিদ্রা নেই, তৃপ্তি নেই তুচ্ছতার সুখে,
চতুর বাণিজ্য নেই বঞ্চনায়— মহত্ত্বে বেনামি।

অভিযাত্রী সঙ্গী চাই! চিত্ত কার প্রশস্ত নির্ভীক?
অষ্টপণ মূল্যে কেনা মাল্য কারে করে না দুর্বল?
কে আছো সন্ধানী জিষ্ণু?— এসো সাথে, ধরো এসে হাত।
উত্তুঙ্গ সৃষ্টির লক্ষ্য আমাদের ঊর্ধ্বে টেনে নিক,
দুর্বলের লভ্য নয় দেবতাত্মা কীর্তি-হিমাচল,
পিচ্ছিল অন্তর যার এ-যাত্রায় তারি অপঘাত॥

পুনরাগমনী

বিচ্যুত স্বপ্নের ফুল, স্রোতে যত গিয়েছিল ভেসে,
আবর্তে হারায়ে পথ আবার এ-ঘাটে লাগে এসে—
কিমাশ্চর্যমতঃপর! তারুণ্যের দুর্দম্য কামনা
ছিল যত ইতস্তত, আজ দেখি ফসলের সোনা
বিক্ষিপ্ত সে বীজ হতে আপনারে করেছে বিস্তার,
উচ্ছৃঙ্খল মন করে জীবনের বশ্যতা স্বীকার
সানন্দে স্বেচ্ছায়। একদিন মনে হয়েছিল বুঝি
নোঙর ছিঁড়েছে নৌকা, অপব্যয়ী যৌবনের পুঁজি
বন্দরের অন্ধকারে পশ্চাতে হয়েছে অপচয়,
হারানো সম্পদ ফিরে কখনো পাবার বুঝি নয়।
আজ দেখি প্রৌঢ়ত্বের গৃহপ্রবেশের শুভক্ষণে,
আবার এসেছে ফিরে যে ঐশ্বর্য ছিলো বিস্মরণে,
অবচেতনায়। তাই অসংকোচে অতিথির ঠাঁই
মনের প্রশস্ত কক্ষে অনায়াসে তৃপ্তিতে জোগাই।

যদিও নতুনরূপে তবু জানি ছদ্মবেশ ফেলে
বিস্মৃত মাধুর্য নিয়ে যৌবনই আবার ফিরে এলে॥

বুড়ির ঝুড়ি

মাথায় নিয়ে বাক্সে কথায় ঝুড়ি
রাস্তা চলে আদ্যিকালের বুড়ি।

সত্যি-যুগের মিথ্যে-যুগের হাল্কা ভারি মিষ্টি,
লম্বা ছোট গল্প যত সব আছে তার লিষ্টি।
মনের পথে রাত-বিরেতে সময়-অসময়ে
কাজের ফাঁকে ঘুমের ঘোরে গল্প বেড়ায় বয়ে।
রাশভারি কি হাল্কা মেজাজ, চটুল কিম্বা বাজে,
সবাই শোনে বুড়ির আওয়াজ হঠাৎ মাঝে মাঝে।

সব রকমের গল্পে বুড়ি ভর্তি রাখে ঝুড়ি
যখন তখন গল্প বিলোয় দু'দশ হাজার কুড়ি।
ছোট্ট ছেলের পছন্দসই মিষ্টি-মাখা গল্প,
পণ্ডিতেরও মনের মতো হরেক পুরাকল্প,
একটু বড়োর স্বপ্ন-মাফিক গল্প অসম্ভাব্য,
তরুণ জনের ফরমাশি সে গল্প তো নয় কাব্য,
চিন্তাশীলের গল্প আছে তত্ত্ব কথায় পুরতি,
হাল্কা-কথার খরিদ্দারের গল্পে গাঁথা ফুর্তি,
যার যেমনই পছন্দ আর যার যতটা চাই
আদ্যিকালের বুড়ির কাছে মিলবে হামেশাই।

বিলোয় বুড়ি গল্প-গাথা গঙ্গা থেকে কঙ্গো,
হাজার ছাঁদের গল্প রে তার, লক্ষ তাদের রঙ্গ।
কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাখে মনের ঝাঁপি ভর্তি,
কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয় ঝড়্তি পড়্তি,
কেউ বা করে গল্প-বিলাস, গল্প লেখে অন্যে,
বুড়ির ঝুড়ি ভর্তি তবু ভবিষ্যতের জন্যে॥

গণ্ডি

মানুষের আশা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার হত্যাযজ্ঞ শেষে
রক্ত-কলঙ্কিত হাতে রাজদণ্ডে জন্মে অধিকার,
অশ্বমেধ-নরমেধ রাজপুণ্যে তুল্য অংশীদার,
কঙ্কালের সিংহাসনে রাজত্বের ভিত্তি দেশে দেশে
চেঙ্গিজ-তৈমুর আত্মা চিরন্তন বেতালের বেশে
প্রেতমন্ত্রে বেঁচে হয় বিক্রমের স্কন্ধে গুরুভার ;
গৌরব সমুচ্চ ভত, যত সাজ্যাতিক হাতিয়ার,
লক্ষগুণ শান্তি তার, যেটুকু সান্ত্বনা ভালোবেসে।

সংসার-সম্রাট্‌ তাই রাজস্বের নামে মেলে হাত,
শাসনে পেষণে দায়ে, আত্মার সর্বস্ব চায় কর,
জীবনের উনশত অংশ দিই শতাংশ বাঁচাতে,—
সেই ক্ষুদ্র অবকাশ-বাতায়নে শর্বরীর সাথে
অভিসারে আসে প্রেম পূর্ণ ক'রে ক্ষুদ্র অবসর,
সংসারের দিগ্বিজয়ী রথচক্র থামে অকস্মাৎ ॥

সাপ

উজ্জ্বল, চিক্কণ, ক্ষিপ্র, লীলায়িত বিচিত্র জীবন
বিবরের অন্ধকারে খোঁজে পলায়ন।
বিশ্বের প্রথমজাত, ভবিষ্যের বিষাক্ত সন্তাপ,
পুরাণে অনন্তরূপী সাপ।

অমোঘ মৃত্যুর মতো ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়
কঠিন করাত-দন্ত যন্ত্রের নিষ্ঠুর দিগ্বিজয় ;

রাজধানী হ'তে ক্রমে শহরে পত্তনে
গঞ্জে ও বন্দরে হিংস্র বিতাড়ন মন্ত্র তারা শোনে।
খনিত্রে নিকুঞ্জ ধূলিসাৎ,
দূর্বাশ্যাম প্রান্তরের অন্তঃপুরে কে হানে আঘাত?
শেষজাত মানুষ সন্তান
নিশ্ছিদ্র প্রস্তরে গড়ে সভ্যতার অলীক সোপান।

অরণ্যের মুক্তরাজ্যে শুষ্কপত্র আস্তীর্ণ নির্জনে
বর্ণের আলিম্প করি' পরিবর্তমান ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির শাসন মানি প্রজননে গ্রাসে,
স্বধর্মে যে ছিল প্রাণোল্লাসে—
ক্রমশ বিলুপ্ত তার স্বাধীন নিঃশ্বাস,
নিয়ত আক্রান্ত— তবু আয়ুর প্রয়াস
প্রতিহিংসা খোঁজে বুঝি বিষে—
বিজিতের প্রতিশোধ তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র দংশনে নিমিষে।

যেন রৌদ্র আর ছায়া, বিদ্যুতে ও জলধরে গড়ি'
কৃষ্ণ পীত স্বর্ণবর্ণে পৃথিবীর প্রথম কবরী
হয়েছিল মণ্ডিত কখনো,
তারপর ফুরাল কি বাসুকির শেষ প্রয়োজনও?
ধরিত্রীর মাতৃক্রোড় হতে ক্রমে বঞ্চিত যাত্রার
কুটিল সর্পিল চিহ্ন অন্তরের উত্তরাধিকার
মানুষেরে দানপত্র করি'
ধরণী-ধারণ-ফণা রসাতলে খোঁজে বিভাবরী।
ত্রাসদণ্ডে কনিষ্ঠের চরিত্রের লয়ে সব পাপ
মৃত্যু-পথে অগ্রগণ্য সাপ।

উদ্ধত উদ্যত-ফণা, নির্বিষ সমাজ রক্ষা করি'
বিষদন্ত একাগ্নীতে, গর্বোন্নত, জাতির প্রহরী

আজো কালান্তক বিষধর
স্নেহরজ্জু দিয়া বাঁধে জীবনের ভঙ্গুর নিগড়।
তবু কোথা পরিত্রাণ? আগত মানুষ জন্মেজয়;—
সভ্যতার সর্পযজ্ঞে খ'সে পড়ে নাগের বলয়
পৃথিবীর বাহুমূল হ'তে,
রাজ্যগর্বী বিষকুম্ভ দীপ্তি পায় যজ্ঞের আলোতে।
প্রতিহিংস্র দুর্বলের লুক্কায়িত তীব্র অভিশাপ
মানবের অন্তেবাসী সাপ ॥

খেয়া

মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে প্রাণের পদ্মায়,
দুরন্ত আবেগ আনে উন্মাদনা উত্তাল ঊর্মির,
উচ্ছ্বাসের অন্যতটে সমধর্মা হৃদয়ের ভিড়,
ব্যাকুল আগ্রহে যেন আমারি আত্মার সঙ্গ চায়।
হৃদয়ের গতিবেগ প্রসারে উল্লাসে তীব্রতায়
সহস্র চিত্তের সাথে ব্যবধান রচে সুগভীর,
এ-তটে যে-অনুভূতি হৃদয়ের সঙ্গম-অধীর
দুঃসাহসে করি তারে উত্তরণ দুর্বল ভাষায়।

জীবনের অনুগ্রহে যতটুকু সম্পদ কুড়াই
আত্মায় আত্মায় করি নিবেদন ক্ষুদ্র সে সঞ্চয়,
ভাষার সঙ্কীর্ণ জীর্ণ তরী বেয়ে করি পারাপার।
উদ্বেল উচ্ছ্বাস-বন্যা উত্তরিতে ক্ষুদ্র ডিঙি বাই,
যেটুকু বিলাতে পারি প্রাণে প্রাণে সেটুকু অক্ষয়,
শুধু জানি এ-ডিঙায় ধরে না তো যেটুকু দেবার ॥

দ্রৌপদী

প্রণিপাত আর্যপুত্র। আপনার ক্ষাত্রধর্মে আজ
ধর্মাশ্রয়ী তুমি। আজ তুমি দুর্জয় পাঞ্চাল-রাজ-
দুহিতার যোগ্য ভর্তা। ন্যায্য যেই রাজ-সিংহাসন
তার অধিকার তরে সপ্ত অক্ষৌহিণী দিতে রণ
তোমার পতাকা-তলে সমবেত। তুমি নেতা, রাজা,
আজিকে উদ্বুদ্ধ তুমি অন্যায়েরে দিতে যোগ্য সাজা
অস্ত্রের দুর্জনবোধ্য সহজ ভাষায়।

যুধিষ্ঠির

নহেক সহজ
প্রিয়তমে! দুর্জন বোঝে না কোনো ভাষা।

অর্জুন

হে অগ্রজ,
নিবেদন করি পদে— যে দুর্জন, সে বোঝে কেবলি
শক্তির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এ জগতে যারা বলী
দুর্বলেরে নিত্য করে অপমান নিঃশঙ্ক-নির্দয়
কুতূহলে। কিন্তু যদি যুযুৎসু নির্ভয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়,
শক্তিমদমত্ত পাপী পরিত্রাণ খোঁজে বন্ধুতায়
সন্ধির কৌশলে। আর্য, বারংবার এ জীবনে তার
পেয়েছি নির্মম শিক্ষা। জননীর পূজা-উপচার
সম্পূর্ণ করেছি যবে স্বর্ণ-পুষ্প করিয়া লুণ্ঠন
কুবের ভাণ্ডার হ'তে, শক্তিহীন বিরাট গোধন
যেদিন করেছি রক্ষা দস্যুতার থেকে। মনে পড়ে
দ্যূতসত্যে বদ্ধ করি পাণ্ডবেরে পূর্ণ সভাঘরে
পাঞ্চালীর অপমান, শৃঙ্খলিত সিংহ লয়ে যথা

কাপুরুষ করে উৎপীড়ন। মনে পড়ে মর্মাহতা
দ্রৌপদীর আর্ত হাহাকারে রোষোন্মত্ত ভীম বীর
দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিল যেই ক্ষণে ভীষণ গম্ভীর
প্রতিহিংসা প্রতিজ্ঞার বাণী, সে মুহূর্তে হীনপ্রাণ
দুঃশাসন প্রাণভয়ে পাঞ্চালীরে ক'রে মুক্তিদান
ভীমের প্রতিজ্ঞা হতে খুঁজেছিল নিষ্কৃতির পথ।

দ্রৌপদী

কী লজ্জা! কী অপমান!

যুধিষ্ঠির

ভয়ঙ্কর ভীমের শপথ
দুঃশাসনে পারে না গড়িতে সুশাসনরূপে। ধনঞ্জয়,
আপন শক্তিতে তুমি আপনার রচিয়া আশ্রয়
যদি মনে ভেবে থাকো পাপ শুধু প্রতিরোধনীয়
স্বার্থে আপনার, ভুল শিক্ষা ভুল ধর্ম তবে! প্রিয়,
পাঞ্চালীর লজ্জা অপমান, শুধু নহে পাঞ্চালীর।
যে পারে পাণ্ডব-বধূ নির্যাতিতে দুর্বলের স্ত্রীর
কোথায় ভরসা তার হাতে? যে পারে অপেক্ষাকৃত
শক্তিহীন বিরাটের সম্পত্তি হরিতে, গৃধ্নুতা-বিকৃত
চিত্তে তার প্রজার রক্ষণ চিন্তা কোথা পাবে স্থান?
পাঞ্চালীর বিরাটের কুন্তী-জননীর অপমান
পাণ্ডবের অপমান নহে, সে-যে এ বিশ্বের দুর্দশার
শোচনীয় প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। কৌরবেরে বারংবার
যে-শিক্ষা দিয়েছ পার্থ, শক্তির সে প্রাঞ্জল ভাষা কি
বুঝেছে কৌরব?

অর্জুন

কিন্তু, অন্য আর কোন পন্থা বাকি
আছে এ জগতে, যার অস্ত্রহীন নিষ্ক্রিয় প্রতাপে

অবিচার শান্ত হবে ? বিকট, সন্ন্যাসী মহাপাপে
ফুটিবে পুণ্যের পদ্ম ?

যুধিষ্ঠির

আছে বটে। পার্থ, নীলাকাশে
যে করে তোমর ক্ষেপ, মূর্খ সে ; অস্ত্র যে ফিরে আসে
তারি দিকে পুনঃ। পর্বতে যে করে মুষ্ট্যাঘাত সে তো
নিজেরি বেদনা ডেকে আনে। সারা পৃথ্বীময় এত
হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর পীড়নেরে অতিক্রমি' তবু
আত্মার দৃঢ়তা বড়ো। কিরাতের বেশে শম্ভু প্রভু
তোমার অক্ষয় তুণ ব্যর্থ করেছিল বিনিঃশেষে
বিনা প্রতিঘাতে। যাঁর নিমেষের ইঙ্গিত-আদেশে
ত্রিলোক বিলয় হয়, তাঁর অস্ত্র বিঁধেছে কি বুকে
সে দ্বৈত সংগ্রামে ?

অর্জুন

নহে আর্য !

যুধিষ্ঠির

তবু সে অদ্ভুত রণে
পরাজিত দম্ভ তব খণ্ড হয়েছিল সেই ক্ষণে।
আঘাত যে নিতে পারে অকুতোশঙ্কায়, অকাতরে,
জয় তারি।

দ্রৌপদী

ভুল, ভুল ! আঘাতের নিষ্ঠুর হননে
বিক্ষত পাণ্ডব আত্মা ; ক্ষত ক্লিষ্ট দ্রৌপদীর মনে
স্নেহ ক্ষমা দয়া অপগত। কিন্তু আজো পাণ্ডবের
জয় অনিশ্চিত। শুধু বহুবর্ষব্যাপী অন্যায়ের

প্রতিরোধে দাঁড়ায়েছে জাগ্রত পাণ্ডব, এ-ই মাত্র
অন্তিম সান্ত্বনা।

অর্জুন

নহে অনিশ্চিত কৃষ্ণা, জানি জয়
আমাদেরি। শ্রীকৃষ্ণ সারথি যেথা, যেথা ধনঞ্জয়
রথী, ভীম বীর সৈন্য পুরোভাগে, আর যুধিষ্ঠির
যে পক্ষের অধিনেতা, বিজয় সে পক্ষে কৃষ্ণা স্থির।

যুধিষ্ঠির

মিথ্যা এ দম্ভের আত্মপ্রতারণা। সব্যসাচী, যদি
শ্রেষ্ঠ শৌর্য আর অস্ত্রে মানুষের অন্তর অবধি
করা যেত বশীভূত, তবে মিথ্যা হ'ত সৃষ্টি, আর
ব্যর্থ হ'ত শাশ্বত জীবন। মানুষের অধিকার
পাশব শক্তির বশ্য নহে। বীরত্বের যে গৌরবে
প্রতিপক্ষে দেখ তুমি হীন, সে-গর্বেই তো কৌরবে
ঘিরে আছে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা। তবু জানি
বিশ্বজয়ী যত রথীবৃন্দ কৌরবের— হোক জ্ঞানী,
হোক পূজনীয়, তবু আত্মার সহায়হীন তারা।

অর্জুন

সংশয় কি আছে তবে জয়ে?

যুধিষ্ঠির

নহে পার্থ। দিশাহারা
ভ্রান্ত যেই জানে না নিজের সত্য, সেই বারংবার
হয় পরাজিত। জানি আমি আমাদের এ-যাত্রার
লক্ষ্য কল্যাণের, তাই জয় আমাদেরি। এ সংগ্রামে
ঘটে যদি অসম্ভব, হত হয় পার্থ, যার নামে

রক্ত প্রকম্পিত সেই ভীম যদি করে আত্মদান,
যুধিষ্ঠির মরে যদি, তবু সর্ব মানব কল্যাণ
এ-সংগ্রামে সুনিশ্চিত ফল। পাপী যে, পার্থিব জয়
পার্থিব সমৃদ্ধি তার বারে বারে ভূলুণ্ঠিত হয়
আপন আত্মার পদাঘাতে।

অর্জুন

জয় তবে সুনিশ্চিত।
হে অগ্রজ, শুধু নয় গাণ্ডীব সহায়; সত্যাশ্রিত
পাণ্ডব আজিকে। ধর্ম যদি চিরজয়ী, ধ্রুব তবে
পাণ্ডবের রাজ্যলাভ।

দ্রৌপদী

রাজ্য-উপভোগ পুনরায়,
সর্বদুঃখ অবসান, সর্ব অপমান স্বপ্নপ্রায়
হবে অপগত। কী তৃপ্তি সে! সে কী সুখ!

যুধিষ্ঠির

তৃপ্তি বটে,
নহে সে সার্থক জিঘাংসার! কহ অকপটে
কৃষ্ণা, সিংহাসন সুখ দিতে পারে?

দ্রৌপদী

তবে কি বিজয়
পার্থিব সমস্ত সার্থকতা হতে চ্যুত?

যুধিষ্ঠির

তাও নয়,
পৃথিবীর মানবের সুখ শুধু রহে প্রাণে প্রাণে

সুকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে। কুরুক্ষেত্র অবসানে
সে কর্মের সমাপ্তি, সে প্রাণে কর্তব্যের পুরস্কার
মহাশান্তি। আর কোনো কাজ নেই।

অর্জুন

তবে রাজা আর
প্রজা রক্ষা, সিংহাসন, রাজধর্ম, সে কি ত্যজনীয় ?

যুধিষ্ঠির

রাজধর্ম যন্ত্রধর্ম। সামান্যের যোগ্য তাহা প্রিয়,
নহে কভু লক্ষ্যস্থল তোমার আমার।

অর্জুন

এর পরে ?

যুধিষ্ঠির

এর পরে মানবের কল্যাণের তরে প্রয়োজন
ধর্ম রক্ষা, তার পরে মহাত্যাগ। এ শত্রু হনন
নহে শুধু স্বার্থসিদ্ধি তরে এই সত্য প্রমাণিতে
প্রয়োজন ত্যাগ আর মহাপ্রস্থানের। পৃথিবীতে
তাই ধ্রুব, যে কীর্তির মূল লোভ আর মোহমদে
খোঁজে না শিকড়।

অর্জুন

সত্যদ্রষ্টা আর্য, প্রণিপাত পদে॥

চুরি

আলস্ত-বিলাসে বুঝি কিছু নেশা জমেছিল বুকে,
সে-দুর্বল মনে তুমি কেন এলে অনধিকারিণী ?
অতিদূর অভিসার রজনীর কঙ্কণ-কিঙ্কিণি
এখনো তোমার মোহ বারংবার ভাঙে সকৌতুকে ?
তোমারে গ্রহণ ক'রে কোথা রাখি ?— দুর্গম সম্মুখে
কণ্টকের অভ্যর্থনা ; প্রতিহিংস্র স্মৃতি-মায়াবিনী
ঈর্ষায় জাগ্রত,— জানি এ-জীবন তারি ঋণে ঋণী ;
কাম্যের সপত্নী স্মৃতি ঘৃণা করে এ নব-বধূকে ।

তোমারেই ভালোবাসি । সত্য আজ শোনায় চাতুরি
বহুপ্রণয়ের জালে আবদ্ধ অতীত-ক্রীত মনে ।
সঙ্গমাত্র আহরণ, তারপর তোমারে ফেরাই ।
স্মরণের অবরোধ ছিন্ন ক'রে যতটুকু পাই
তোমার সান্নিধ্যে আসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত চয়নে
দুর্লভ তোমার সাথে হৃদয়ের খেলি লুকোচুরি ॥

আমি

রাত্রি আর প্রভাতের মধ্যবর্তী দুর্জ্ঞেয় সেতুর
অন্ধকার প্রান্তে আমি সম্মুখ-পথিক,
হেমন্তে উড্ডীন যেন শ্যামাকীট, ভ্রান্ত-দিগ্বিদিক,
শূন্য আস্ফালনে সুচতুর ।

আমি ভোগী গৃধ্নু, তবু নমস্য শ্রদ্ধেয়,
আমি স্বর্গচ্যুত দেব, পাপ তবু সহায় আমার,

জোনাকির আলোবৎ সৌরদীপ্তি আমারি আত্মায়,
আমার নিন্দিত যা তা অবশ্যই হেয়।

আমি সত্যবেত্তা, আমি মান্য ও মানিত,
আমি সুখ শান্তিদাতা ভবিষ্যতে, বর্তমানে যদি
আমার ইঙ্গিতে দুঃখ-দুর্দশার চূড়ান্ত অবধি
অন্যলোকে ভোগ করি' মোরে করে প্রীত।

আমি অন্ধ, তবু আমি পথের নির্দেশ করি দান,
হিংস্র আমি, শান্তি তবু আমারি কবলে,
একা আমি, তবু শ্রেষ্ঠ নির্বোধের দলে।
মানব-আত্মারে আমি যথা-ইচ্ছা করি অপমান।

সৌন্দর্যের ধ্বংসকারী, বিবেকের নিষ্ঠুর বিজেতা,
তবু আমি হৃদয়ের ঐশ্বর্যের একক ভাণ্ডারী,
দুর্বল, তথাপি আমি পৃথিবীরে ছিঁড়ে দিতে পারি,
আমি নেতা॥

কবিকণ্ঠ

স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি মাঝে মাঝে করি অতিক্রম,
আহার-মৈথুন-নিদ্রা-বিবর্জিত অনাবেগ দেশে।
বিদ্বেষ-জিঘাংসা-স্বার্থে সুগঠিত শতঘ্নী বল্লম
যেখানে নিরর্থ সবি, কখনো কখনো সেথা এসে
বীতরাগে বীতভয়ে এ-সংসারে করিতে বিচার
মৃত্যুর প্রচ্ছায়ে বসি' মুক্তি যদি পাই মুহূর্তেক,
ধন্য তবে কবি-জন্ম, ধন্য সত্য-পানে অভিসার,
অর্ধ আত্মা পাপী যদি, পাপাতীত এখনো অর্ধেক।

হিংসার দেখেছি নগ্ন বিষদন্ত, দম্ভোদর-স্ফীতি,
ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত সিংহনাদ শুনেছি বিস্ময়ে,
রাক্ষসী-ধর্মের ভক্ষ্য দেখি আজ স্নেহ-প্রেম-প্রীতি,
মনুষ্যত্ব ধর্মভ্রষ্ট, তবু বাঁচি এ সম্বল লয়ে।
আজো প্রাণে আশা জাগে, মেঘাচ্ছন্ন নিশ্ছিদ্র অমারো
অন্তিম বিনাশ আছে উষার আরক্ত চিতাগ্নিতে,
জীবনের প্রাপ্য যত লুপ্ত আজ শেষ চিহ্ন তারও,
তথাপি প্রাণের দীপে যত আলো সবি হবে দিতে।

মানুষের প্রাণে গড়ি' মানুষের প্রাণের জল্লাদ,
ক্ষণধ্বংসী রাজ্য করি' উপভোগ গ্লানিময় সুখে,
মানুষের ধর্মে জন্মি' ধর্মদ্রোহে করি সিংহনাদ,
তথাপি, মানুষ ব'লে, কিছু প্রীতি আজো বহি বুকে।
সেটুকু সম্বল শুধু যুগান্তের এ হিংস্র নিশায়—
সেটুকু শাশ্বত হোক কবিকণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদে,
কৃষ্ণযুগে জন্ম যার, এই ব্রত বহে সে আত্মায়,
তারি কণ্ঠে বাঁচে আলো অন্ধকারে বিশ্ব যবে কাঁদে।

আমরা পীড়িত ক্লিষ্ট সঙ্গীহীন ; তথাপি আমরা
স্নেহ প্রীতি সখ্য নিয়ে কাব্য রচি, এ মোদেরি কাজ।
আমরা জানি না রাজ্য ধর্ম কিংবা শাস্ত্র ভাঙা-গড়া,
হৃদয়ের ধর্ম জানি, স্নিগ্ধ মুগ্ধ প্রণয়ে নিলাজ।
প্রাণের প্রস্তর যুগে যদি পারি কখনো পাষাণে
মনুষ্যধর্মের অনুশাসনের লিপি দিতে এঁকে,
তবেই সার্থক জন্ম, মৃত্যুজয়ী তৃপ্তি তবে প্রাণে
তবেই নির্দোষ মোরা নিরপেক্ষ নির্মম বিবেকে।

হে কবি, আহ্বান করি, মনুষ্যত্ব পিষ্ট ক্লিষ্ট যবে
তব ক্ষীণ কণ্ঠে আনো জীবনের অধিকার দাবি,

জীবন সংগ্রাম যদি, বলো এই জীবন-আহবে
একমাত্র অস্ত্র মোর আনন্দের মঞ্জুষার চাবি।
বলে কিংবা স্বার্থে কারো মানি না বিকৃত অধিকার
পৃথিবীরে ভুঞ্জিবার কুঞ্জে মম গড়িতে শ্মশান ;
বলো— 'আমি ভালোবাসি' এই মন্ত্র কবচ আত্মার,
জীবনে যে হিংসা আনে প্রেমেরে সে করে অপমান ॥

হার-জিৎ

দিকে দিকে চিৎকার—
জিৎ কার ? জিৎ কার ?

প্রকৃতির পরাজয়, পরাজয় সত্যের,
নরকের কাছে আজ পরাজয় মর্তের,
হার আজ আমাদের সকলের পক্ষে,
মানবতা পরাজিত সবার অলক্ষ্যে,
শান্তির পরাজয়, পরাজয় তৃপ্তির
অন্তরে পরাজয় বুদ্ধির দীপ্তির।
কোনোখানে জিৎ নেই, কারো নেই জিৎ আর,
তবু শুনি চিৎকার!

হার সব ধর্মের, হার যত সখ্যের,
প্রীতি আজ রূপ নেয় দিশাহারা ভক্ষ্যের
হার হয় আমাদের, তোমরাও হারো আজ,
কেন যে জেতার নেশা, খোঁজ নেই তারো আজ
তবু শুনি চিৎকার—
জিৎ কার ? জিৎ কার ?

শয়তান পাশা খেলে, ঘুঁটি হয়ে মরি রোজ,
আলসে নরম মন নরকের বসে ভোজ।
আমরা কেবলি মরি, বার বার হেরে যাই,
জেতার নেশায় তবু বার বার তেড়ে যাই।
আমাদেরি মারি, দিই হারিয়েও নিজেদের,
তবুও কাটে না নেশা জেতবার এ জেদের।
তবু করি চিৎকার—
জিৎ কার? জিৎ কার?

বৈরাগ-যোগ

রিক্ততার গৈরিকেই স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের স্তুতি,
সম্পদের ঠুলি খুলে চোখে দেখি ছাবাপৃথিবীরে।
ইন্দ্রিয়-সম্বল দেহে ভোগের রোমাঞ্চ আসে ফিরে;
প্রাণ-যজ্ঞে সিদ্ধি আনে সঞ্চয়ের নিঃশেষ আহুতি।
যদি আজ নিঃস্ব আমি সঙ্গীচ্যুত, বিশ্বের বিভূতি
সত্তায় জড়ায়ে আছে সন্ন্যাস-ভস্মের মতো ঘিরে,
প্রাপ্তির বন্ধন খুলে নিঃস্বতার নগ্ন বিস্তৃতিরে
আত্মায় আয়ত্ত ক'রে প্রাণে লভি নব অনুভূতি!

মাটির পৃথিবী আর নীলাকাশ, কান্তার-প্রান্তর,
পুষ্পময় অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রের কচিৎ ইশারা,
পঞ্চেন্দ্রিয় পুষ্পপাত্রে চয়নের খুঁজি অবসর,
আয়ুর পরিধি-বদ্ধ এ-জীবনে কভু পেলে ছাড়া।
কখনো আশ্রয়চ্যুত যদি পাই নিঃস্বতার বর
মুহূর্তে উন্মুক্ত হয় সংসারের অবরুদ্ধ কারা॥

আসল কথা

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁচকাঁদুনি
একটি করে ফুর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে
একটি খুশির মূর্তি।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটী আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা-তা।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে-আদর
চরকিবাজি ছোটে॥

জানাজানি

জানাজানি নিয়ে মিছে হানাহানি
কে বা জানে কতটুকু ?
পরীদের কথা বড়রা জানে না
জানে ছোট খোকা-খুকু।
তেপান্তরের মাঠের খবর
কোন বড়বাবু জানে ?
শরতে শেফালি কুড়োতে কী মজা
লেখে কি তা অভিধানে ?
বাদলের মেঘে ময়ূরেরা নাচে
রোদ্দুরে নাচে মন,
কেন যে সে কথা কারো জানা নেই
যত পণ্ডিত হোন।

ছোটদের মনে হাসির তুবড়ি
দিন রাত কে বা জ্বালে,
বড় হলে লোকে কেন হাঁড়িমুখে
চলে গম্ভীর চালে ?
কেন-কী-কোথায়-কবে-কার, সবি
বই প'ড়ে যারা শেখে
ফুল-নদী-তারা কেন ভালো লাগে
জানে তারা কোত্থেকে ?

একাচোরা

বাঁকাচোরা রাস্তায় একাচোরা সেন
হোগ্‌লার বেড়া এঁটে একলা থাকেন।
রাস্তায় পা দিলেই সস্তা খাতির
পাড়াতুতো খুড়ো জ্যাঠা ভায়ে নাতির,
একটুকু আস্কারা যদি দেওয়া যায়
বাড়িতে চড়াও ক'রে বসে আড্ডায়,
একাচোরা মশায়ের সয় না এ-সব
পাঁচজন লোক ডেকে নাচ-তাণ্ডব।

বন্ধু ও বান্ধব সন্ধান ক'রে
রাতদিন সাতপাড়া ঘুরে যারা মরে,
যারা যায় সিনেমায় আর পার্কে
তারা ছাড়া দুনিয়ায় বোকা আর কে?
সময়ের করে লোকে বাজে খরচা
আত্মজাহির আর পরচর্চা,
সেই হেতু সুচতুর একাচোরা সেন
দরমার বেড়া এঁটে ঘর্মে ভেজেন।

বাঁকাচোরা রাস্তার একাচোরা সেন
সবাকার মান্য ও গণ্য বটেন।
ছেলেমেয়ে করে যদি হৈ হুল্লোড়,
দুদ্দাড় খেলাধুলো রাতদিন-ভোর,
বাপ-মা শিক্ষা দিয়ে বলেন তবে,
'ওঁর মতো শান্ত ও শিষ্ট হবে,
হোমরা-চোমরা আর গোমড়া বটেন—
স্বদেশের গৌরব একাচোরা সেন।'

জিজ্ঞাসা

যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন,—
শরতে কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খ'সে প'ড়ে যাবে একেবারে ?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দূর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে পা দু'খানি পথ খুঁজে পায়—
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,
মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসন পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো এক নতুন কবিতা লিখে দিতে ?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে বাজারে হাটে মাঠের সবুজে,
কখনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কত হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো বা নির্জন সৈকতে,

দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি দু'চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডানে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয়—
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হ'ল কতদিন!
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের সে চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে
পাখির আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরো বড় কল্পনায়
সে-মুহূর্ত আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

হারানো নিমেষ

দিনগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে,
মনের দিঘির জলে সারাদিন ফেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
অলস শরৎ,
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে বালার মতন,
বড় থেকে বড় হয়ে ছেয়ে যায় মন,
মনের সীমানা ছেড়ে আরো দূরে যেতে খোঁজে পথ।
হৃদয়ের ছড়াবার, সুদূরে যাবার এই খেলা
কখন হারিয়ে যাবে নিভে গেলে শরতের বেলা,
মনের গভীর তলে নিথর আঁধারে
আশ্বিনের এ-আনন্দ হারা হয়ে যাবে একেবারে।

জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যত খেলা প্রতিদিন, সবি এক ভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়,
তারপর শূন্য দিনে, বিষণ্ণ রাত্রিতে
হারানো এ-ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে-তারায়।
ছোট এই আয়ু, তবু বড় তার আনন্দের আশা,
ক্ষণিকের অনুভব ঘিরে তাই অফুরন্ত ভাষা।
হারানো নিমেষগুলি খুঁজে
মন তাই ঘুরে মরে জলে-স্থলে, নীলে ও সবুজে।

যদি কোনোদিন কৌতূহলে
মনের ডুবুরি কোনো নামে এই হৃদয়ের জলে,
খোঁজে যদি মনের গহীন,
হয়তো সেদিন—
হারানো সহস্র ক্ষণ, অসংখ্য নিমেষ
পাবে সে উদ্দেশ।
যে-আনন্দ বার বার এ-হৃদয়ে কেবলি হারাই
সে-সম্পদে হয়তো বা হবে তার তরণী বোঝাই ॥

বৈকালী

এখন তো পৃথিবীর সব দেশ চেনা হয়ে গেছে,
সকল সৈকত, মরু, সব দ্বীপ, পাহাড় পেয়েছে
মনের চরণচিহ্নগুলি—
তবুও দিনের শেষে কৌতূহলে ভরা এ-গোধূলি

হয়তো বা কোনোদিন কোনো এক দূরের পাহাড়ে,
প্রান্তরে কান্তারে কিংবা আন্দোলিত সমুদ্রের ধারে
কৌতুকে লিখেছি দুটি নাম—
সন্ধ্যার তিমির-ছায়ে এখনো কি আছে তার দাম ?
এখনো কি কোনো এক সুদূর বন্দরে
পরিত্যক্ত মুহূর্তেরা স্মৃতির জেটিতে ভিড় করে
সে-দিনের সে-মনের ফিরে আসা খুঁজে
এখনো কি এ-হৃদয় প্রাপ্য তার নিতে পারে বুঝে ?

যাযাবর যৌবনের দিনগুলি শুধু পথে পথে
প্রতিরাত্রে কোনো এক নতুন সরায়ে সুরাস্রোতে
পুরাতন মন ধুয়ে নতুন সঙ্গিনী নিল বেছে,
তারা কি এখনো আছে প্রতীক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ?
অথবা কি গোধূলির ধূসর সংশয়ে
সেদিনের প্রেমময়ী দেখা দেয় দ্বিচারিণী হয়ে ?
তারার মতন স্থির, হীরকের মত শুচিস্মিত
সেদিনের কথাগুলি এখন কি মলিন, স্তিমিত ?

ধূসর সন্ধ্যার ছায়ে দু'নয়নে দৃষ্টি আজ ম্লান,
কভু ভাবি সবি আছে, কভু দেখি নিঃস্ব এ-পরান।
তমসার জন্মান্তরে দিবসের উত্তরাধিকার
নিরুদ্দিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল এই মনে পাব কি আবার ?

পাখি আর তারা

মলিন দিনের থেকে বিবর্ণ সন্ধ্যার ফাঁদ ছিঁড়ে
কোমল নিবিড় স্তব্ধ কোনো অন্ধকার নীড়ে
এখন পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে,

ধূসর স্মৃতির জীর্ণ জাল ছিঁড়ে যায় দলে দলে।
তবুও এ শহরের শাখায় শাখায় ওরা সারাদিন ছিল,
আমার এ দক্ষিণের জানালার কাছে বুঝি বিভ্রান্ত কোকিলও
একবার দুইবার তিনবার ডাক দিয়ে গেছে।
সোনার রৌদ্রের দিঘি ঘুরে ঘুরে এই ঘাট নিয়েছিল বেছে ;
তাদের হয়েছে শেষ বিলাসের ক্ষণ,
আমার জগৎ থেকে ক্লান্ত তারা করে পলায়ন।

আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ পাওয়া
মেটে নাই আকাঙ্ক্ষার সব দাবি-দাওয়া।
আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা
আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
নিরন্তর মনে মনে শুনি জীবনের আমন্ত্রণ।

যত হৈম মুহূর্তেরা আসে এই প্রাণের কুটিরে
যাযাবর সেই সব অস্থির চঞ্চল অতিথিরে
কোনোদিন যেতে দিতে হয়।
দিবসের বন্ধু তারা, ম্লান সন্ধ্যা তাহাদের নয়।

এ বিবর্ণ দিন থেকে পলাতক তাই দলে দলে
চঞ্চল পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে।
তাদের ডানার ঘায়ে কম্পিত আকাশে
স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের ফোটার সময় হয়ে আসে ॥

প্রাংশুলভ্যে

কোনো এক সুদূর আকাশে
ছোট ছোট তারা যদি সূর্যপ্রভ হয়,
তবে স্ফুলিঙ্গের মতো যত তৃপ্তি এ-হৃদয়ে আসে
প্রাণের অনন্তলোকে তারা কি শাশ্বত সূর্য নয় ?
সামান্য এ জীবনের উত্তরাধিকার,
ইন্দ্রিয়ের মাধুকরী একমাত্র সম্বল যাত্রার।
সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধা সুখের পরিধি,
ছোট আশা আমাদের অনন্ত তৃষ্ণার প্রতিনিধি।
জীবনের ছায়ার প্রাচীরে
মনোরথ বারবার প্রতিহত হয়ে আসে ফিরে ;
গ্লানিভরা দিন,
স্বপ্নের সান্ত্বনা ভরা রাত্রিগুলি মূর্ছায় বিলীন।
আয়ুর আকাশ-ছাওয়া তুচ্ছতার কালি
যদি কভু ছিন্ন ক'রে আসে আনন্দের এক ফালি,
জ্যোতির্ময় সে-মুহূর্তে শুধু মনে হয়—
তারা যদি সূর্য হয়, এ-আনন্দ সূর্য কেন নয় ?

জীবিকার দুঃখ-সুখ চতুরালি ভরা যত দিন—
ভঙ্গুর প্রেমের ছোট আনন্দেরে করে প্রদক্ষিণ।
সেই ভালোবাসা আর ভালোলাগাটিরে
যত্নে রাখি ঘিরে
দৈনন্দিন জীবনের কঠিন নির্মোকে,
সে-আনন্দে সুর বাঁধি, সে-আলোয় দীপ্তি আনি চোখে।
তারে ঘিরে সামান্য এ-ভাষা
উদ্বাহু বামন সম অনন্তের স্পর্শের প্রত্যাশা।

আজ মনে হয়,
যদি এ তৃপ্তির স্বাদ না পেতো হৃদয়,

যদি হৃদয়ের উপদ্রবে
এই ভালোলাগা আর ভালোবাসা মুছে যেত, তবে—
কেন্দ্রহীন এ-জীবন চিরন্তন ভ্রান্তির প্রলয়ে
যেত না কি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ?
তাই আজ জীবনের যত আবর্জনা
তারো মাঝে খুঁজে ফিরি ছোট এ সান্ত্বনা—
ছোট ছোট তারাগুলি কোনোখানে যদি সূর্য হয়,
প্রাণের অনন্ত নভে এ-আনন্দ সে কি সূর্য নয় ?

নেশা

আফিঙের লাল ফুলে যেন এক অলস মৌমাছি
স্বপ্ন দেখে আর দেখে। শিহরিত পাখার রেশমে
রোদের সোনার বুটি বুনে যাওয়া শেষ হয় ক্রমে,
সূর্য বুঝি গেল চলে পশ্চিম-প্রান্তের কাছাকাছি।
ভুলের সুতোয় গাঁথা জীবনের সরু মালাগাছি
এখনি শুকায়ে যাবে সংসারের সর্বভুক হোমে।
আয়ুর প্রবাহে আঁকা যত ছবি স্বপ্নের কলমে
যতক্ষণ না হারায়, মনে হয় যেন বেঁচে আছি।

রামধনুরঙে মেশা এই নেশা অভিশাপ আনে,
ব্যর্থতায় মুছে যায় ধর্ম-অর্থ-সমাজ-সংসার
ভুলের দ্বিতীয় স্বর্গ তবু গড়ে চলি বারবার,
স্রষ্টার যে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি তার আছে কোনখানে ?
কৃতিত্বে কি কর্মে যার নাই দাম, নাই কোন মানে
নেশার সে নির্বাসনে খুঁজি চিরন্তন অধিকার।

স্বীকৃতি

কখনো মুহূর্ত কোনো সবিতার দীপ্তি নিয়ে আসে,
নতুন পৃথিবী গড়ে নব সৌরতেজের উল্লাসে।
পুরাতন জগতেরে অস্পষ্ট সুদূর মনে হয়,
লগ্নে লগ্নে নবজন্ম, নব নব দৃষ্টির বিস্ময়।

এ অরণ্যে একদিন ঝড়ে
আকাঙ্ক্ষার শাখাগুলি উদ্দাম হয়েছে বায়ুভরে।
সেদিন সে লুপ্ত ক্ষণ হয়তো এনেছে
অনেক কথার ফুল ঝরে-পড়া সব ফুল বেছে।
সহসা তাকায়ে পিছে আজ যদি দেখি—
মনে হয় সেই ফুল এ হৃদয় আজো রেখেছে কি ?
ছেঁড়া কথা শরতের মেঘের মতন
এক পাশ জোড়া দিতে ছিঁড়ে যায় অন্য এক কোণ।

তবু এই ধরণীরে নিত্য নব রূপে দেখেছি যে
এ জীবনে সে সৌভাগ্য কী যে,
কী যে তার দাম,
সামান্য সে স্বীকৃতিরে হেথা রাখিলাম।
আজো কোনো মুহূর্ত যে নিয়ে আসে অন্যতর কথা
জীবনের কানে কানে নবরূপা পৃথ্বীর বারতা,
সেই তো এ জীবনের সৌভাগ্য অপার।
কথারা হারায় যদি হৃদয় তো জন্মে বার বার ॥

পতঙ্গবৃত্তা

শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় ভোগসঙ্গী হে মোর ধরণী !
কখনো হত্যার রক্তে কলঙ্কিনী, কভু নিপীড়িতা,
কভু বীরভোগ্যা, ভ্রষ্টা, মিথ্যাময়ী নিষ্ঠুর বনিতা,
বিচ্ছিন্ন করেছ আত্মা, তবু আমি প্রাণের ঘরণী।
সহস্র বঞ্চনা মাঝে ক্ষণিক প্রসাদটুকু গণি'
সে-ক্ষুদ্র তৃপ্তিরে ঘিরে গেয়ে চলি জীবনের গীতা,
সহস্র-চারিণী তুমি উদাসিনী, অন্তরে জানি তা,
তবু, হে ইন্দ্রিয়ভোগ্যা, জীবনের তুমি মধ্যমণি।

বিক্ষুব্ধ, বিক্ষত আমি এ-প্রেমের শাশ্বত আঘাতে,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থ লগ্ন, পদে পদে গ্লানির বেদনা,
মহার্ঘ্য আয়ুর মূল্যে যা দিলে কৃপণ করুণাতে
সামান্য সে, তবু জানি তারি লাগি দীর্ঘ দিন গোনা।
এখনো বাঁচার নেশা পৃথিবীর প্রেমের সভাতে,
আকাঙ্ক্ষার ফুলে আজো তোমারি কণ্ঠের মালা বোনা

ভালো-লাগা

এই ভালো, জীবনের ভালো-লাগা ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি-বনে বেঁচে থাকা ছন্দ-কুড়িয়ে।
জীবনের পাঠশালে যত পড়া সবি এলোমেলো—
কিছু হ'ল ভুল শেখা, কিছু ভুল মানে নিয়ে এলো।
কেবলি-খেলার মোহে পৃথিবীর উঠোনে বাগানে
পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে দিন কেটে গেল গানে গানে

নামতার ছড়াগুলি কবিতায় হ'ল একাকার,
জীবনের অভিধান না বোঝায় বোঝা গুরুভার।
তবু এ-ই ভালো লাগে, আমার এ প্রিয় ভুলগুলি,
ভুলের আবীরে রাঙা অপরূপ জীবন-গোধূলি।

কত পথ হ'ল চলা! পথে পথে ছিল বুঝি আঁকা
মহাজন-পদাবলী, তবু পথ হ'ল আঁকাবাঁকা।
বনপথে কত চারু চরণের ছায়া খুঁজে খুঁজে
নতুন ভুলের দিকে কতবার গিয়েছি তবু যে।
কত নীল দিন আর কত যে নিবিড় তমসায়
ঝরা-ফুল খসা-তারা গেঁথে গেঁথে দিন কেটে যায়।

ভালো লাগে ভালো লাগে— এই কথা গুন্ গুন্ ক'রে
আসে মন ভ'রে।
মন ভ'রে আসে যেন শ্রাবণের নদী,
প্রাণ ভ'রে ছুঁয়ে যায় চেতনার সীমানা অবধি,
অসীম খুশির সুর গুন্ গুন্ ক'রে
আসে মন ভ'রে।

এই খুশি ভুল যদি, এই পাওয়া ভুল যদি হয়,
তারাভরা রজনীতে মায়া বোনা যদি অপচয়,
তবু তো সে ভুলের খুশিতে
প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উদাসী আমার পৃথিবীতে।
যদি ভুল হয়—
ধ্রুব বলে মনে হওয়া মিছে কথা শুধু গুটি-কয়,
তবু সেই ভুলগুলি জীবনের থেকে মুছে নিলে
সকল খুশির আলো নিবে যাবে আমার নিখিলে।
তাই এ-ই ভালো লাগে, জীবনের ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি-বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে॥

ভ্রান্তিবিলাস

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিষ্ঠুর হাওয়ায়
নিষ্ফল মেঘের মতো হৃদয়ের আকাশে মিলায়।

আয়ুর পরিধি হ'তে অবাধ্য বাহুতে
মৃত্যু-তীর্ণ কল্পনারে ছুঁতে
বারংবার অক্লান্ত প্রয়াসে
কামনা স্তিমিত হ'য়ে আসে।
স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল মন, তবু কঠিন শাসনে
রাত্রিদিন রেখে সন্তর্পণে,
সংশয়ের বিভীষিকা আনি'
উন্মুক্ত দৃষ্টির 'পরে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা টানি'
গ'ড়ে চলি এতটুকু নীড়।
যেখানে অসংখ্য ছোট নির্জীব আশার শুধু ভিড়
সেখানে মলিন শয্যা পেতে
আত্মপ্রসাদের তীব্র সুরার ভ্রান্তিতে থাকি মেতে।

আমার এ-উপদ্বীপে যাযাবর তাতারের মতো
নিষ্ঠুর দুর্দমনীয় প্রেম এলো কত!
এলো কত দুর্নিবার উদ্ধত বাসনা,
সম্ভ্রমের রুদ্ধদ্বারে অবজ্ঞায় হ'ল অভ্যর্থনা।
তারপর সুখ খুঁজে খুঁজে
রাত্রিদিন স্রোতে ভেসে চলি চোখ বুজে;
সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

মাঝে মাঝে শুনি যেন আর্তনাদ কার!
অকস্মাৎ মনে হয়, ভেঙে দিয়ে দ্বার

বিদ্রোহী কল্পনাগুলি যদি কোনোমতে
সহসা ছড়ায়ে পড়ে সত্তাব্যাপী বিস্তীর্ণ জগতে,
তবে কি সে দাবাগ্নির উদ্দাম আহবে
প্রাণের এ আয়োজন ভস্ম হয়ে গিয়ে ধন্য হবে ?

সাধারণ

সাধারণ হাবভাব, সাধারণ হালচাল সবি,
সাধারণ আচরণ, একজন সাধারণ কবি।
সাধারণ আশাগুলি সাধারণ ভাষা দিয়ে বলা,
সাধারণ হাসি আর কান্নার সিধে পথে চলা।
সাধারণ জীবনের ব্যথা আর উল্লাস নিয়ে
ছোট ছোট কথা গেঁথে চলা শুধু ছন্দ বানিয়ে ;
সাধারণ মন নিয়ে হৃদয়ের খোলা দরবারে
সকলের সাথে মিশে এক হয়ে যাওয়া একবারে।

আকাশের পরপারে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে,
মনীষার ছায়াপথে কত কথা গিয়েছে হারিয়ে,
বিন্ধ্যের কত চূড়া পথে যেতে জয় আছে বাকি,
সব অসাধারণের ছায়া থেকে দূরে দূরে থাকি।
সাধারণ আকাশের সনাতন চাঁদ আর তারা,
সাধারণ প্রণয়ের রাতজাগা চোখের পাহারা,
চলমান জীবনের খুঁটিনাটি মান অভিমান
তাই দিয়ে বোনা শুধু কতগুলো সাধারণ গান।

সাধারণ মানুষেরা হয়তো কয়েকদিন পরে
চ'লে যাবে সময়ের সাধারণ সিধে পথ ধ'রে,
আসবে হয়তো সব অনন্যসাধারণ লোক—

যুগান্ত কল্পের অদ্ভুত মেয়ে ও বালক।
হয়তো সেদিন প্রেম হবে অসাধারণ কত না!
তার সাথে একটুও জীবনে হবে না জানাশোনা।
রাতের আঁধারময় বন্যা কি আসবে তখনো?
সে-বানে কি ডুববে না মনের বিজন দ্বীপ কোনো?

আমরা যে সাধারণ সেই কথা যত মনে ভাবি
প্রকৃতির রাজকোষে ততবার খুলে যায় চাবি,
শরতের নীলটুকু ততবার চোখের তারায়
আপনারো অজানিতে কখন চকিতে মিশে যায়।
সাধারণ গৃহতলে বধূর হৃদয়টুকু ঘিরে
মনে মনে মালা গড়ি আকাশের তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
সে তারা কি নিবে যাবে এ-হৃদয় মুছে যায় যদি?
অনন্যসাধারণ থাকবে কি প্রলয় অবধি?

কত কথা শেখা হ'ল, কত পুঁথি পড়া হ'ল শেষ,
কত ইতিহাস এসে চ'লে গেল। কত মহাদেশ
গৈরিকে, কখনো বা উজ্জ্বল বর্শার ধারে,
কত অনুশাসনের লিপি গেল লিখে বারে বারে।
তবু এই সাধারণ নীড়— সে তো মানে না শাসন,
পুরোনো স্নেহের মোহে চিরদিন রয় সাধারণ,
ছোট ছোট সুখ আর দুঃখের আল্পনা এঁকে
অনুশাসনের যত ক্ষত রাখে ভুল দিয়ে ঢেকে।

আমরা যে সাধারণ— গৃহে, আর সাধারণ— প্রেমে,
মাঠে-ক্ষেতে-নদীতটে-বস্তিতে-কুঞ্জে-হারেমে,
সে-ই শুধু আমাদের পরম-চরম পরিচয়—
ঘূর্ণিত সংসার-চক্রকীলক শুধু নয়।
এই রথ চ'লে যাবে, গুঁড়ো হবে চাকা একদিন,

পথে পথে ক্ষয় হয়ে ইতিহাসে হবে সে বিলীন।
তখনো কি সাধারণ গৃহে কোনো মানব-মানবী
খুঁজবে না কোনোখানে একজন সাধারণ কবি?

ভয়

শাস্ত্রের প্রশস্ত পথে, সংস্কারের কবচে দুর্জয়,
মানুষের মর্মচ্ছেদী রুধিরের সঞ্জীবনে বলী,
রাজধর্মে পুরস্কৃত, শূদ্রত্বে ও দারিদ্র্যে অক্ষয়,
সভ্যতার দিগ্বিজয়ী চলে আত্মা দলি'।
অসূর্যম্পশ্যা যে চিন্তা, সে-ও ক্ষুব্ধ আড়ষ্ট শাসনে,
ভাষা ক্লিষ্ট, কর্ম পঙ্গু, সঙ্কুচিত প্রাণ,
রাষ্ট্রে ও সমাজে, প্রেমে, জন্মে ও মরণে,
ভয় সর্বাধিক শক্তিমান্।

জীবনে সে চক্রবর্তী, অধিকাংশ আয়ু তার দাস,
স্বপ্নে কিংবা জাগরণে, প্রমোদে অথবা জীবিকায়,
ব্যাহত বিক্ষুব্ধ করি স্বাচ্ছন্দ্যেরে করে সে বিলাস,
নির্জনে সে কভু আসে, কভু জনতায়।
মৃত্যুর মুখোশে আসে, কখনো বা অপমান রূপে,
কখনো নিন্দায়, কভু রাষ্ট্রের নিষেধে,
উড্ডীন মনেরে লয়ে বারংবার ফেলে অন্ধকূপে—
গতিরে সন্দেহ দিয়ে বেঁধে।

অশরীরী সরীসৃপ— নাগপাশে জড়ায় জীবন,
আঁধারের গুপ্তচর— আড়ি পাতে মনোবাতায়নে,
চরিত্র ও কামনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে করে বিচরণ,
আত্মায় সে পারত্রিক, লৌকিক সে মনে।

অন্তরে প্রবেশ করে লোভের সশস্ত্র পাহারায়,
ত্রিপাদে আচ্ছন্ন করে স্বর্গ মর্ত্য আর রসাতল,
দুর্বার বর্গির মতো প্রাণের চতুর্থ মূল্য চায়,
মুক্তিহীন হিংস্র সে কবল।

মৃত্যুভয়? আয়ু বুঝি জীবনের সর্বোত্তম প্রেয়?
রাষ্ট্রভয়? ব্যক্তি বুঝি শতরঞ্চে হীন ক্রীড়নক?
প্রেতভয়? বর্তমান— সে কি অতীতের চেয়ে হেয়?
লোকভয়? নিন্দুক কি আত্মার চালক?
তাই বুঝি সত্য! তাই ক্লিষ্ট প্রাণ, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
অভিশপ্ত সত্তা ঘিরে গ্লানির কালিমা।
সম্মুখে সবিতা, তবু দু'চোখে ঘনায় অন্ধ ত্রাস,
জীবনের খুঁজি ছোট সীমা।

আত্মার প্রত্যয় যেন ক্রমে জীর্ণ, কম্পিত, শিথিল,
সত্যের স্বরূপ ক্রমে অস্পষ্ট, অদৃশ্য হয়ে আসে,
নিরাপদ পিঞ্জরের গণ্ডিতে মানুষ আঁটে খিল,
অস্তিত্বে সান্ত্বনা খোঁজে আয়ুর তরাসে।
ছায়ার দানব যেন গড়ে প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা
আপনারে বন্দী করে আত্মজ আঁধারে,
প্রাণের দীপ্তিরে ঘেরি রক্তবীজ জন্মে বিভীষিকা
তথাপি সম্রাট মানি তারে।

জীবন্মৃত এ-জীবনে মিছে রচা স্বাতন্ত্র্যের বেদ,
মিথ্যা প্রণয়ের ক্ষীণ রক্তশূন্য নির্জীব-উচ্ছ্বাস—
ধূলির দুর্গের মতো না ধ্বসিলে ভীতির বনেদ,
চিত্তে চিত্তে ত্রস্ত যদি নাহি হয় ত্রাস।
সত্য যদি মেঘাচ্ছন্ন ক'রে রাখে ভীতির ভ্রূকুটি,
আশঙ্কার খল যদি সিংহচর্মে বাঁচে,

চিন্তা যদি না দাঁড়ায় সমুন্নত গর্বভরে উঠি',
অবশিষ্ট জীবনে কী আছে ?

খাণ্ডব দাহন

ভস্মসাৎ হয়ে যায় মহারণ্য, ছোটে জীবদল—
ভল্লুক-শার্দূল-সিংহ-হস্তী-সর্প-নকুল-গণ্ডার—
বিভ্রান্ত যে দিকে ছোটে সম্মুখে নিষ্ঠুর দাবানল
বুভুক্ষু জিহ্বায় করে লালসার উল্লাস উদ্গার।
নীড়ে নীড়ে পক্ষিদল ডিম্ব আর শাবকের 'পরে
দুর্বল দু' পাখা মেলি আর্তনাদে প্রাণ ভিক্ষা চায়,
দেবতা তৃপ্ত্যর্থে আজ গাণ্ডীবীর অগ্নিময় শরে
লক্ষ লক্ষ জীবাশ্রয় খাণ্ডব অরণ্য পুড়ে যায়।

শ্বাপদ-শকুন্ত আর সরীসৃপ পতঙ্গ উদ্ভিদ—
নগণ্য জীবন এরা অবান্তর সৃষ্টি এ জগতে।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রাজপুত্র, শাস্ত্র-শস্ত্রবিদ্,
কোথা পশু-পক্ষী-কীট, হীনযোনি সর্বধর্ম মতে।
কুরু-সিংহাসন তরে কোনো হত্যা-প্রতিযোগিতায়
এ সামান্য জীবদের কখনো হবে না প্রয়োজন,
উৎসবে ব্যসনে রাষ্ট্র-দ্বন্দ্বে কিংবা মন্ত্রণা-সভায়
যে-জীবন অবান্তর তুল্য তার বাঁচা ও মরণ।

তাই এই ধ্বংস-যজ্ঞ ন্যায়ে ধর্মে সর্বথা সম্মত,
তাই হে অর্জুন, তুমি মহাকীর্তি পুরাণ-নায়ক।
দুর্বলের উৎপাটনে জগতে থাকে না কোনো ক্ষত,
কীর্তি তত সুমহান্ যত তীক্ষ্ণ মারণ-শায়ক।

কোটি জীবনের পণে বীর্যবান নিত্য খেলে পাশা,
যুগে যুগে যত খেলা তত ঘোচে ধরণীর ভার,
হারে-জিতে নেশা বাড়ে, বেড়ে চলে জেতার পিপাসা।
নির্বোধ পণের বাজি তবু মূঢ় জন্মে বার বার।

তাই এ খাণ্ডব যদি ধ্বংস হয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণ
হে পার্থ, তোমার কীর্তি ক'রে দেবে আরো সুবিপুল।
সেই ভালো, শান্ত নভে থেমে যাক পাখিদের গান,
নগণ্য জীবন-লীলা হয়ে যাক নিঃশেষে নির্মূল।
জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন থাক এক মুঠো ছাই,
কালান্তক ধনুর্ধর তুমি লভ দৈব আশীর্বাদ।
খাণ্ডবের হত্যালীলা ঘোষুক তোমার মহিমাই
বীরের খ্যাতির গর্বে ডুবুক হীনের আর্তনাদ।

কয়েক প্রহর আগে, এখানেও ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
সহজ বাৎসল্য-প্রেম, আশা-স্বপ্ন, শৈশব-যৌবন,
সবি ছিল প্রাণোচ্ছল, ছিল মূঢ় জীবনেরে ঘিরে
আনন্দের আকাঙ্ক্ষার স্পন্দিত ছন্দিত আবরণ।
স্রষ্টার খেয়ালে গড়া বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছিল প্রাণ,
ছিল তৃপ্তি কামনার, উপভোগ ছিল ইন্দ্রিয়ের,
শান্তি ও সংগ্রামে মেশা দুঃখ-সুখ পতন উত্থান,
এখানেও উর্মি ছিল অফুরন্ত জীবন স্রোতের।

সৃষ্টিকর্তা বিধাতারো আছে বুঝি কিছু লজ্জাবোধ
ক্ষণিক ভ্রান্তির বশে অবান্তর জীবন-সৃজনে,
মানব-শক্তিরে তাই সেও বুঝি করে তোষামোদ,
ধ্বংসের প্রেরণা আনে ক্ষীণজীবী মানুষেরি মনে।
যতবার জীবদল একান্তে ভঙ্গুর নীড় রচে
ইতিহাস রথচক্রে ততবার চূর্ণ হয়ে যায়,

ধ্বংসকর্তা বেঁচে রয় সর্বকালে কীর্তির কবচে,
জীবনের গড্ডলিকা ছোটে তারি প্রসাদ আশায়।

তাই বুঝি আগুনেরো অগ্নিমান্দ্য, নিষ্ঠুর তামাশা!
অর্জুন, সামান্য জীব নাশ তরে কেন অজুহাত?
দুর্বল যে অসহায়, জানে না যে দেববোধ্য ভাষা
তার মৃত্যু ধরিত্রীরে বিন্দুমাত্র করে না আঘাত।
কুরুক্ষেত্রজয়ী পার্থ যুগে যুগে হবে কীর্তিমান্,
লুপ্ত খাণ্ডবের নাম ধন্য হবে অর্জুনের সাথে,
আর যে পরাস্ত মৃত, স্মৃতি তার রাখে না সম্মান,
অস্তিত্বের চিহ্ন তার কোনোখানে থাকে না ধরাতে।

নিগূঢ় ধর্মের তত্ত্ব, বীরভোগ্যা পৃথিবীর রীতি,
তোমার দারুণ কর্মে হে পার্থ জ্বলন্ত বর্ণে লেখা।
কলঙ্ক ভূষণ তার সর্বাধিক শক্তিতে যে কৃতী,
জীবনই কলঙ্ক তার দুর্বল যে অসহায় একা।
কৃতীর সকল পাপ ধুয়ে যায় স্তুতির জোয়ারে,
দেবতার আশীর্বাদ তারি 'পরে ঝরে চিরকাল,—
বিধাতার সৃষ্টিরে যে নিজ বলে মুছে দিতে পারে,
বলিষ্ঠ বাহুতে পারে ফেলে দিতে ধরার জঞ্জাল।

হে পার্থ, হে সব্যসাচী, কৃষ্ণসখা, দেবেন্দ্রের প্রিয়,
নারায়ণ অংশ তুমি, ঈশ্বরের নর-প্রতিকৃতি।
জীবনের আসক্তিতে ভুলে থাকি কেবলি যদিও
তবুও তোমার কর্মে আছে জানি স্রষ্টার সম্মতি।
বিধাতা প্রেরিত বীর দিগ্বিজয়ী আসে ভেঙে দিতে
অহেতু খেলায় গড়া সৃষ্টির তাসের ঘর বুঝি,
তবু যত বহ্নি জ্বলে, অগ্নিশিখা ঘেরে চারিভিতে,
তত মোরা মাঠে-ঘাটে ঘর-বাঁধা খড়-কুটো খুঁজি॥

রাজা

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা ;
উষ্ণীষ-আভরণ সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়ার দোকানে,
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজা হু'ছিলিম গাঁজা
হুকুমের জরু আছে, আছে তাড়ি আর তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট— ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু জেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসর-বাসর করে মাত,
জীবনের পালাগানে মেডেল-ইনাম নেয় জিতে,
কখনো নিজেরে ঢাকে নেশা দিয়ে, কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত,
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের ॥

ছাগল

গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞা যেন বিচ্ছুরিত দাড়ির আভাসে,
শৃঙ্গ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুঝি ঢুঁ মারে কখন,
উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৃণশষ্পে লক্ষ্য বিলক্ষণ,
যাহা পায় তাহা খায় দ্বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে।
নধর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,
সঞ্চয়ের মূল্য জানে, ফল পায় চর্বিত-চর্বণ।
ধারে না রুচির ধার, নির্বিকল্প অনুদ্বিগ্ন মন,
তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কচি ঘাসে।

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ডুমো ডুমো কিংবা মিহি কিমা,
স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে।
সর্বদেশে-কালে প্রিয়, হোক পক্ক যে-কোনো রীতিতে,
ধর্মে-কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা।
বলিবাদ্যে কীর্তি ঘোষে নিজ চর্মে গড়া জয়ঢাক—
তবুও কী সহনশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোশাক॥

ফানুস

ফানুসেরো দিন আছে উঁচু থেকে ওঠে সে উঁচুতে,
নিচের লোকেরা ভাবে সে-ও বুঝি তারারি সামিল।
গরম বাতাসে ফেঁপে মহাশূন্যে করে কিলবিল,
অহংকারে ডগমগ,— কার সাধ্য পারে তারে ছুঁতে?
ফানুসেরো দিন আছে, চুপসানো যদিও শুরুতে—
পেটে তাপ পেলে হয় চাঁদখেকো যেন তিমিঙ্গিল।
রঙিন পোশাকে করে মোমের আলোয় ঝিলমিল,
যোজন-যোজন উড়ে চলে যায় বাতাসের ফুঁতে।

অতি-শস্তা, শিশুতোষ্য, শূন্যগর্ভ রঙিন কাগজ
দশচক্রে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের চক্ষে দেয় ধোঁয়া,
গম্ভীর মন্থর চালে অন্তরীক্ষে চলে ধূম্রধ্বজ,
নিম্নবর্তী মন্তব্যের বিন্দুমাত্র করে না পরোয়া।
যতক্ষণ ঊর্ধ্বচারী ততক্ষণ সে-ও তো দিগ্‌গজ,
সুদূরে বিহার তার একমাত্র এটুকু বাঁচোয়া॥

ভোট

নাতিহ্রস্বদীর্ঘস্থূল, অনতিশীর্ণোচ্চ, নাতিস্থির,
গুণে আর পরিসরে এবম্বিধ চৌকস মগজে
জনতা-নায়িকা সদা প্রাণমন সমর্পিয়া ভজে ;
সর্বদা গলায় দড়ি পৃথিবীতে অতীব বুদ্ধির।
মধ্যম অধম এই দুই পাটে গড়া যাঁতাটির
পেষণে উত্তম মাথা ডাল হয়ে সুধারসে মজে,
জনতা নামিনী বামা পেয়ে তারে জরুরি গরজে
নেতারূপী নায়কের অবিচ্ছিন্ন উদর পূর্তির।

অতিসভ্য পৃথিবীতে সংক্ষেপে ইহারে কয় ভোট,
অত্যুচ্চ মস্তিষ্কগুলি চাঁটা খেয়ে ঢুকে যায় পেটে,
যত উগ্র কণ্ঠ আর যতই দুরন্ত বাহ্বাস্ফোট
জনতার স্বয়ম্বরে মালা পায় ততই নিরেটে।
গড্ডল প্রবাহ যবে মহোল্লাসে হয় এক জোট
গড্ডল-সর্দার সাথে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী ওঠে এঁটে ?

প্রেতচরিত

পৃথিবীর অন্ধকার আনাচে কানাচে,
হিজিবিজি চিন্তার বাঁকের কাছে কাছে,
প্রেতের মতন অশরীরী, অসহায়—
মনীষা ও প্রতিভার ভুতুড়ে ছায়ারা মিলে
ভয়ংকর জটলা জমায়।
অসম্ভব কথা সব বলে তারা, দুর্বোধ্য ভাষাতে
করে তারা কিচির-মিচির ;
কল্পনার ভূতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে

নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে,
অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরী মস্তিষ্কেরা করে মহা ভিড়।

কত কী যে বলে তারা কে বা দেয় কান ?
কিম্ভূত ভাবনা আর উদ্ভট বক্তব্য নিয়ে
এদের অদ্ভুত অভিযান।
দুর্বোধ্য খুশিতে আর বিচিত্র খেয়ালে
অতি সূক্ষ্ম চিন্তার তন্তুর বেড়াজালে
পৃথিবীর আনন্দের সবটুকু ছেঁকে নিতে চায় ;
ভূতে-পাওয়া ডানা মেলে দুর্বার গতিতে ছুটে যায়
সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের মরু-অভিযানে।

বিভ্রান্ত প্রেতের দল, জীবনের জানে নাকো মানে,
একেবারে রাখে না খবর—
কত ধানে কত চাল, কত চালে কতটা কাঁকর।
কল্পনার ভাঙা তাঁতে ভবিষ্যের জামদানি বোনে,
জীবন জড়ায়ে রাখে দুরাশার টানা ও পোড়েনে।
ওদের এ অস্তিত্বের কোনো দাম নেই,
কামধেনু দোয় বটে, দই তার মারে নেপোতেই।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যদি বা কচিৎ পিণ্ড মেলে
অগত্যা তৃপ্তিতে সেই অবজ্ঞার উচ্ছিষ্টেরে গেলে।
এদিকে ভারিক্কে চাল, অথচ এমনি বেয়াকুব—
চালচুলো নেই কিন্তু শূন্যকুম্ভ দম্ভ আছে খুব।

এই একদল শীর্ণ প্রতিভা ও মনীষার প্রেত
বিশল্যকরণী খুঁজে গন্ধমাদনেরে তুলে
নিতে চায় শিকড় সমেত।
দুনিয়ার বুকে-বেঁধা শক্তিশেল ধ'রে মারে টান,
উপবাসে জীর্ণকায়, মনে ভাবে কত না জোয়ান।

বড় বড় কাণ্ড করা শখ—
পৃথিবীর চিন্তা বয়, এমনি নিরেট আহাম্মক।
যদিও মেলে না ভিত তবু এরা এমনি বাতুল
নিজেদের কৃতিত্বের বাহবাতে নিজেরা মশগুল।

হাজার কি লক্ষ বছরের ইতিহাস ধরে এরা
—অলৌকিক, অবাঞ্ছিত, অনিকেত এ-সব প্রেতেরা
চেপে আছে নিম্নবাস-পৃথিবীর ঘাড়ে,
ইঁদুরের মতো এরা সিঁধ কাটে এ-বিশ্বের চিন্তার ভাঁড়ারে।
সমাজের কানে কানে বুদ্ধিনাশা পরামর্শ জপে,
জীবনের মানে লেখে অর্থহীন নতুন হরপে।
উদ্ভট কল্পনা দিয়ে জাগায় বিপ্লব—
সুখে ও শান্তিতে থাকা এদের জ্বালায় অসম্ভব।

এই সব প্রেতদের আস্তানা ও অস্তিত্ব এড়িয়ে
অধিকাংশ লোক থাকে মনের দুয়ারে খিল দিয়ে।
চোখ কান বন্ধ ক'রে অধিকাংশ বুদ্ধিমান বীর
পরিবার-প্রাবা স্বরে হত্যা করে রাজা ও উজীর।
কিছু সংখ্যা অতি-বুদ্ধিমান
অলৌকিক পুণ্যলোভে জুতো মেরে করে গরুদান।
পিণ্ড-লোভী কোনো প্রেত এনাদের বদান্যতা ফলে
প্রেতাত্মিক সারাংশকে বলি দিয়ে পূর্বজন্ম ভোলে।
নবজন্মে ধন্য হয়ে বাঁধে তারা হুঁশিয়ার বাসা,
কঙ্কালে গজায় ভুঁড়ি খাসা।

তবুও এ জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে
প্রতিভা ও মনীষার মুক্তিহীন প্রেতদল ঘোরে।
সর্বক্ষেত্রে বিতাড়িত, নিত্য উপবাসী,
নরর্বভদের দ্বারে প্রসাদ-প্রত্যাশী।

কখনো শেখে না ঠেকে, অনাসৃষ্টি ধারণার বিষবৃক্ষ বীজ বুনে যায়,
আয়েশের বীণা ঘিরে অতৃপ্তির ছেঁড়া তার কেবলি জড়ায়।
স্রষ্টার সমান হতে দুরাকাঙ্ক্ষা ভারি,
স্বর্গ-রাজ-তক্ত নিয়ে শূন্যে মাঝে করে কাড়াকাড়ি।
তবুও তো বৃষস্কন্ধগণ
অনুকম্পাভরে নিত্য সহ্য করে হেন আচরণ।

কেবল যখন
পৃথিবী ঘুমন্ত, স্তব্ধ শূন্য বাট, সৈকত নির্জন,
আকাশের ঢাকনার অন্তরাল থেকে কোনো রসিক নাগরে
তারার ঝাঁঝরা পথে রঙ নিয়ে হোলি খেলা করে,
তখন উদার মৌন গ্লানিহীন আকাশের তলে
মনীষা ও প্রতিভার প্রেতগুলি জোটে দলে দলে।
তখন ওরাও নাকি নিমন্ত্রণ পায়
মানুষের যৌবরাজ্য-অভিষেকে জগৎসভায়।
ভূয়োদর্শী বুদ্ধিমান ভাগ্যের বিধাতাগণ জানে
এ কথার সমর্থন নেই কোনো শাস্ত্রে ও পুরাণে॥

জানালা

সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু-গিরি-মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ—
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা।

সব দেখা ঢেকে যায় চারিধারে নিরেট দেয়ালে,
উৎসুক নয়ন তবু মলিন সন্ধানী শিখা জ্বালে।
আকাশের খণ্ড নীল, গুটিকয় তারা আর ফুল,

কভু বা ঝড়ের বেগে গাছে গাছে শাখায় আকুল।
মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া কখনো বা একঝাঁক পাখি,
বিশ্বের অনন্তরূপ কিছু আসে, কিছু দেয় ফাঁকি।
ছোট কুঠুরিতে আজ একটি জানালা শুধু আছে,
তবু, হে সুন্দর ধরা, তুমি আছ ইন্দ্রিয়ের কাছে।

নয়নে নিবন্ত আলো, ধীরে ধীরে মেঘ জমে কালো,
কোথা সে সোনালি রৌদ্র প্লাবনের মতন জোয়ালো?
আমার স্মৃতির সব প্রয়োজন ফুরাল তোমার?
নিঃশেষে নিয়েছ সবি? দিতে পারি কিছু নাই আর?
তবু আজো খোলা আছে একটি জানালা—
আকাঙ্ক্ষার বাসনার লোভের অতৃপ্ত এক জ্বালা।

সকলি ফুরায়, সবি অন্ধকারে হয় অপগত—
মনের ঔজ্জ্বল্য আর বিশ্বের দাক্ষিণ্য-কণা যত।
শুধু তৃষ্ণা আরো, আরো বাড়ে,
যতক্ষণ এ-জানালা নিরুদ্ধ না হয় একেবারে।
যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ-শিখায়
ছোট বহ্নি দাবাগ্নির মতো বিশ্বগ্রাসী হতে চায়,
ততক্ষণ, হে পৃথিবী, কোনো-এক জানালার কাছে,
মনে রেখো, একজন পুরাতন পরিচিত আছে॥

চক্রবাল

জীবনের শেষরূপ চিনে যেতে চাই,
সকল মুখোশ খুলে জীবনেরে দেখে যেন যাই।

কখনো বা এ-জীবন উদ্দাম উল্লাসে
সমস্ত প্রাণের ভূমি ব্যাপ্ত ক'রে বন্যা-সম আসে।
কখনো বা নিভৃত প্রহর
স্মিত অনুরাগে হয় মধুর শাশ্বত অবিনশ্বর।
আজ দেখি ভ্রূকুঞ্চিত কুটিল আননে
বহুরূপী এ-জীবন অরাতির বেশে আসে রণে।
এমনি সে বিচিত্র অজ্ঞাত,
কভু মনে হয় বুঝি চিনি তারে, তবু চিনি না তো।
জীবনের শেষ কথা ব'লে যেতে চাই,
সকল কথার শেষ কথাটুকু খুঁজে যেন পাই।

যতই কথার তারা মনের আকাশ ভ'রে জ্বালি,
সবি কোথা খসে পড়ে, রেখে যায় নির্বাণের কালি।
যত কথা গাঁথি মালা ক'রে,
সকলি শুকায়ে যায় বারবার স্বপ্নশেষ ভোরে।
কত কথা ভেসে যায় বালুচরে ঝরাফুল সম
আজ তারে জীর্ণ দেখি একদা যা ছিল নিরুপম।
এমনি সে অনায়ত্ত কপট চতুর,
কখনো সে কাছে আসে, কখনো বা দুর্লভ সুদূর॥

পরিচয়

কোনোখানে অজ্ঞাতের পরিচয় আছে,
হোক সে অনেক দূরে, হোক বা সে হৃদয়ের কাছে।

যত কথা, যত সুর, যুক্তিহীন সামান্যের মোহ,
অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ভাবনার অসংখ্য বিদ্রোহ,

কেন জানি এক ঠাই এসে
বিশ্বাস নির্ভরে আত্মসমর্পণে শান্তি খোঁজে শেষে।
কোনো-এক দুর্জ্ঞেয় কৌশলে
জীবন-প্রদীপে যত তেল কমে, শিখা বেশি জ্বলে।
জীবনের তুলাদণ্ডে পর্বত-প্রমাণ অবিচার
সামান্য স্মৃতির চেয়ে মনে হয় যেন লঘুভার।

জীবনের বৃত্তে ঘুরি বুদ্ধিভ্রষ্ট মূঢ়ের মতন,
বিশ্বের বৈচিত্র্যোপরে রহস্যের ঘন আবরণ।
ক্লান্ত পায়ে নিরন্তর খুঁজি বিশ্বময়,
কোনোখানে কোনোদিন জিজ্ঞাসার যদি শেষ হয়;
যদি বা সন্ধান মেলে— কোন্ ইন্দ্রজালে
অসহ্য দুঃখেও প্রাণ প্রেরণার দাবানল জ্বালে।

জীবন-পরিধি ছোট, বিশ্বজোড়া জিজ্ঞাসার ক্ষুধা,
অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার কতটুকু মিটাবে বসুধা?
তাই সেই দুর্জ্ঞেয়ের পরিচয় খুঁজি—
সকল প্রশ্নের শেষ সমাধান সেথা আছে বুঝি।
সংখ্যাতীত উপদ্রবে হৃদয়ের ঘোচে না প্রত্যয়,
কাছে কি সুদূরে হোক, অজ্ঞাতের আছে পরিচয়॥

সেতু

জ্যোতির্ময় পৃথ্বী আর ক্ষীণশিখা স্তিমিত হৃদয়—
কী কৌশলে উভয়ের সেতুবন্ধ হয়?

কত তুচ্ছ অবান্তর হীন কর্মচক্রে বাঁধা মন,
তারো মাঝে ক্ষণতরে স্পর্শ দেয় শাশ্বত জীবন।

সেই স্পর্শে আপনারে ভুলি মুহূর্তেকে,
প্রাণের প্রদীপ বুঝি সে-মুহূর্তে তারা হতে শেখে।
সেইক্ষণে দৈনন্দিন সব গ্লানি ভুলে
আকাশেরে ছুঁতে যাই বামনের ক্ষুদ্র বাহু তুলে।
আঘাতে বিক্ষত এই নির্লজ্জ হৃদয়
জীবনের মুখোমুখি পুনর্বার অগ্রসর হয়।

সমাপ্তিরও মোহ আছে। বৃথা আয়ু কখনো হতাশে
গভীর বিশ্রাম খোঁজে সংখ্যাতীত বিস্মৃতের পাশে।
তবু যতবার চিত্তে জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দেখি,
ততবার প্রশ্ন জাগে, এ-জীবন এত তুচ্ছ সে কি?
বিশ্ব আর চিত্ত মাঝে কখনো তো সেতুবন্ধ হয়,
যদিও রহস্য তার জানে না হৃদয়!

ক্লান্তি

এখানে সরাই কোথা? পাহাড়ের উঁচু পথ কেটে,
ভোর থেকে রাত্রি আর রাত্রি-ভোর অবিশ্রাম হেঁটে,
হয়তো বা স্বর্গের তোরণ দেখা যায়।
অবসন্ন পথিকের এ-কান্তারে বিশ্রাম কোথায়?

শুধু তো বিশ্রাম নয়, চাই খাদ্য-পানীয় প্রচুর,
স্বাদে ঘ্রাণে স্পর্শে প্রেমে ভোগ চায় জন্মলোভাতুর।
নিবিড় দেহের স্পর্শ দেহ চায় শীতে ও নিদাঘে,
কাম লোভ মোহ তৃষ্ণা সকলি উদ্দাম তেজে জাগে।
কে করে স্বাগত এই দরিদ্র পথের কিনারায়—
রুক্ষ রিক্ত শূন্য পথে বিশ্রামের সরাই কোথায়?

অবুঝ বুভুক্ষু দিন একে একে নিঃস্ব হাতে আসে,
শত লক্ষ ভিক্ষা চায় বিলাপে ক্রন্দনে দীর্ঘশ্বাসে।
পশ্চাতের সম্মুখের সংখ্যাতীত ক্ষণ
দাবাগ্নির মতো করে আকাশের তাম্রাভ মলিন।
বিমুখ জগৎ হাসে বিকৃত বিদ্রূপে,
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে দিয়ে আসে তীব্র আকাঙ্ক্ষার রূপে।
স্বর্গের তোরণে বুঝি সে-মুহূর্তে বাজে বীণা-বেণু,
ভোগের পিপাসাপাত্রে পুণ্যের নিষ্ফল স্বর্ণরেণু।

জীবন, হে মহাভাগ, দান নিলে পৃথ্বী সসাগরা,
দক্ষিণায় স্বর্ণ চাও আরো স্ফুলিঙ্গভরা?
চণ্ডালও সম্ভোগ চায় শ্মশানের পথে,
তারেও রাজত্ব দিয়ে দূর ক'রে দাও রাজ্য হতে!
শূন্য রিক্ত দগ্ধবাট, এ কান্তারে সরাই কোথায়?
হয়তো অনেক দূরে স্বর্গের তোরণ দেখা যায়॥

আনন্দ

যত দূর চোখ যায় যত দূর মন,
তত দূর আনন্দ করে বিচরণ।
বয়সের গিঁঠ-বাঁধা লম্বা সুতোয়
মনের উড়ানো ঘুড়ি তারা ছোঁয় ছোঁয়।
চোখ ভ'রে দেখা আর মনের দেখাতে
আকাশ পাতাল জুড়ে খেলাঘর পাতে।
কিছু জানা, কিছু পাওয়া, কিছু মনগড়া,
রঙে আর রসে গাঁথা মালা এক ছড়া।
যতটুকু অনুভব, যতখানি আশা,
ততদূর হৃদয়ের মধুর তামাশা।

পৃথিবীর রাজপুরী খোলা চারধার,
কোনো ঘরে চাবি নেই, মুক্ত দুয়ার।
যেদিকে যেখানে খুশি, যখন তখন
আনন্দদীপ জেলে করি বিচরণ।
কোনোখানে গজমোতি, কোনোখানে হীরে,
কোথাও মানিক জলে নিকষ তিমিরে।
অশ্রুফোয়ারা কোথা— মুক্তোর হার,
কোথাও আঘাতে বাজে প্রাণের সেতার।
যা দেখি, যা মন ভ'রে প্রাণ ভ'রে আসে,
হৃদয় জাগায় সবি নব উল্লাসে।

মেঘে ঢাকা চাঁদ আর নিবে যাওয়া তারা,
বজ্রের হুঙ্কার, শ্রাবণের ধারা,
নিত্য নতুন রূপে সবি থাকে মিলে
আমার আনন্দের আলোর মিছিলে।
যতটুকু পাই আর যা কিছু হারাই
আমার খুশিতে আছে সকলেরি ঠাঁই।
নিকটের দেখা আর স্বপ্ন সুদূর
মনের বাঁশিতে বাজে সবগুলি সুর।
যত দূর আয়ু আর যত বড় প্রাণ
তত বড় জলসায় তত বেশি গান॥

আশ্বিন

ওই নীল হয় না মলিন,
রৌদ্রের সোনায় নাওয়া মন-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন।

ও নীলের স্রোত বেয়ে বর্ষে বর্ষে যায় বার আসে
স্মরণের স্বর্ণপর্ণ বিহঙ্গেরা মনের আকাশে।
যা-কিছু হারিয়ে গেছে, কোনোদিন এসেছে যা কাছে,
গুটানো ফিতায় যারা আজ শুধু ছায়াচিত্রে আছে,
যত কথা বিবর্ণ মলিন পুরাতন—
নিরাশ্রয়, যাযাবর, আজ করে শূন্যে বিচরণ,
আশ্বিনের নীলাভ হাওয়ায়
আজ তারা পরিচিত সৌরভ মিলায়।

জীবনের সব পাওয়া লজ্জা ভয় গ্লানি দিয়ে মাখা,
শঙ্কিত চকিত ত্রস্ত সব চাওয়া, সব কাছে ডাকা।
শেষতিক্ত তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার পের,
জীবনের দিবালোক— ক্ষণপরে অস্তমিত সে-ও।
অগন্ত্যযাত্রার পথে এরা একে একে
গোপনে ভুবন ভ'রে প্রাণের সৌরভ যায় রেখে।
গ্লানিটুকু সাথে নিয়ে, পিছে ফেলে যায়
আনন্দের গুঞ্জরন অজানিতে সারা চেতনায়।
সে আনন্দ, সে সৌরভ ঋতুচক্রে আনে একদিন
অমলিন নীলে-নাওয়া সোনা-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন॥

শরতের মেঘ

একটি দুয়ার খুলে রাখো
তোমার নিভৃত কক্ষে সব দ্বার রুদ্ধ কোরো নাকো।
ওই দ্বারপথে কভু শরৎ-নীলাভা যদি আসে,
কেশভার এলোমেলো হয় যদি সহসা বাতাসে,
তার সাথে মিশে কোনোবার
স্মরণের কণাটিরে প্রবেশের দিয়ো অধিকার।

বিস্মৃতির বন্দিত্বের সোনার শিকলে বাঁধা পাখি,
তোমার ভোরের স্বপ্নে যদি আমি মিশে গিয়ে থাকি—
তবু আজ সে-স্বপ্নেরে শরতের মেঘের মতন
জাগরণে মুহূর্তেক করিবারে দিয়ো বিচরণ।
জানো না কি এ-মেঘের পক্ষপুটে অস্তরাগ মাখা,
গৃহমুখী যূথভ্রষ্ট বিহঙ্গম, শ্রান্ত ক্লান্ত পাখা?

আমার আকাশে কোনো রুদ্ধ দ্বার নাই,
সব দিক মুক্ত হেথা, সহস্র স্মৃতির হেথা ঠাঁই।
তাই, তুমি জানো বা না-জানো—
তোমার অস্তিত্বটুকু লক্ষরূপে এখানে ছড়ানো।
সে দুর্বহ অভিশাপ, সে অমৃতময় আশীর্বাদ,
ইন্দ্রিয়ের শত পথে ক্ষণে ক্ষণে পাই তার স্বাদ।

তুমি সুখী জানি,
জীবনের খেলাঘরে অবরুদ্ধ রানি।
আর আমি নিষ্ফল অস্থির,
যতই ফুরায়ে যাই স্মৃতিগুলি তত করে ভিড়।
তবুও কী বিস্ময় অপার,
জানো না যে এ-আকাশে তোমারি বিস্তীর্ণ অধিকার ॥

নির্বাণ

এখন আকাশ-মাটি ফুল ফল মানুষের মন
সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আমি আর তুমি,
আর দুঃখ সীমাহীন, আর আশা নেশার মতন
সমস্ত কল্পনা-ছাওয়া, স্বর্গ মর্ত আকাশ ও ভূমি
ছেয়ে গেল আলোস্রোতে সূচীভেদ্য আঁধারের মতো।

চোখে আর দৃষ্টি নেই। হৃদয়ের সব ফাঁকে-ফাঁকে,
সব সুখে সব দুঃখে, সমস্ত ভুবনে ওতপ্রোত
সমস্ত অতীতে আর ভবিষ্যতে ছড়ানো চাওয়াকে
একটি নিমেষে যেন মূর্ছায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে।

একেই কি প্রাপ্তি বলে? মুহূর্তের ধ্যানমগ্ন মনে
ত্রিলোক ত্রিকাল এসে হ'ল আত্মহারা? এ-নিখিলে
সত্তার দেহের মতো ছড়ানো তোমাকে সচেতনে
পরিপূর্ণরূপে কি পেলাম?

কত তুচ্ছ এই স্বাদ!
কত লঘু এই ছোঁয়া। তবু সব চেয়ে তুমি জানো
আকাশ-পাতাল-জোড়া এ-বিশ্বের শূন্যতা অগাধ,
জানো কত বড় এই পাওয়া, কত বিশাল হারানো।
প্রথম বর্ষার মতো এই ছোট মুহূর্তের পরে
অফুরন্ত বেদনার ধারাস্রোতে হবে পুণ্যস্নান
আরো বহুদিন জানি। তবু পলে দণ্ডে বা প্রহরে
প্রচ্ছন্ন হবে না এই নিমেষের পরম নির্বাণ॥

মেঘচ্ছায়া

শরৎ মেঘের স্নিগ্ধ ছায়াগুলি চলে যায় উড়ে
আমার বিশ্রাম হতে, আমার পৃথিবী থেকে দূরে,
শীতল সান্ত্বনাটুকু আয়ুস্রোতে লুপ্ত হয়ে যায়
অজ্ঞাত সুদূর কোন্ অন্ধ তমিস্রায়।

মনের সঞ্চয় নিয়ে বিলাসের যত অবসর
ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়, চিন্তা হয় গোধূলি-ধূসর।

আচ্ছাদনহীন চিত্তে তপ্ত স্পর্শ পাই,
দগ্ধ দিবসের গ্লানি সব শান্তি ক'রে দেয় ছাই।

এর পর ঋতুচক্রে ভবিতব্য হিমেল জড়তা,
নিরুদ্যম মন হবে জীর্ণ শুষ্ক স্রোতস্বিনী যথা,
প্রাণময় বিশ্ব হতে কী নিষ্ঠুর হবে নির্বাসন,
চিত্তের বিলাসহীন নিরুল্লাস জীবন্ত মরণ।
সেই মৃত্যু কাছে আসে মেঘগুলি যতদূরে চলে
আমারে বঞ্চিত ক'রে শীতল চঞ্চল ছায়াতলে॥

মৃত্যু

প্রচণ্ড লেলিহ কোনো বহ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের কণা
অকস্মাৎ দীপ্ত বেগে অস্তিত্বের একেবারে কাছে
ছুটে এলো। হৃদয়েরে স্পর্শ ক'রে, ঘুমন্ত চেতনা
উত্তাপে জাগ্রত ক'রে, অন্তরের আনাচে কানাচে
দীপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে প্রীতির তৃষ্ণারে, সে সহসা
অন্ধকারে মিশে গেল নিরাকৃতি ছায়ার মতন।
যেন কোন্ ঘূর্ণমান্ জলন্ত সূর্যের থেকে খসা
সদ্যোজাত কোনো এক বহ্নিময় গ্রহ; কিছুক্ষণ
শস্যে ফুলে ফলে আর অজস্র পার্থিব সমারোহে
দৈনন্দিন আবর্তনে ছিল অন্য পৃথিবীর মতো।
তারো বক্ষ জুড়ে ছিল নরনারীশিশু জৈব মোহে
একান্তে জড়ায়ে পরস্পরে। সে-আকাশে লক্ষশত
আশা আর স্বপ্ন ছিল বর্ণময়। আজ অকস্মাৎ
তমসার প্রলয়-প্লাবনে সেই ফুল ফল সেই প্রাণ,
সেই বর্ণচ্ছটা আর তাপতৃষ্ণা, সেই দিনরাত

৯(৩২)

আর তার সাথে মেঘ-তারা-ফুল-আশা-ভাষা-গান
সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই হ'ত ভালো, যদি
ওই আলো, ওই প্রীতি, নিশ্ছিদ্র লুপ্তিতে চিরতরে
চেতনা-সীমান্ত পারে চলে যেত। যদি নিরবধি
সে লুপ্ত গ্রহের তাপ প্রাণের নদীর কূল ভ'রে
স্মৃতির উচ্ছ্বাস নিয়ে আজো নিত্য বয়ে নাহি যেত।
তবু কী বিস্ময়! আজ লুপ্তিতেও অবলুপ্ত নয়
সে-স্ফুলিঙ্গ চেতনার বিশ্বরূপ হ'তে। আজো সে তো
নিজে নিবে গিয়ে, তারি আলো হ'তে জ্বলা জ্যোতির্ময়
শিখাগুলি যায়নি নিবিয়ে। স্মরণের দাহ রেখে
নিয়ে চলে গিয়েছে সে সান্নিধ্যের উষ্ণতার স্বাদ।
মনের আকাশ ভ'রে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া এঁকে
বিনিঃশেষে মুছে নিয়ে চলে গেছে আলোর প্রসাদ!
সকলি নশ্বর যদি, সত্য যদি অনুভূতিময়
চেতনা কেবল, তবু সত্য হোক মানবের ভাষা
স্মৃতির ছোঁয়ায়; আর জীবনের যদি লুপ্তি হয়,
তবুও সে রেখে যাক কাব্যে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা॥

প্রশ্ন

আয়ু কি জীবন? ম্লান বৈকালের বিষণ্ণ বাতাসে
বারবার স্বস্তিহীন এ-জিজ্ঞাসা আসে।

যত ভালো-লাগা আর যত প্রেম সব জড়ো ক'রে
যেন লঘু একগাছি হার,
দীর্ঘ কর্মময়চক্রে অধিকাংশ উপলে প্রস্তরে

বোঝা গুরুভার।
তবুও সামান্য নিয়ে বেঁচে থাকা বড় মনে হয়,
জানি না এ-তুচ্ছতায় জীবনের কোন্ পরিচয়।

আজ ভাবি জীবনেরে হয়তো বা দেখেছি কখনো,
হয়তো বা কোনো লুপ্ত মুহূর্তে তা রয়েছে লুকোনো।
বাসনার কামনার আকাঙ্ক্ষার একান্ত আগ্রহ
যে-প্রেমেরে একদিন ব্যাপ্ত ক'রে ছিল অহরহ,
সেখানে কি দেখেছি জীবন ?
দুঃসহ দুর্বহ সুখে ভরা সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ।

অথবা কি কোনোদিন অহেতুক আত্মবিস্মৃতিতে
শুধু ভালো-লাগা মাঝে জীবন এসেছে ছোঁয়া দিতে ?
আনন্দে সন্তোষে সুখে অশ্রুতে, কোথায়
জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় ?
কর্মে জয়ে সংগ্রামে, না আলস্য-বিলাসে,
ব্যাকুল অধীর মনে কখন সে লঘু পায়ে আসে ?

বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
নিরুত্তর প্রশ্ন জাগে— আয়ুতে কি জীবন ফুরায় ?

অগ্রদানী

সহস্র দৃষ্টির কণা লক্ষ্যহীন জোনাকির মতো
আশেপাশে ভেসে যায়, তবু রাত্রি তমিস্র নির্জন।
অজ্ঞাত আশ্রয় খুঁজে ক্লান্ত পায়ে চলি সর্বক্ষণ
ধরার অরণ্যপথে ভ্রান্তদিশা কণ্টকে বিক্ষত।

নিষ্প্রাণ প্রেতপ্রায় অকরুণ ছায়া লক্ষ শত
হিংস্রতায় ঘিরে রয়, আঘাতের গড়ে আবরণ,
অবুঝ হৃদয় কাঁদে সে আঘাতে, তবুও জীবন
নির্লজ্জ আশায় অন্ধ,— সম্মুখে সে চলে অবিরত।

শুধু উদাসীন নয়, ঈর্ষাময় নির্দয় যদিও,
তথাপি আমার আয়ু আর মোর মন দিয়ে গড়া
আমারি পৃথিবী এ যে! অসার্থক যদিও এ প্রাণ,
তবুও আমার চোখে সর্বাধিক রূপময় প্রিয়
আমার এ-জীবনের প্রীতি যেন ফুলের পসরা,
তবু ভালোবাসি এই পৃথিবীর বাঁ হাতের দান।

পরমাণু

আমার মনের চেয়ে কত পুরাতন?
আমার আকাঙ্ক্ষা চেয়ে আরো কত বড় ত্রিভুবন?

বিবর্ণ পুঁথির পরে ক্ষীণ চোখে রাত্রিদিন ঝুঁকে,
লিপিবদ্ধ সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চাতে সম্মুখে
ঘুরে ঘুরে দেখি ইতস্তত,
সবখানে এ-হৃদয় ছেয়ে আছে আকাশের মতো।
অনাগত কালের অদৃশ্য অন্তরালে
আমার বাসনাবহ্নি অন্তরে অন্তরে শিখা জ্বালে।

ক্ষুদ্র এই বিশ্বজোড়া মন
জীবনের দান হতে কণামাত্র করে না বর্জন।
প্রেমে দুঃখে কামনায়, কর্মে আর আলস্যবিলাসে,
হীনতায় রিক্ততায় ঐশ্বর্যে আনন্দে দুখে ত্রাসে,

নিজেরে সে মিশে যেন্ন পরমাণুপ্রায় ;
দিক হতে দিগন্তরে উড়ে যায় ঘূর্ণিত হাওয়ায়।
যদি কিছু ভালোবাসা পেয়ে থাকি, দিতে পেরে থাকি,
আগত কি অনাগত সব প্রেমে মেশা নেই তা কি ?
যা কিছু মানুষ চায়, যা কিছু চেয়েছে কোনোদিন,
আমার সকল চাওয়া তার মাঝে ওতপ্রোত লীন।

ছোট এই জীবনেরে ঘিরে আছে কত সমারোহ,
ছোট যদি এ-হৃদয় বিশ্বজোড়া তবু তার মোহ।
যতই অতীতে চাই, যত ভবিষ্যতে,
আমার চেতনাটুকু ভেসে রয় সময়ের স্রোতে।
জগতের কামনার শেষ যদি না থাকে কোথাও,
আমার আকাঙ্ক্ষাটুকু, সেও জানি অনন্তে উধাও।

পদধ্বনি

ঘোরানো সিঁড়ির যেন ধাপে ধাপে ক্রমে নেমে আসে
অস্পষ্ট অস্বচ্ছ এক পদধ্বনি নিশ্চিত মন্থর।
সঙ্কুচিত হয়ে আসে ব্যবধান প্রত্যেক নিঃশ্বাসে,
অজ্ঞাত অস্তিত্ব কোনো প্রতিক্ষণে হয় অগ্রসর।
অযাচিত আগন্তুক, অনিবার্য অদৃশ্য অতিথি,
আসে না সে সূর্যসম অকস্মাৎ জ্যোতির বিকাশে,
খোঁজে না সে অভ্যর্থনা, জানে না সে বন্ধুতার রীতি,
অচিন্ত্য অদ্ভুত বার্তা বয়ে নিয়ে ক্রমশ সে আসে।

এখনো সময় আছে, এখনো নির্জন অবসর,
শুধু বাকি আছে আর লিখে যাওয়া একখানি চিঠি,

এখানের খুঁটিনাটি ছোট বড় সকল খবর,
মনে-রাখা, ভুলে-যাওয়া, মনে-পড়া কথার প্রতিটি।
ক্রমান্বিত পদধ্বনি যতক্ষণ দুয়ারে না থামে।
ততক্ষণে ঠিকানাটা লিখে দিতে পারি যেন খামে॥

মূর্তি

তীক্ষ্ণধার যন্ত্র দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর ভাস্কর
অস্তিত্বের অস্থির খণ্ডগুলি ভেঙে ভেঙে ফেলে।
কাল যা সংলগ্ন ছিল সত্তায়, তা আজ অবহেলে
বিচ্ছিন্ন করে সে। যত তুচ্ছ হোক, হোক অবান্তর,
তবু যারে জীবনের অংশ জেনে করি সমাদর
সদি খ'সে প'ড়ে যায়। ধন্য মানি যার স্পর্শ পেলে,
সেখানেও অস্ত্র হেনে ভাস্কর নির্দয় খেলা খেলে;
আর্তনাদে ভ'রে ওঠে ক্লিষ্ট প্রাণ আঘাত-জর্জর।

কোনো একদিন এই ভাঙাগড়া হবে অবসান,
পাথরের খণ্ডটুকু সেদিন রবে না নিরাকৃতি,
কৌতূহলী চোখে দেবে না-জানি কী মূর্তিরূপে দেখা।
সেদিন জগতে আমি খণ্ডিত আহত ক্লিষ্ট একা,
এ-ক্রন্দনে রবে শুধু আমার সামান্য পরিচিতি,
রুক্ষ সে প্রস্তরখণ্ড কী ছিল তা কে নেবে সন্ধান?

কোনোখানে

কোনোখানে একদিঘি জল আর ভেজা ভেজা বালি,
ভোরের রোদের ডানা রূপালি-সোনালি।

এখানে খাণ্ডবপ্রস্থে ঘাসে ঘাসে লেগেছে আগুন,
ধোঁয়ায় ধূসর দিক্‌-দিগন্তর, রুদ্ধ সব পথ।
এখানে দারুণ যুদ্ধে সমুদ্যত খড়্গ ধনু তূণ,
সর্বদা জাগ্রত হিংসা, নিত্য শত্রুজয়ের শপথ।
দুর্গের প্রাকারে জাগা কালান্তক সশস্ত্র প্রহরী,
চতুর্দিকে আক্রমণ, টলমল ক্ষুদ্র রাজ্যপাট।
চিন্তায় চক্রান্তে কাটে সন্ধ্যা উষা দিবা বিভাবরী,
পাছে শত্রু ছিদ্র পায়, রুদ্ধ তাই সকল কপাট।
এখানে বিশ্রাম নাই, শঙ্কা অবিশ্বাস চতুর্দিকে,
কূটনীতি কপটতা রিপুধ্বংস চিন্তা অবিরত,
শত্রুব্যূহভেদমন্ত্র প্রতিদিন চলা শুধু শিখে
বিশল্যকরণী খুঁজে বারবার যোদ্ধা অস্ত্রক্ষত।

কোনোখানে ছায়া-ছায়া পাখি-ডাকা শীতল বিকাল,
আকাশের কোণে কোণে মেঘে বোনা জাল॥

কী পেলে? কী পেলে?

এত বড় নীলাকাশে এক সূর্য জেলে
বলো তুমি কী পেলে? কী পেলে?

যখন ও সূর্য যায় ডুবে,
আমি তো জ্বালাতে পারি ঊর্ধ্বে অধে উত্তরে ও পুবে
প্রচণ্ড উজ্জ্বল দাবানল।
ছাখো নি কি অন্ধরাত্রে আমার কৌশল?
আমারি ভিতর থেকে একটি নিমেষে

লক্ষ কোটি বহ্নি জেলে বিশ্ব তপ্ত ক'রে দিয়ে শেষে
নূতন তমিস্রা আমি ডেকে ডেকে আনি বারবার।
স্বর্গ মর্ত মুহূর্তেকে দীপ্ত করি, ক্ষণে অন্ধকার।
শূন্যতার থেকে আমি আগুন জেলেছি নিজে নিজে,
আমার ললাট থেকে অকস্মাৎ জলে ওঠে কী যে
আশ্চর্য ভীষণ অগ্নি— জানো না কি কত তার দাহ?
পম্পাই ভস্মের পরও গলিত লাভার পরিবাহ।

আর তুমি দিনমানে মহাশূন্যে এক সূর্য জেলে
বলো দেখি কী পেলে? কী পেলে?

ধ্বনি

ঈথরের স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে ভেসে,
ঊর্ধ্বে বায়ুলোকে উঠে, কিংবা গ্রহান্তরে ঘুরে এসে,
এ-মাটিতে মরুতে বা প্রান্তরে-কান্তারে যাবে ঝ'রে
আজকের সকল কথা। এ-লগ্নের গুঞ্জনে-মর্মরে
নেমে যাবে নৈঃশব্দ্যের যবনিকা। সারা জীবনের
ধ্বনির সুতোয় গাঁথা হাসি-কান্নাগুলি আকাশের
কৃপণ নিস্তব্ধতায় খ'সে-পড়া নক্ষত্রের মতো
চূর্ণ হয়ে অন্ধকারে মিশে যাবে— অশ্রুত সতত
পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তবু দূর দূরান্তরে,
দেশ থেকে অন্য দেশে, পল্লী আর বন্দরে-শহরে
মানুষের কণ্ঠস্বর ধ'রে নিতে কত জাল পাতা।
করাচি লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লি বোম্বাই কলকাতা

ধ্বনির তরঙ্গগুলি ঘুরে ফেরে আকুলিবিকুলি।
সহস্র নিখুঁত কথা অভিনয় হাসি-গানগুলি
ঘরে এসে ধরা দেয়। শুধু যা স্মৃতির প্রান্তে লীন
অস্বচ্ছ অস্পষ্ট ক্লান্ত, তাই শুধু আর কোনোদিন
যায় না ফিরিয়ে আনা। যায় ক্ষীণ দূরাগত রেশে
আকাশে নীলিমা জমে, জীবনের ছোট পরিবেশে
তাদের মেলে না ঠাঁই। চিরকাল ভেসে চলে তারা
শতাব্দের লক্ষাব্দের সীমা ভেঙে, সব অর্থহারা,
বিশ্ব অতিক্রম ক'রে, জীবন ছাড়িয়ে, ইতস্তত,
আশ্রয়বন্ধনচ্যুত কেটে যাওয়া ঘুড়িদের মতো॥

উচ্চকথক

উচ্চকথক কণ্ঠ তোলেন
উচ্চ হতে উচ্চে,
নেই পরোয়া কেউ বা তখন
পড়ছে, কে ঘুমুচ্ছে।
কার বা ব্যামো, পরীক্ষা কার
নেই কিছুতেই বিকার,
বাজের চেয়ে জোর গলা যার
তিনিই লাউড্‌স্পীকার।

সুরকে ইনি অসুর করেন,
মিষ্টি করেন কটু,
ধনঞ্জয়ের মতন ইনি
কর্ণবধে পটু।

রাগ-রাগিণী রাগিয়ে তোলেন
ধমক মারে তারা,
কোলের ছেলে চমকে কাঁদে,
পথিক দিশাহারা।

চিন্তা ইনি দেন তাড়িয়ে,
মনকে মারেন চাটি,
প্রমাণ করেন, এই ছুনিয়ায়
জোর গলাটাই খাঁটি।
ফিস্‌ফিসানো, গুন্‌গুনানি,
গোপন কথা, আর
কানে কানে কথায় ইনি
দেন চড়া ধিকার।

এঁর প্রতাপে সংসারে হয়
মিহি মোটা সমান,
ঢঙের রীতি পালেন ইনি,
রসের প্রীতি কমান।
সূক্ষ্ম করেন রুক্ষ ইনি,
সুতোয় করেন কাছি,
মালা গাঁথা না হোক, ইনি
গলায় দিলে বাঁচি।

রূপান্তর

সন্ধ্যার প্রার্থনা

"ওরে মেয়ে, দেখ্, দুয়ারে কিসের ধ্বনি !
নিথর রাত্রে কাঁপিছে বন্ধ দ্বার।"
"ও কেবল মাগো বাতাসের রনরনি,
উতল হাওয়ায় বৃষ্টির ঝঙ্কার।
জানালার কাচে আছাড়ি পড়িছে শ্রাবণের জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হ'য়ো নাকো,
আমি পড়ি ব'সে মোমের আলোয় সন্ধ্যার প্রার্থনা।
—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে জাগো রাত্রিতে আজ,
ওই শোনো বাজে বন্ধুর মোর গভীর পদধ্বনি,
শোনা যায় তারে নিশীথ আঁধারে নীরব মাঠের মাঝ,
সিক্ত অলকে ভূষণ তাহার বৃষ্টিকণার মণি।"

"ওরে মেয়ে, দেখ্, কে যেন এসেছে ঘরে,
পায়ের শব্দ শুনেছি সিঁড়ির দিকে।"
"ও কিছু না মাগো, ইঁদুরে আওয়াজ করে
কিম্বা হয়তো খেলা করে চামচিকে।
জানালার 'পরে অবিরল ঝরে ঝরঝর জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হ'য়ো নাকো
আমি পড়ি ব'সে একেলা এ ঘরে সন্ধ্যার প্রার্থনা।
—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে, আসিছে বন্ধু মোর,
আসিছে সে ওই সবুজ আঙুর-আনত বনের থেকে,
ডুমুর যেথায় পাকিছে এখন সেথা থেকে প্রিয় মোর
একা মোর সাথে রাত্রি যাপিতে আসিতেছে পথ বেয়ে।"

"ওরে মেয়ে মোর, ভূতে ভয় পেলি বুঝি ?
তোর ঘরে যেন শুনি চরণের ধ্বনি।"
"ভূতেরা আজিকে পাবে না আমারে খুঁজি,
দেবদূত কাছে আসিল যে এক্ষণি।
জানালার 'পরে ঝরঝর ঝরে অবিরল জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হ'য়ো নাকো,
আমি পড়ি ব'সে সারা মন দিয়ে সন্ধ্যার প্রার্থনা :
—সুন্দরতম, সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রিয়তম প্রিয় মোর,
বক্ষে আমার শোনো উত্তাল রক্তের মত্ততা,
সকল নয়ন নিদ্রিত, সব ঘরে আঁধারের ঘোর,
ওগো নগরীর প্রহরী, কোরো না বিশ্বাসঘাতকতা।"

আর্থার ফিট্জার-এর জার্মান কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে

আবেলের মৃত্যুসংগীত

মৃত্যুহিম আবেলের শবদেহ লুটায় প্রান্তরে,
মহাভয়ে পলাতক সহোদর আশঙ্কিত কেইন,
একটি বিহঙ্গ ঠোঁট ডোবালো সে-রক্তের উপরে,
তখনি শিহরি উঠে হয়ে গেল মহাকাশে লীন।
সেই পাখি শান্তিহীন উড়ে চলে ধরার আকাশে,
সংকুচিত গতি তার, জ্বালাভরা তীক্ষ্ণ তার রব,
যত উড়ে চলে, তত কণ্ঠে তার আর্তনাদ আসে,
বার বার মনে পড়ে আবেলের রূপে-ভরা শব।
আর তার মনে পড়ে দীর্ণ আত্মা দুঃখী কেইনেরে,
মনে পড়ে নিজেরি সুচিরগত যৌবনের দিন,
কেইনের তীক্ষ্ণ তীর জানে তার মর্ম দেবে ছিঁড়ে,

জানে সে বিরোধ, যুদ্ধ হত্যা মৃত্যু আনবে কেইন।
আনবে আতঙ্ক প্রতি ঘরে ঘরে নগরে ও দেশে,
নিজেই নিজের বৈরী সৃষ্টি ক'রে হানবে মরণ
সর্পিল কুটিল পথে অরাতির— নিজেরও পিছে সে
নিরাশ্বাস ঘৃণাভরে করবে পৃথিবী চংক্রমণ।
অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে দেবে সমস্ত ধরারে
তমিস্রা-আচ্ছন্ন ধরা যাবৎ না হত্যা করে তারে।

সেই পাখি উড়ে চলে, রক্তাক্ত ঠোঁটের থেকে তার
মৃত্যুর বিলাপধ্বনি জগতেরে করে সচকিত ;
সেই ধ্বনি কানে যায় কেইনের, আবেলের মা-র,
আরো লক্ষ লোক সেই ধ্বনি শুনে হয় মহাভীত।
তবু আরো কোটি-কোটি মানুষেরা শোনে না সে ধ্বনি,
আবেলের মৃত্যু-কথা কোনোদিনই জানবে না তারা,
কেইনের অন্তরের ক্ষত তারা জানবে না কখনই,
জানবে না সে-ক্ষত থেকে ঝ'রে পড়ে কত রক্তধারা।
জানবে না সংগ্রাম-ভীতি, মৃত্যুকথা বিগত কালের
নভেলে সে-কথা শুধু প'ড়ে যাবে শূন্যমনা নারী,
অতি-পাওয়া সুখীদের, লঘুচিত্ত যত চপলের,
শক্তিগর্বী বলীদের কল্পনায় চিহ্ন নেই তারই।
আজকে তো কেইন নেই, নেই মৃত্যু, কিংবা মৃত্যুশোক,
ঘৃণা নেই, যুদ্ধ নেই, আছে শুধু ফূর্তির ঝলক।

বিষণ্ণ সে-পাখি আসে বারংবার বাণী তার বয়ে,
তবু ওরা হেলাভরে সে-বাণীতে দেয় নাকো কান ;
কে শোনে দুঃখের কথা ? দুঃখবাদী থাক দুঃখ লয়ে,
ওরা তো জানেনি পরাভব, তাই ওরা শক্তিমান্।
ওরা বিতাড়িত করে সে-পাখিরে, ছুঁড়ে মারে ঢিল,
উচ্চ হাস্যে, লঘু গানে ডোবায় পাখির ক্ষীণ ডাক,

কেননা বিষণ্ণ সুর কেড়ে নেয় খেলার মিছিল,
শুধু আমোদের মাঝে ডাকে যেন ক্রূরকণ্ঠ কাক।
সে-পাখি রক্তাক্ত ঠোঁটে তবু চলে দিকে দিগন্তরে
আবেগের মৃত্যু-শোক-আর্তনাদে আকাশ শিহরে।

হেরমান হেস-এর জার্মান কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে

জনগণ

জনগণ নামে এক পশু আছে মস্তিষ্কবিহীন,
জানে না সে আপনার শক্তি, তাই পৃষ্ঠে বহে ভার
কাষ্ঠ আর প্রস্তরের ; ক্ষুদ্র শিশু রশ্মি ধরি তার
যে-পথে চালায়ে লয়, সেই পথে চলে সে অধীন।
একমাত্র পদাঘাত করে যদি, ভেঙে যাবে ক্ষীণ
শৃঙ্খল চরণ হতে, তবু ভয়ে শিশুর হুঙ্কার
মেনে চলে ; আপনি সে নাহি বোঝে ভীতি আপনার,
মিথ্যা বিভীষিকা দেখি' বিমূঢ় সে কাঁপে নিশিদিন।

২

অদ্ভুত ! সে আপনার হাতে বাঁধে পায়ের শৃঙ্খল ;
রুদ্ধ করে আপনার মুখ ; আর যুদ্ধ ও মরণ
ডেকে আনে, তারি অর্থ রাজা যবে করে বিতরণ ;
তারি নিজ অধিকার স্বর্গ, মর্ত্য আরি রসাতল,
তাহা সে জানে না ;— যদি সেই কথা জানাতে কেবল
কেহ চায়, তবে তারে হত্যা করে পশু জনগণ।

তোমিয়াসো কাম্পানেল্লা-র ইটালীয় কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে

মাছের ফিরিওয়ালা

ম্যাক্স্‌ওয়েল স্ট্রিটের ওদিকে মাছের ফিরিওয়ালা এক ইহুদিকে আমি চিনি ; তার গলা শুনলে মনে হয় যেন কাটা-ফসল ক্ষেতের উপর দিয়ে পৌবালি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

সম্ভাব্য খরিদ্দারদের সামনে হেরিং মাছগুলো দোলাবার সময় তার মধ্যে এত আনন্দ ফুটে ওঠে যে ঠিক মনে হয় যেন পাভলোভার নাচ হচ্ছে।

তার মুখ দেখলে মনে হয়, তা এমন একটি লোকের চেহারা যে মাছ বিক্রি করতে পারছে বলে মহাখুশি, এবং ভগবান যে মাছ সৃষ্টি করেছেন আর খরিদ্দার সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের কাছে যে সে ঠেলাগাড়ি করে তার পণ্য ফিরি করতে পারছে এতে তার আনন্দ আর ধরে না।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ-এর কবিতা থেকে

সুখ

যে-সব অধ্যাপক জীবনের মানে বোঝান, আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি সুখ কী আমাকে ব'লে দিতে।

আর বড়ো বড়ো খ্যাতিমান্ সব কর্মকর্তা, যাঁরা হাজার হাজার লোকের কাজের উপর প্রভুত্ব করেন, আমি তাঁদের কাছেও গিয়েছি।

তাঁরা সকলেই মাথা নেড়ে নেড়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন যেন আমি তাঁদের সঙ্গে রসিকতা করছি।

তারপর এক রবিবার বিকেলে ডেসপ্লেইন্‌স্‌ নদীর পাড় ধরে ধরে আমি ঘুরে বেড়ালাম—
দেখলাম সেখানে গাছের নিচে একদল হাঙ্গেরীয়ান্‌ ব'সে আছে ;
—তাদের সঙ্গে রয়েছে মেয়েরা আর শিশুরা— আর রয়েছে এক পিপে মদ, আর একটা একর্ডিয়ান্‌।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ-এর কবিতা থেকে

ঘাস

অস্টারলিৎস আর ওয়াটার্লু'তে দেহগুলোকে স্তূপ ক'রে রাখো ;
তারপর কোদাল চালিয়ে সেগুলিকে মাটির নিচে চালান ক'রে দিয়ে
আমাকে কাজ করতে দাও।
আমি হচ্ছি ঘাস, আমি সব ঢেকে দিই।
আর গেটিস্‌বার্গে সেগুলি দিয়ে উঁচু স্তূপ বানাও,
উঁচু উঁচু স্তূপ করো ইপ্রেস্‌ আর ভার্দুনে।
তারপর কোদাল মেরে সেগুলিকে মাটির তলায় ঢুকিয়ে
আমাকে কাজ করতে দাও।
দু' বছর, দশ বছর, তারপর যাত্রীরা কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করে,
এটা কোন্‌ জায়গা ?
আমরা এখন কোথায় আছি ?
আমি হচ্ছি ঘাস।
আমাকে কাজ করতে দাও।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ-এর কবিতা থেকে

একজন তরুণ কবির প্রতি

মহাকাল পাখিটার থেকে পাখির ডানাটা কেড়ে নিতে পারে না।
পাখি আর পাখির ডানা
একই সঙ্গে তলিয়ে যায়,
ঠিক যেন একটি পালক।

যা কিছু কোনোদিন আকাশে উঠেছে,
তা সে ভরতপাখিই হোক কি তুমিই হও,
আর পাঁচজনের মতো ম'রে যেতে পারে না।

এড্না ভিনসেণ্ট মিলে-র কবিতা থেকে

পুরস্কার

প্রান্তরে ও বনে প্রভু এনো ফাগুন মাস,
বাজপাখি আর বকের ডানায় উড়ন্ত উল্লাস,
চিতায় দিয়ো গতির লীলা, ঘুঘুকে রঙ, আর
আমায় প্রভু দিয়ো প্রেমের আনন্দ-সম্ভার।

ডুবুরিকে দিয়ো প্রভু ঊর্মি-সেঁচা মণি,
বরের চোখের স্বপ্নে এঁকো বধূর আননখানি,
স্বপ্নাতুরের চক্ষে এঁকো যৌবনেরে, আর
আমায় দিয়ো সত্য জানার হর্ষ উপহার।

ধার্মিকেরে দিয়ো প্রভু বিশ্বাসেরি গীতা,
রাজা এবং সৈনিকেরে কর্মে যশস্বিতা,

পরাস্তকে শান্তি দিয়ো, শক্তিমানে আশা,
কণ্ঠে আমার হর্ষে ভরা দিয়ো গানের ভাষা।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে

একান্তে

হে হৃদয়, চলো যাই যেথা বাজে আহ্বান সন্ধ্যার
দূরে, বহুদূরে এই বিজন ভীষণ ভিড় থেকে,
প্রান্তরে কান্তারে যেথা ক্লান্তি নিয়ে নামে অন্ধকার
দীপামান মেঘ থেকে স্বর্ণস্রোতা তটিনীরে ঢেকে।

বন্দর জটিলা থেকে, বাধা-কোলাহল থেকে দূরে,
যেখানে বিশ্রাম আছে, শান্তি আছে সংঘাত-সীমায়,
রাত্রির প্রশান্তি যেথা পূর্ণ হয় আগামীর সুরে
জীবনসংগীতে যেথা মৌন যতি ভরে মূর্ছনায়।

ঈগল প্রহরী যেথা চলো সেই গিরির চত্বরে
তালের ছায়াতে শুয়ে সেখানে হয়তো যাবে শোনা
হয়তো বা ছোঁয়া যাবে ঘুমন্ত ঘাসের মৃদুস্বরে
কোনো স্বপ্ন— সুদূরের তারার রহস্য দিয়ে বোনা।

হয়তো বা অনন্তের রূপস্পর্শ পাবো দু'নয়নে
যার ছায়াতলে সারা জীবনের সংকোচ-স্ফুরণ,
আলোক-খচিত পল বেয়ে প্রভাতের উন্মীলনে—
দ্যুতিময় দলে যার ঈশ্বরের পুজা নিবেদন।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে

টুকরোর টুকরি

১

গভীর কথায়, মজার কথায়, কাঁদুনি ও হাস্যে ভাই,
আমুদে আর বদ্‌মেজাজী তোমার মতো বন্ধু নাই।
সঙ্গ তোমার এমনি সরস, এতই কটু বাক্য সব,
তোমায় ছাড়া বাঁচাই কঠিন, তোমায় নিয়ে অসম্ভব।

ল্যাটিন কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে

২

আমার লেখা ভালোবাসে দেশের লোক,
লেখকেরা নিন্দে করেন ঘরোয়া,
আমার ভোজে নিমন্ত্রিতের তৃপ্তি হোক,
রাঁধুনিদের নিন্দেতে কি পরোয়া ?

ল্যাটিন কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে

৩

কানাকড়ি নেই যার, উপবাস ভালো তার,
ধনীগুলো মোটা হয় আয়েসেই,
নেই যার ঘরদ্বার, গরিবের সর্দার,
বিছানায় জ্যোছনা তো পায় সেই।

স্পেনীয় লোক-সংগীত থেকে

৪

বাঁচবে ভাবছো তুমি আগামী কালে ?
সেই কাল কতদূর ? কী দেশবাসী ?
চলে কি সে গর্বিত রাজার চালে ?
দীর্ঘযাত্রী সে কি এত বিলাসী ?
আছে সে আড়ালে তবু গুনছো প্রহর !
বন্ধুতা তার বুঝি এমনি দামি ?
হোক সে আগামী কাল জোরালো জবর,
গত কালে বাঁচতেই ব্যগ্র আমি।

ল্যাটিন কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে

৫

মশাই যা বলেছেন, মাথা করে হেঁট
মেনে নিই,— যত কবি সবাই নিরেট।
কিন্তু নিজেকে দিয়ে বোঝেন তো সবি—
বোকাগুলো সকলেই হয়নাকো কবি।

ইংরেজী কবিতা থেকে

প্রাকৃত কবিতা

১

ছলনা চাতুরি বিরহিত প্রেম পৃথিবীতে নেই সে তো।
থাকলে বিরহ হ'ত না, অথবা বিরহে জীবন যেত॥

২

আকাশের থেকে উড়ে নেমে এল একঝাঁক টিয়া পাখি,
নভোলক্ষ্মীর গলা থেকে খসা মরকতমালা নাকি ?

৩

হাসি দিয়ে ভর্ৎসনা, বাধা পেয়ে দেখানো অধিক প্রীতি,
অশ্রুভূষণ রচনা মানিনী কুললললনার রীতি।

৪

হাসিতে দশন হবে না প্রকাশ, ভ্রমণে দেহলী হবে না পার,
দর্শনকালে মুখ নিচু রবে কুলবধূদের এই আকার।

৫

যারে বিনা এই জীবন বিফল সব দোষ ক্ষমি তার,
আগুনেরে বলো কে না ভালোবাসে, হোক গ্রাম ছারখার।

৬

অর্ধরাত্রি জেগে কেটে গেল নিমেষে প্রিয়ের প্রতীক্ষায়,
এলো না সে, তাই বাকি অর্ধেক জাগরণে কাটে বর্ষপ্রায়।

গাথা সপ্তশতী থেকে